গৈরিক পতাকা

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কাত্যায়নী বুক ষ্টল
২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

মূল্য দুই টাকা

—প্রাপ্তিস্থান—

কাত্যায়নী বুক-ষ্টল

২০৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—২০শে আষাঢ়, ১৩৩৭

দ্বিতীয় সংস্করণ— ৬ই ভাদ্র, ১৩৩৭

তৃতীয় সংস্করণ—১৭ই মাঘ, ১৩৩৯

চতুর্থ সংস্করণ— ৫ই পৌষ, ১৩৫০

পঞ্চম সংস্করণ—১০ই আষাঢ়, ১৩৫২

ষষ্ঠ সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৩

প্রকাশক—শ্রীঅমররঞ্জন সোম, ৫নং যদুনাথ সেন লেন, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীপরমানন্দ সিংহ রায়

'শ্রীকালী প্রেস'

৬৭নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

উৎসর্গ

বাংলার যৌবন-আন্দোলনের ঋত্বিক, কারারুদ্ধ নেতা

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর

উদ্দেশে

১৩৩৭সালে নাটকখানি যখন প্রথম অভিনীত ও প্রকাশিত হয় নেতাজী তখন কারারুদ্ধ ছিলেন। নাটকখানি তাঁহার জাতি-সংগঠনের প্রয়াসের কথা মনে রাখিয়া তাঁহারই উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছিলাম। আজ তিনি ইহলোকে কি পরলোকে জানি না। যেথানেই থাকুন, এই শ্রদ্ধাঞ্জলি ফিরাইয়া লইবার অধিকার আমার নাই। ইতি

লেখক

গৈরিক পতাকা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভবানীর মন্দির। শিবাজী মন্দিরের পাদদেশে একখানি শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি দিকচক্রবালে প্রসারিত। শিবাজীর পশ্চাতে তানাজী দণ্ডায়মান। মন্দিরের চূড়ার পিছন দিয়া অস্তগামী সূর্য্য পাহাড়ের গায়ে আত্মগোপন করিতেছে।

শিবাজী। তানাজী!

তানাজী। মহারাজ!

শিবাজী। মহারাজ নই বন্ধু—আমি শিব্বা, তোমার বাল্য-সহচর শিব্বা।

তানাজী। আমার বাল্য-সহচর শিব্বা, আমার দেশের, আমার জাতির রাজা—এ কি আমার পক্ষে গৌরবের কথা নয়?

শিবাজী। কিন্তু সামান্য জায়গীরদারকে মহারাজ বল্লে তাকে যে ব্যঙ্গ করা হয় বন্ধু।

তানাজী। শিবাজীকে যারা জানে না, চেনে না, সামান্য জায়গীরদার বলে তারা তাঁকে উপেক্ষা করতে পারে; কিন্তু তানাজী জানে পতিত এই জাতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করবে যে শক্তি, তা বেড়ে উঠছে শিবাজীকে আশ্রয় ক'রে।

শিবাজী তানাজীর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন

শিবাজী। একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, হৃদয়ের কোন আকাঙ্ক্ষাই তোমার কাছে গোপন রাখব না। কিছুই তোমার কাছে গোপন রাখতে পারিওনি বন্ধু। আজ স্বীকার করছি—আমি রাজ্য চাই, শক্তি চাই, সমগ্র জাতিটাকে স্বেচ্ছামত গ'ড়ে তোলবার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে চাই।

কিয়ৎকাল উভয়েই নীরব রহিলেন

হাঁ বন্ধু, আমি রাজ্য চাই,—নিজের ভোগের জন্য নয়, বংশ প্রতিষ্ঠার জন্যও নয়,—হিন্দুজাতিকে, মানব-সভ্যতার বিশিষ্ট একটি ধারাকে সঞ্জীবিত, অব্যাহত রাখার জন্য আমি চাই সম্পদ, আমি চাই শক্তি, আমি চাই প্রভুত্ব। দাদোজী কোণ্ডদেবের সঙ্গে বিজাপুর থেকে পুণায় আসবার সময় আমি কি দেখেছি জান?

তানাজী। কি দেখেছ?

শিবাজী। দেখেছি—অসহায় এই জাতির প্রতি শাসনের নামে কি উপদ্রবই নিত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আর কেমন ক'রেই জাতির প্রতিটি মানুষ মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে নীরবে নিত্য তাই সহ্য করছে। প্রজার সর্ব্বস্ব শোষণ ক'রে নিয়ে রাজঐশ্বর্য্য জাঁকিয়ে তোলবার জন্য—একদিকে দক্ষিণাত্যের ত্রিধা-বিভক্ত শক্তি আর একদিকে মুঘলের সর্ব্বগ্রাসী লালসা যে নিষ্ঠুর লীলা প্রকট করেছে, দাদোজীর নির্দ্দেশে, আমি তা সবই দেখতে পেয়েছি। প্রজা খেতে পায় না, অথচ নিজামশাহী, কুতুবশাহী, আদীল-শাহী ঐশ্বর্য্য বংশানুক্রমে বৃদ্ধি পায়,—মুঘলের বিলাস বন্যার মতই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত এই দেশের বুকের ওপর দিয়ে পঙ্কিল-প্রবাহ বইয়ে দেয়। দেখেছি—শান্তি-প্রতিষ্ঠার নামে রাজপ্রতিনিধিরা গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেয়, খাদ্য অর্থ লুণ্ঠন করে, ক্ষেত্রের শস্য বিধ্বস্ত করে, মন্দিরের বিগ্রহের করে অবমাননা।

সূর্য্য ডুবিয়া গেল। পুরনারীরা আরতির উপাদান লইয়া মন্দিরে সমবেত হইলেন।

আমি তাই শক্তির আরাধনা করছি, আমি তাই তৈরি করতে চাইছি এম্নি একটা জাতি, যার প্রতিটি মানুষ সকল অধিকার আয়ত্ত ক'রে ধরণীর বুকে বেড়ে উঠতে পারে। তারই জন্ম আমার রাজ্যের প্রয়োজন।

তানাজী। সে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে শিব্বা। ভবানীর শক্তি নিয়ে ধরায় তুমি এসেছ বন্ধু, মায়ের আশীর্ব্বাদ লৌহকবচের মতোই তোমায় সর্ব্বদা রক্ষা করছে, তোমার জয় অনিবার্য্য।

আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। শিবাজী ও তানাজী হাঁটু গাড়িয়া সেইখানে বসিলেন। মন্দিরে পুর-নারীরাও তদবস্থায় রহিলেন। আরতি শেষ হইলে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে।

শিবাজী। তানাজী! দূরে ওই যে অস্পষ্ট মনুষ্যাকৃতি মূর্ত্তি সব দেখা যাচ্ছে, ওসব কি তানাজী?

তানাজী। মাওলা প্রজারা ভবানীর আরতি দেখছে।

শিবাজী। আমার মাওলা প্রজারা?

তানাজী। হাঁ শিব্বা।

শিবাজী। কিন্তু অত দূর থেকে কেন?

তানাজী। কাছে আসতে সাহসী হয়নি ব'লে।

শিবাজী। আমি চাই না, চাই না তানাজী—মানুষকে দূরে ঠেলে রেখে রাজত্বের স্বর্ণ-সৌধ গড়ে তুলতে আমি চাই না। রাজত্বের চেয়ে মানুষ বড়—অনেক বড়; দাদোজীর কাছে এই শিক্ষাই আমি পেয়েছি আর তা সত্য বলেই বুঝেছি।

তানাজী। তোমার রাজ্যে মানুষ বড় হয়েই থাকবে শিব্বা।

শিবাজী তানাজীর দুই হাত জড়াইয়া ধরিলেন

শিবাজী। তা'হলে ডাক, ডাক বন্ধু, আমার ওই মাওলা প্রজাদের—যারা অপরিচিতের মতো, অধিকারহারার মতো, সসঙ্কোচে দূরে সরে রয়েছে! ওদের ডেকে নিয়ে এস মায়ের এই মন্দিরে। ওরা জেনে যাক, বুঝে যাক যে, ওরা পর নয়,—ওরা উপেক্ষিত নয়—ভবানীর সন্তান ওরা, শিবাজীর ভাই-বোন।

তানাজী মাওলাদের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেলেন। শিবাজী ক্ষিপ্রপদে মন্দিরের সিঁড়ি আরোহণ করিয়া জননী জিজাবাঈকে ডাকিলেন

মা!

জিজাবাঈ অগ্রসর হইয়া শিবাজীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শিবাজী মায়ের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। জিজাবাঈ পুত্রের চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিলেন

জিজাবাঈ। কি হয়েছে শিব্বা?

শিবাজী। শুধু তোমার শিব্বাকেই আদর করলে চলবে না, মা। তানাজীর সঙ্গে তোমার আরো সব সন্তান আসছে। ওদেরও আশীর্ব্বাদ করতে হবে। ওরা কারা, জান মা? ওরা আমারই মাওলা প্রজারা। ওরাই আমার জন্য যুদ্ধ জয় করে, আমার জন্য সকল দুঃখ-কষ্ট বরণ ক'রে নেয়, আমার জন্য প্রাণ বলি দেয়! অথচ মায়ের মন্দিরের ত্রিসীমার মাঝে আসবার অধিকারও ওদের নেই!

জিজাবাঈ। মায়ের মন্দিরে আসবার অধিকার সকলেরই রয়েছে শিব্বা।

শিবাজী। কিন্তু ওরা তা জানে না। অধিকারহারা অভাগারা ভুলে গেছে যে, মায়ের কাছে ধনী-দরিদ্রের ভেদ নেই, সবল-দুর্ব্বলের পার্থক্য নেই। মায়ের মন্দিরে দাঁড়িয়ে, তুমি মা, ওদের এই কথাটিই আজ বুঝিয়ে দাও যে, তোমার শিব্বার যে অধিকার রয়েছে, তা থেকে মহারাষ্ট্রের কোন সন্তানই বঞ্চিত নয়।

জননী ও পুত্র মন্দির-সোপানে পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছিলেন। তানাজীর আমন্ত্রণে মাওলা নর-নারীরা আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইল, সকলে একসঙ্গে জিজাবাঈ ও শিবাজীর উদ্দেশ্যে প্রণতি করিল। জিজাবাঈ সোপান বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন

জিজাবাঈ। এত দেরী করে সব কেন এলে? আরতি যে কখন শেষ হয়ে গেছে। রোজ যখন সূর্য্যি ডুবে যাবে, তখনই আরতি সুরু হবে—এই কথা মনে রেখে রোজ কিন্তু তার আগেই এসে এখানে জড়ো হবে।

১ম মাওলা। আরতি আমরা দেখেছি। রোজই দেখি।

জিজাবাঈ। আরতি দেখেছ? রোজই দেখ?

২য় মাওলা। হাঁ মা, ওই হোথায়, ওই টিলার আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে রোজই আমরা আরতি দেখি।

৩য় মাওলা। আজ মহারাজ দেখে ফেলেছেন।

১ম মাওলা। আমরা ভেবেছিলাম, অন্ধকারের সঙ্গে আমরা মিশেই থাকব, মহারাজ দেখতেও পাবেন না।

২য় মাওলা। আর কখনও এমনটি করব না মা!

জিজাবাঈ। না আর কখনও এমনটি করো না। মায়ের আরতি লুকিয়ে কেন দেখতে হবে? মায়ের সন্তান তোমরা—মন্দিরে উঠে মাকে প্রণাম করবে, মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করবে, মাতৃনাম গাইবে—তবে তো পাবে মায়ের আশীর্ব্বাদ।

১ম মাওলা। কিন্তু—আমরা যে গরীব।

জিজাবাঈ। গরীব বুঝি মায়ের সন্তান নয়?

দ্বিতীয়। আমরা যে চাষী!

জিজাবাঈ। যারা চাষ করে, তারা বুঝি মায়ের দুধে বড় হয় না?

তৃতীয়। তা'হলে মা, আমরা আসব ?

জিজাবাঈ। রোজই আসবে।

প্রথম। লুকিয়ে থাকব না ?

জিজাবাঈ। না।

দ্বিতীয়। একেবারে মন্দিরে গিয়ে উঠব ?

জিজাবাঈ। উঠবে বৈ কি।

তৃতীয়। পুরুত ঠাকুর বকবে না ?

দ্বিতীয়। মহারাজ রাগ করবেন না ?

প্রথমা নারী। বামুনরা শাপ-মন্যি দেবে না ?

দ্বিতীয়া নারী। বামুনদের ছুঁয়ে দিলে ছেলে-পুলের অকল্যাণ হবে না ?

জিজাবাঈ। ওরে না, না, না। মায়ের সন্তান সবাই সমান। শিবাজী তোমাদের ভাই—তোমরা কেউ তো ছোট নও।

সকলে। জয় শিবাজী মহারাজের জয় !

প্রথম। ওরে চল্ চল্ মহারাজের সামনেই একবার ভবানী-মাকে প্রণাম করে আসি।

> সকলে সোপান বাহিয়া উপরে উঠিল। জিজাবাঈ তাহাদের সঙ্গে মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন। পুরোহিত তাহাদিগকে নির্ম্মাল্য দিলেন, জিজাবাঈ প্রসাদ বিতরণ করিলেন ।

তানাজী। মহারাজ !

শিবাজী। কি তানাজী ?

তানাজী। এবার খুশী হয়েছ ?

শিবাজী। না।

তানাজী। তবু নয়

শিবাজী। না তানাজী। মন্দিরে আসবার অধিকার ওরা স্বাধিকার বলে গ্রহণ করতে পারল না—কৃপার দান বলেই মনে করল! আমি চাই ওরা ওদের অধিকার বুঝুক, সেই অধিকার আয়ত্ত করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হোক্। কেউ যদি তা থেকে ওদের বঞ্চিত রাখতে চায়, তাহলে তার টুঁটি ওরা চেপে ধরুক। কৃপাকণা কুড়িয়ে কুড়িয়ে ওরা ওদের ভিতরের শক্তি সঙ্কুচিত করে ফেলেছে—ওরা পূর্ণ হোক, মুক্ত হোক্।

পেশোয়া শ্যামরাও নীলকণ্ঠ ও রঘুনাথ প্রবেশ করিলেন

পেশোয়া। মহারাজ!

শিবাজী। আসুন পেশোয়া।

পেশোয়া। রঘুনাথ এক দুঃসংবাদ বহন ক'রে এনেছে মহারাজ।

শিবাজী। কোন দুর্গ অধিকারচ্যুত হয়েছে?

রঘুনাথ। না মহারাজ!

শিবাজী। কোন সেনানীর পতন?

পেশোয়া। না মহারাজ, তার চেয়েও দুঃসংবাদ! প্রভু শাহজী আজ বন্দী।

শিবাজী। বন্দী! পিতা বন্দী!

পেশোয়া। হুঁা মহারাজ, রঘুনাথ সেই দুঃসংবাদই নিয়ে এসেছে।

শিবাজী। কে তাঁকে বন্দী করলে?

রঘুনাথ। বিজাপুর-দরবার। মহম্মদ আদিল শাহের প্ররোচনায়, বাজী ঘোড়পুরে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে প্রভুকে ধরিয়ে দিয়েছে।

শিবাজী। বাজী ঘোড়পুরে! পিতা যাকে ভাইয়ের মতো ভালবাসতেন?

রঘুনাথ। হাঁ মহারাজ, বিশ্বাসঘাতক সেই ঘোড়পুরে।

শিবাজী উত্তেজিতভাবে চারিদিকে পরিক্রমণ করিলেন, তারপর রঘুনাথপান্থের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন

শিবাজী। রঘুনাথ!

রঘুনাথ। আদেশ করুন মহারাজ।

শিবাজী। বিশ্বাসঘাতক এই ঘোড়পুরেকে শাস্তি দেবার ভার আমি তোমার উপর অর্পণ করলুম।

রঘুনাথ। যথা আজ্ঞা।

শিবাজী তানাজীর কাছে গেলেন

শিবাজী। বিজাপুর জয় করা কি অসম্ভব তানাজী?······রোস, রোস···মাকে সংবাদ দাও তানাজী

তানাজী মন্দিরে চলিয়া গেলেন

পেশোয়া। মহারাজ!

শিবাজী। একটু অপেক্ষা করুন পেশোয়া·· আমি প্রস্তুত ছিলুম না···একটু অবসর দিন।

শিবাজী এক খণ্ড পাথরের উপর বসিয়া ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিলেন। মন্দিরে যাহারা ছিল, তাহারা অন্য পথ দিয়া চলিয়া গেল। জিজাবাঈ দ্রুত নামিয়া আসিতে লাগিলেন

বিশ্বাসঘাতক বাজী ঘোড়পুরে আর অকৃতজ্ঞ আদিল শাহ···

জিজাবাঈ পুত্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই শিবাজী আবেগকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন

মা, মা, পিতা বন্দী। আমি এখানে দুর্গের পর দুর্গ জয় ক'রে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা করছি, আর বিজাপুরে একান্ত অসহায়ের মতো পিতা আমার বন্দী!

জিজাবাঈ। বীরপুত্রের কাছে এ কি এতবড় দুসংবাদ, যে, সে তার কর্ত্তব্য স্থির করতেও অসমর্থ?

শিবাজী। সন্তানের প্রতি অবিচার করো না মা! বিজাপুর আমি ধুলোর সাথে মিলিয়ে দেব।

জিজাবাঈ। শিব্বা !

শিবাজী। আশীর্ব্বাদ কর মা, যেন পিতাকে মুক্ত করে' অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে আবার তোমার কোলেই ফিরে আস্‌তে পারি।

জিজাবাঈ। আশীর্ব্বাদ করি তুমি চিরজয়ী হও। কিন্তু তোমার আক্রমণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর শিব্বা।

শিবাজী। সে কি মা ? পিতা বন্দী, আর আমি তাঁর মুক্তির চেষ্টায় বিরত থাকব !

জিজাবাঈ। অসহিষ্ণু হয়ো না শিব্বা। ভুলো না, অকারণে বিনা অপরাধে, মারহাঠার কত সেবক তোমার পিতার মতোই আজ শক্তিমানের কারাগারে বন্দী। তুমি হয় ত তোমার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করে' তোমার পিতাকে মুক্ত করতে পার ; কিন্তু তোমার মতো পুত্র নাই যাদের, তারা কি মুক্তি পাবে না ?

শিবাজী। বিজাপুর ধ্বংস করে' সকলের মুক্তির ব্যবস্থাই ত আমি করতে চাই।

জিজাবাঈ। আর মুঘল ? তুমি কি মনে কর শিব্বা যে, তোমার দুর্গশ্রেণীর প্রতি মুঘলের লোলুপদৃষ্টি নিবদ্ধ নেই ? তুমি কি মনে কর, তুমি বিজাপুর আক্রমণ করলে মুঘল দূর থেকে তোমাদের বীরত্বই শুধু দেখবে, আর সেই বীরত্বের তারিফ করবে ?

শিবাজী। কিন্তু পিতা যখন বন্দী...

জিজাবাঈ। বন্দী কে নয় শিব্বা ? দুর্ভাগা এই দেশের কারাগারের ভিতরে বা বাইরে—যে যেখানে রয়েছে, সে-ই ত বন্দী, সে-ই ত লাঞ্ছনা সইছে, নির্যাতন ভোগ করছে। সন্তান তুমি, পিতার মুক্তির জন্য স্বতই ব্যাকুল হয়ে উঠবে—কিন্তু ভুলো না, তুমি শুধু সন্তান নও,—তুমি রাজা ! প্রজাসাধারণের মুক্তির ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে।

শিবাজী। তা তো করবই মা। কিন্তু তার আগে আমি পিতার

মুক্তি চাই, আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে আমি বিজাপুরকে আঘাত করতে চাই।

জিজাবাঈ। কোন্ অধিকারে শিব্বা? তোমার পিতা বন্দী বলেই কি তুমি সমগ্র মহারাষ্ট্রকে বিপন্ন করতে পার? আমি জানি, মহারাষ্ট্রের বীর সন্তানেরা তোমার মুখের কথাতেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ছুটে যাবে, মহারাজ শিবাজীর পিতার জন্য প্রাণ দিতে তারা দ্বিধা বোধ করবে না। কিন্তু মহারাষ্ট্রকে বিপন্ন করে' তুমি পার না তার সন্তানদের তোমার নিজ স্বার্থরক্ষায় নিয়োগ করতে। মহারাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে তোমার পিতা এতটুকুও সাহায্য করেন নি; তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছেন বিজাপুরের উন্নতি কামনায়। তিনি বন্দী থাকলে মহারাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে না, কিন্তু তাঁর মুক্তির চেষ্টায় মহারাষ্ট্র যদি শক্তি ক্ষয় করে, তাহলে জাতির মুক্তির দিন যে পিছিয়ে যাবে শিব্বা!

শিবাজী। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) মা।

জিজাবাঈ। কি শিব্বা?

শিবাজী। কেমন ক'রে এমন পাষাণে বুক বাঁধলে মা?

জিজাবাঈ। শুধু মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য। ওরে শিব্বা! আমি পাষাণী নই। বেদনার আঘাত আমায় কর্ত্তব্য ভোলাতে পারে না, তাই মনে হয় আমি কঠোর, হৃদয়হীন।

পেশোয়া। বিজাপুর আক্রমণ করলে তার ফল ভাল নাও হতে পারে মহারাজ! আক্রান্ত হলে আদিল শা প্রভু শাহজীকে আরো পীড়ন করতে পারে। হয়ত…

শিবাজী। বুঝেছি পেশোয়া! পাষণ্ড পিতাকে হত্যা অবধি করতে পারে।

পেশোয়া। সে আশঙ্কাও রয়েছে মহারাজ।

শিবাজী। অকৃতজ্ঞ আদিল শা'র পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়।

চিন্তা করিয়া

পেশোয়া, আমি মুঘলের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করব। আপনি আজই আগ্রায় সম্রাট্ সাজাহানের কাছে লোক পাঠান। বন্ধুত্বের বিনিময়ে আমি চাই কেবল পিতার মুক্তি—অন্য কোন সর্ত্ত আমার নেই। বিজাপুর আমাদের যেমন শত্রু, মুঘলও তেম্নি। কিন্তু বিজাপুর দুর্ব্বল, তাই তারই শক্তি আগে হরণ করতে হবে। তারপর—তারপর দেখা যাবে, রাজপুতনার গৌরবহারী, সমগ্র ভারত-বিজয়ী মুঘল কত শক্তি ধরে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

জাবলীর একটি উদ্যান

গান গাহিতে গাহিতে বীরাবাঈ প্রবেশ করিল

এই কাননের ফুল নিয়ে যাও
আমার অাঁচল থেকে,
এস পথিক, কমল-কুঁড়ির
পরাগ-আতর মেখে!

এস তরুণ হাওয়ার মত,
চাঁদের চোখের চাওয়ার মত,
নিশীথ-বাঁশীর গাওয়ার মত,
স্বপন-ছবি এঁকে।

আমার অশ্রুরাশি দিয়ে,
আমার মুখের হাসি দিয়ে,
আমার জীবন-মরণ দিয়ে,
রাখব তোমায় ঢেকে।

[গান শেষ হইলে শ্যামলী প্রবেশ করিল]

শ্যামলী। অভিসারিকে, এবার ঘরে চল—কান্ত আর এলো না।

বীরা। কেন এলো না সই ?

শ্যামলী। কেন, কে জানে ? হয় ত—

কোথাকার কুঞ্জবনে সখা তোর কোকিল হবে
করে গান—কোন্ রূপসীর নিশিদিন যায় লো বয়ে।

বীরা। দেখ্, শ্যামলি !

শ্যামলী। শ্যামলীর অপরাধ কি ! বল্লুম স্বয়ম্বরা হও। গরীবের কথা বলেই ত উপেক্ষা করলে, এখন—

সে দিন যখন বলতে গেলাম ফিরিয়ে নিলে কান,
মিথ্যে এখন ঠোঁট ফোলানো, অশ্রুজলে স্নান।

বীরা। তুই যদি ফের আমায় জ্বালাবি, তা'হলে আমি চলে যাব।

শ্যামলী। সেইটিই ত আমি চাইছি সখি। বেলা অনেক হয়ে গেল, আর ত এখানে থাকা চলে না।

বীরা। না আমি যাব না।

শ্যামলী। তা কি আমি জানিনে সই ? কিন্তু চিন্তিত হয়ো না··· ওই দিকটায় একবার দৃষ্টি হান ত—ওই দূরে···আরে ! বাঃ বাঃ, খাসা বারপুরুষটি আসছে ত !

বীরা। আমি চল্লুম।

শ্যামলী। তাও কি হয় সত ? আমিই সরে যাচ্ছি।

বীরা। আঃ শ্যামলি কি যে করিস ? চল্ ওই কুঞ্জের আড়ালে লুকিয়ে থাকি।

শ্যামলী। এ বেশ প্রস্তাব। দেখব অথচ দেখা দেব না—অপরাধীকে দেবো সাজা, কিন্তু নিজে লুটে নোব মজা,—প্রেমের এই ত লক্ষণ !

অজানা কোন্ বুক-বাগানে সই লো, আমার সই!
পীতম তোমার তুলচে কুসুম—স্পষ্ট কথা কই।

বীরা। আবার!

শ্যামলী। আচ্ছা আর নয়। এই বেলা চল্, শেষটায় এসে পড়বে, যাওয়া আর হবে না।

বীরা দুই চার পা অগ্রসর হইয়া থামিল।

শ্যামলী। কি হ'ল?

বীরা। না শ্যামলি, তুই-ই যা। যদি দেখতে না পেয়ে চলে যায়। যদি এ-দিক্ পানে না আসে!

শ্যামলী। তাহলে ঘরে ফিরে—

কুমুদিনীর মুখ না দেখে—
চাঁদ যদি যায় অস্তাচলে ডাগর আঁখির দৃষ্টি থেকে,
তা'হলে সই অভিমানে, এগিয়ে গিয়ে ঘরের পানে
দগ্ধ-উদর স্নিগ্ধ করো পান্তাভাতে তেঁতুল মেখে।

বীরা। না তুই চল্।

শ্যামলী বীরাবাঈয়ের হাত ধরিয়া কুঞ্জের পিছনে চলিয়া গেল। রণরাও প্রবেশ করিলেন এবং কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সোজা চলিয়া যাইতে লাগিলেন। শ্যামলী আসিয়া পিছন হইতে ডাকিল

শ্যামলী। বলি ও বীরপুরুষ!

রণরাও। [ফিরিয়া] কে! শ্যামলি!

শ্যামলী। সন্দেহ হচ্ছে?

রণরাও। তুমি!

শ্যামলী। একা নই, সখীও সঙ্গে রয়েছে,—ওই কুঞ্জের আড়ালে।

রণরাও। শ্যামলি! আমার একটি কথা শুন্‌বে?

শ্যামলী। সখীর কত কথাই ত দিবারাত্র শুনি, আর তোমার একার একটি মাত্র কথা একবারও শুনব না?

রণরাও। শ্যামলি, তোমার সখীকে বুঝিয়ে বোলো, আমাদের আর দেখা হবে না।

শ্যামলী। কিন্তু সখী যে এইখানেই রয়েছেন। তুমি নিজেই বলে যাও।

রণরাও। শ্যামলি, তুমি আমার কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছ না। এতদিন যে খেলা খেলছিলুম, আজ তা শেষ করবার সময় এসেছে।

শ্যামলী। রণরাও!

রণরাও। আমি পরিহাস করছিনে, শ্যামলি। আমার একথা সত্য। সত্য বলেই ত আমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারছিনে।

বীরাবাঈ কুঞ্জের পিছন হইতে ডাকিল

বীরাবাঈ। শ্যামলি!

শ্যামলী। ওই যে সখী এইদিকেই আসছে।

রণরাও। বীরা! আমায় ক্ষমা কর বীরা, আমায় ভুলে যাও বীরা। তোমার আর আমার পথ এক নয়,—ভিন্ন। জীবনে কোন নারীকে আমি সঙ্গিনী করতে পারি না।

বীরাবাঈ শ্যামলীর কাঁধে ভর করিয়া দাঁড়াইল, ধীরে ধীরে বেদীর উপর গিয়া বসিল এবং ফুলগুলি ছড়াইয়া ফেলিতে লাগিল

শ্যামলী। বেশ ত নূতন অভিনয়!

রণরাও। অভিনয় নয়, অভিনয় নয় শ্যামলি! আমি নূতন জীবনের সন্ধান পেয়েছি। সে জীবন প্রণয়ের মর্য্যাদা দিতে পারে না,—প্রেমের প্রতিদান বলে তাতে কিছু নেই। সে জীবনের সাধনা বড় কঠোর, বড় নির্ম্মম তার দাবী।

শ্যামলী। হেঁয়ালি রেখে স্পষ্ট কথা বল রণরাও। সখী বড় ভয় পেয়েছেন।

রণরাও। স্পষ্ট করেই বলছি শ্যামলী, কাল থেকে আমার নবজীবন সুরু হয়েছে। কাল আমি নবমন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছি। প্রতিজ্ঞা করেছি, পতিত এই জাতির কল্যাণ-কামনায় জীবনের সকল সুখ-স্বার্থ বিসর্জ্জন দোব।

শ্যামলী। কার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ বীর?

রণরাও। সে কথা আমি বলতে পারব না, শ্যামলি—তবে পুণায় মহারাজ শিবাজী যে মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছেন, সেই যজ্ঞে হয় ত আমার জীবন আহুতি দিতে হবে।

শ্যামলী। মহারাজ শিবাজী ত বিবাহিত। তাঁর সেনাপতিরাও শুনেছি কেউ কুমার নন—

রণরাও। তা সত্য শ্যামলি—কিন্তু সত্যিকারের শক্তিমান যাঁরা, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। আমি ত সে শক্তি অর্জ্জন করতে পারিনি। তাই আমার সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

শ্যামলী। আমরাই কি সাধনার বিঘ্ন?

রণরাও। তা জানি না শ্যামলি। আমি শুধু জানি, আজ জাতির পক্ষে প্রয়োজন হয়েছে এম্নি সব যুবক, যারা সকল রকম কোমল ভাব বর্জ্জন করে বজ্রের মত নির্ম্মম হয়ে কর্ম্ম-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মহারাষ্ট্র যদি তেমন যুবকদের সাড়া না পায়, তা'হলে দুর্গের পর দুর্গ জয় করেও শিবাজী মহারাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে পারবে না। এ সব কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারছ কি না, জানি না।

শ্যামলী। বুঝতে পারি না বলেই ত গোটাকত প্রশ্ন করতে চাই। জবাব দেবে?

বীরা। শ্যামলি!

শ্যামলী। একটুখানি অপেক্ষা কর সই। তুমি কি ঠিক জান রণরাও, যে, মহারাষ্ট্র বিশেষ করে চায় তার যুবকদেরই? মহারাষ্ট্রের

যুবতীদের কাছে তার দাবী কিছুই নেই? তাদের সে সহজেই উপেক্ষা করতে পারে?

রণরাও। না, না, শ্যামলি, মহারাষ্ট্রের যুবতীদের এ সাধনায় যোগ দিতে হবে না। তারা থাক্ সন্ধ্যা-প্রদীপের মত মহারাষ্ট্রের গৃহ-মন্দির আলো ক'রে। রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্ত তাদের স্থান নয়।

শ্যামলী। কোমলতা যদি জীবনের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়ই হয় রণরাও, তা'হলে কোমলতা নিয়ে মারহাটা-তরুণীরা জীবনধারণ করবে কিসের আশায়?

বীরা। শ্যামলি, তর্ক করিস্‌নি। জীবনের সাধনা থেকে কাউকে ভ্রষ্ট করতে আমি চাই না। তুই চল্, ঘরে চল্।

রণরাও। এমন করে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়োনা বীরা!

শ্যামলী। রণরাও, সত্যই মারহাঠার নারী কি এম্নি অপদার্থ, এতই অপ্রয়োজনীয় যে, ইচ্ছা করলেই তাকে জীবনের পথ থেকে যে-কোন মুহূর্ত্তে সরিয়ে ফেলা চলে? কে তোমায় বলেছিল রণরাও, বীরাবাঈয়ের হৃদয় জয় করতে? কে তোমায় সেধেছিল রণরাও, বীরাবাঈয়ের চরণে প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করতে? দীন-ভিক্ষুকের মতো এক বিন্দু করুণা লাভের জন্য দিনের পর দিন যে আকৃতি নিয়ে বীরাবাঈয়ের পিতৃগৃহে তুমি উপস্থিত হতে, শ্যামলীর তা অজানা নেই। প্রথমে অনুকম্পা জাগিয়ে, পরে হৃদয় জয় করে, আজ যে তুচ্ছ একটা কারণ দেখিয়ে তুমি একটি নারী-জীবন একেবারে ব্যর্থ করে দিয়ে চলে যাবে—তা ত হতে পারে না রণরাও!

বীরাবাঈ। শ্যামলি! শ্যামলি!

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল

শ্যামলী। বীরা, বোন, মারহাঠার নারী যে পুরুষের খেলার পুতুল

নয়, নিজের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের শক্তি আর অধিকার যে তার আছে, সে কথা বিস্মৃত হয়ো না। দেখ কাপুরুষ, তোমার কীর্ত্তি !

রণরাও। কাপুরুষ নই শ্যামলি ! আমি আজ নিজের হাতে আমার হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলেছি। মহারাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য আমার জীবনের সব চেয়ে যা প্রিয়, সব চেয়ে যা মূল্যবান, তাই আজ বিসর্জ্জন করচি।

শ্যামলী। মহারাষ্ট্রের মঙ্গল ! মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা রণরাও ! আমরা নারী বলেই এই কথা আজ তুমি আমাদের বোঝাতে চাও যে, জাতির মঙ্গল-সাধনে নারীর কল্যাণ-স্পর্শের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন তা প্রত্যাখান করা। তুমি আশা কর, তোমার একান্ত এই মিথ্যা কথাকে সত্য মনে ক'রে মারাঠার নারী অস্পৃশ্যের মতো জাতির মুক্তি-পথ থেকে সরে দাঁড়াবে ?

বীরাবাঈ। শ্যামলি, অপমানের বোঝা আরো ভারি হয়ে উঠলে আমি তা বইতে পারব না। আমায় নিয়ে চল্, নিয়ে চল্ শ্যামলি !

শ্যামলী। শোন রণরাও ! মারহাঠার নারী আমি, আজ এই কথাই তোমায় বলে যাচ্ছি যে, শক্তির সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে একদিন নারীর সাহায্য তোমাদের ভিক্ষা করেই পেতে হবে—আর সেই দিন বুঝতে পারবে, জাতির বিজয়াভিযানে মারহাঠা-নারীর স্থান পুরুষের পিছনে নয়—পুরুষের পাশে। এস বোন।

শ্যামলী বীরাবাঈয়ের হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া গেল। রণরাও কিছুক্ষণ তাহার দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নতমস্তকে অপর দিকে চলিয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

বিজাপুরের কারাগার। বন্দী শাহজী গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। যে কক্ষে তাঁহাকে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে, তাহার বাহিরে বহু প্রস্তরখণ্ড এবং গাঁথিবার মশলা জমা রহিয়াছে

শাহজী। শিবা! ভবানীর কাছে প্রার্থনা, সাধনায় তুমি সিদ্ধিলাভ কর। অকৃতজ্ঞতা, আর অমানুষিকতা, অভিশাপের মতো দেশের রাজশক্তিকে পেয়ে বসেছে, জাতিকে তুমি তার অনাচার থেকে মুক্ত কর। সারাজীবন সমস্ত শক্তি দিয়ে বিজাপুরের সেবা করলুম, আর তার প্রতিদানে পেলুম এই নির্যাতন, এই লাঞ্ছনা! আমার মুক্তির বিনিময়ে এরা চায় আমার পুত্রের বশ্যতা। আশা করে, অকৃতজ্ঞতার এই আঘাত পেয়েও আমি নিজের জন্য পুত্রের সাধনা, জাতির ভবিষ্যৎ—সবই ব্যর্থ করে দোব। জীবনের গোধূলিলগ্নে উপনীত আমি, কিসের আশায়, কোন্ দুর্লভ বস্তুর আকাঙ্ক্ষায়, আমার শিবার, আমার বংশের, আমার জাতির গৌরবের পাত্রের সম্মুখে হীন গোলামির আদর্শ স্থাপন করব?

বাজী ঘোড়পুরে প্রবেশ করিল, শাহজী সরিয়া গেলেন

ঘোড়পুরে। বন্ধু শাহজি, তোমার এই নির্যাতন আমি আর সইতে পারছি না। শিবা ছেলেমানুষ, অপরাধ হয় ত করে ফেলেছে। তুমি প্রতিশ্রুতি দাও যে, ভবিষ্যতে সে শিষ্ট হয়ে থাকবে। তাহলেই তুমি মুক্তি পাবে। (শাহজীর কোন জবাব না পাইয়া) আমার উপর রাগ কর কেন বন্ধু! আমি বিজাপুরের নিমক খাই—রাজ-আদেশ ত অমান্য করতে পারি না।

শাহজী মুক্ত বাতায়নের সম্মুখে আসিলেন

শাহজী। বিশ্বাসঘাতক!

ঘোড়পুরে। ঘোড়পুরে বিশ্বাসঘাতকতা করে নি বন্ধু—সে তার রাজার আদেশ পালন করেছে। রাজার আদেশ পেলে তুমিই কি আমায় বন্দী করতে না, বন্ধু? সম্মত হও শাহজী, প্রতিশ্রুতি দাও যে, তোমার পুত্র বিজাপুরের বশ্যতা মেনে নেবে।

শাহজী। বার বার এই ঘৃণিত-প্রস্তাব নিয়ে তুমি আমার কাছে এসে উপস্থিত হও কিসের জন্য বিশ্বাসঘাতক?

ঘোড়পুরে। আমার এই প্রস্তাব তুমি অত হীন বলে কেন মনে কর বন্ধু? সারা জীবন তুমি নিজে বিজাপুরের সেবা করেছ,—হীন কাজ ত কর নি। তোমার পুত্রও যদি সেই কাজ করে, তা হলে তাও হীন কাজ হবে না। রাজা আমায় তোমার মত জানতে পাঠিয়েছেন। তোমার প্রতি রাজার অগাধ বিশ্বাস বন্ধু। শুধু তোমার মুখ থেকে ওই কথাটি শুনতে পেলেই তিনি তোমায় মুক্ত করে দেবেন।

শাহজী। তোমার রাজাকে গিয়ে বল বিশ্বাসঘাতক, শাহজী পুত্রের বশ্যতার বিনিময়ে মুক্তি ক্রয় করে না।

ঘোড়পুরে। শুধু আমারই রাজা নন, তোমারও বটেন। তোমার পুত্র বিদ্রোহ করেছে, কিন্তু তোমার রাজভক্তি যে আমাদের আদর্শ।

শাহজী। যাও, যাও প্রবঞ্চক, আমায় ক্ষিপ্ত করে তুলো না।

শাহজী আবার সরিয়া গেলেন

ঘোড়পুরে। আমায় আর যেতে হলো না বন্ধু, অমাত্যগণ সহ রাজা নিজেই এদিকে আসছেন।

মুরারপন্থ, রণদুল্লা খাঁ প্রভৃতি অমাত্যগণসহ
বিজাপুরাধিপতি আদিল শাহ প্রবেশ করিলেন।
সঙ্গে জনকত রাজমিস্ত্রী এবং প্রহরী

আদিল শাহ্। শাহজী সম্মত হয়েছেন ?

ঘোড়পুরে। ঘোড়পুরে বিশ্বাসঘাতক ; তাই তার কোন কথাই শাহজী শুনতে চান না।

আদিল শাহ্। বেশ! আমরাই প্রশ্ন করব। রণদুল্লা খাঁ!

রণদুল্লা খাঁ। জনাব!

আদিল শাহ্। শাহজীকে বলুন যে, আমরা তাঁকে দেখা দিতে এসেছি।

রণদুল্লা খাঁ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি কাছে
পৌছুবার পূর্ব্বেই শাহজী দেখা দিলেন

শাহজী। বন্দীর অভিবাদন গ্রহণ করুন জাঁহাপনা।

আদিল শাহ্। শাহজী! আমাদের বাধ্য হয়ে আপনাকে বন্দী করতে হয়েছে। আপনার পুত্র আমাদের রাজ্য আক্রমণ করে আমাদের একাধিক দুর্গ অধিকার করেছে। আমাদের বিশ্বাস, আপনি আপনার পুত্রকে রাজদ্রোহিতা থেকে নিরস্ত রাখবার কোন চেষ্টাই করেন নি।

শাহজী। জাঁহাপনা জানেন যে, বিজাপুরের কল্যাণ-কামনা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা আমার নেই।

আদিল। আমাদের এতদিন সেই বিশ্বাসই ছিল। কিন্তু আমাদের সন্দেহ হয়েছে যে, আমরা হয়ত অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করেছি।

শাহজী। আমি বিশ্বাসহন্তা, এই কি আপনার অভিযোগ ?

আদিল। আপনার পুত্রের এই কাজের প্রতি আপনার সহানুভূতি আছে।

শাহজী। আছে জাঁহাপনা।

আদিল। আপনি অপরাধ স্বীকার করছেন ?

শাহজী। পুত্র পতিত একটা জাতিকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছে, সে চেষ্টা সফল হোক, পিতার এই প্রার্থনা যদি অপরাধ হয়,—তাহলে আমি অপরাধী।

আদিল। আপনার পুত্রকে আপনি এই কাজে উৎসাহ দিয়েছেন?

শাহজী। না, জাঁহাপনা।

আদিল। তাকে নিষেধ করেন নি?

শাহজী। না, জাঁহাপনা!

আদিল। কেন?

শাহজী। আমি জানতুম না। যখন শুনতে পেলুম, তখনই আপনারা আমায় বন্দী করলেন।

আদিল। আজ যদি আপনাকে মুক্তি দান করি, তা'হলে কি আপনি শিবাজীকে সংযত রাখবার চেষ্টা কববেন?

শাহজী। জাঁহাপনা! পিতার কোন কর্ত্তব্য কখনো আমি পালন করিনি। বিগত দ্বাদশ বর্ষকাল পরিবারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই আমি রাখিনি। নিজের চেষ্টায় পুত্র আমার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছে, সমগ্র মারহাঠার গৌরবের পাত্র হয়ে উঠেছে, আর আজ কোন্ অধিকারে আমি তাকে বলব তার আদর্শ ত্যাগ করতে?

আদিল। আমরা যুক্তি চাই না শাহজী—আমরা চাই যে, আমাদের আদেশ পালিত হোক।

শাহজী। এ আদেশ, আমি পালন করতে পারব না।

আদিল। অমাত্যগণ! শাহজীর মুক্তির জন্য আপনারা অধীর হয়ে উঠেছিলেন—এবার বুঝলেন যে, শাহজী রাজদ্রোহী।

রণদুল্লা। জাঁহাপনা, শাহজী সত্য কথাই বলেছেন। শক্তিমান্ শিবাজীকে হুকুম করবার কোন অধিকার এখন তাঁর নেই।

মুরারপন্ত। ছেলেরা পিতাদের কথা আর শোনে না, জাঁহাপনা।

আদিল। রাজ্য-শাসনভার যে দিন আপনাদের ওপর অর্পিত হবে, সেদিন আপনাদের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা মত আপনারা কাজ করবেন। আপাতত বিনাতর্কে আমাদের আদেশ পালনে সহায়তা করলেই আমরা প্রীত হব।

ঘোড়পুরে। জাঁহাপনার প্রীত্যর্থে আমরা জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত।

আদিল। শাহজী! আমি শেষবার জিজ্ঞাসা করছি, আপনি রাজদ্রোহী শিবাজীকে সংযত করবেন কি না?

শাহজী। বার বার ভুল বলবেন না, জাঁহাপনা। শিবাজী কোন দিনই আপনার প্রজা ছিল না; সুতরাং সে রাজদ্রোহী হতে পারে না। শিবাজী বিজাপুরের দুর্গ জয় করেছে—বিজাপুরের শক্তি থাকে বিজাপুর তা কেড়ে নিক।

আদিল। আপনি আমাদের কোনরূপ সহায়তা করতে সম্মত নন?

শাহজী। শিবাজীর বিরুদ্ধে যদি বিজাপুর যুদ্ধ ঘোষণা করে, আর জাঁহাপনা যদি আমাকেই আদেশ করেন সেই যুদ্ধের সৈন্যাপত্য গ্রহণ করতে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি তাও করতে সম্মত জাঁহাপনা—কিন্তু আমি নিজে বিজাপুরের ভৃত্য বলে পুত্রকেও তার দাসত্ব বরণ করে নিতে বলতে পারব না।

আদিল। আমরা আদেশ করলেও না?

শাহজী। না—ঈশ্বরের আদেশেও নয়।

আদিল। বেশ, তা'লে আমাদের দণ্ডাদেশ গ্রহণ কর কাফের।

শাহজী। দাস প্রস্তুত জাঁহাপনা।

আদিল। রাজদ্রোহের অপরাধে তোমাকে আমরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলুম।

শাহজী। এবার বুঝতে পারলুম, জাঁহাপনা সত্যই আমায় স্নেহ করেন।

আদিল। ব্যঙ্গের প্রয়োজন নেই কাফের।

শাহজী। ব্যঙ্গ নয় জাঁহাপনা। মৃত্যু আমার মুক্তি। আপনি হয় ত বুঝতে পারবেন না যে, মৃত্যুই শাহজীর মুক্তি। আমি ভেবেছিলুম, প্রতিহিংসাপরায়ণ বিজাপুরাধিপতি বুঝি মরণ অবধি আমায় এই কারাগৃহেই আবদ্ধ রাখবেন।

আদিল। তাই রাখব শাহজী।

শাহজী। তাহলে! তাহলে কি মৃত্যুদণ্ড প্রত্যাহার করলেন জাঁহাপনা?

আদিল। না, না কাফের! প্রাচীরগাত্রে গবাক্ষের মতো ওই যে মুক্ত স্থানটুকু রয়েছে, তাও পাথর দিয়ে আজ গেঁথে দোব। রুদ্ধ ওই স্বল্প-পরিসর কারাগৃহের আর কোথাও এতটুকু ছিদ্র রাখিনি, শাহজী। খাদ্যের অভাবে, আলোর অভাবে, বায়ুর অভাবে, রুদ্ধ ওই কক্ষতলে পলে পলে তুমি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। অনাহারক্লিষ্ট ক্ষীণ তোমার কণ্ঠস্বর পৃথিবীর কোনও প্রাণীর কানেও পৌছুবে না, মৃত্যুর ছায়া-পতিত তোমার সেই বীভৎস-মূর্ত্তি কারো দৃষ্টিপথে পতিত হবে না—সকলের অজ্ঞাতে, তোমার কঙ্কালসার দেহ, জীবনের শেষ শক্তিটুকু হারিয়ে ওইখানে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকবে।

শাহজী। অকৃতজ্ঞ!

আদিল। আমরা শাহজীর প্রতি স্নেহবান, না? বাজীসাহেব!

ঘোড়পুরে। জাঁহাপনা!

আদিল। আমাদের আদেশ কিরূপ ছিল ?

ঘোড়পুরে। জাঁহাপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে।

ঘোড়পুরের ইঙ্গিতে রাজ-মিস্ত্রীরা অগ্রসর হইল এবং প্রাচীরের মুক্ত স্থানে পাথর গাঁথিতে লাগিল।

রণদুল্লা খাঁ। জাঁহাপনা, এই দৃশ্য আমাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে ?

আদিল। সেইরূপই আমাদের অভিপ্রায়।

মুরারপন্থ। কিন্তু আমাদের অপরাধ ?

আদিল। অপরাধ কিছুই নয়। আপনারা শাহজীর বন্ধু, শেষ সময়ে তাঁকে পরিত্যাগ করবেন না।

রণদুল্লা খাঁ। যদি আমরা কোন অপরাধ করে থাকি, আমাদের শাস্তি দিন জাঁহাপনা।—কিন্তু এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেখবার দণ্ড থেকে আমাদের অব্যাহতি দিন।

আদিল। তারও প্রয়োজন আছে, রণদুল্লা খাঁ। আপনারা দীর্ঘকাল বিজাপুর দরবারে কাজ করছেন, আদিল শাহকে চেনেন নি। আদিল শাহ তার ভৃত্যদের বশ্যতা চায়, তাদের উপদেশ চায় না। শাহজীকে জিজ্ঞাসা করুন, সে মত পরিবর্ত্তন করেছে কি না।

শাহজী। শাহজী প্রাণের মায়ায় পুত্রের অপকার করে না।

রণদুল্লা খাঁ। জাঁহাপনা, নতজানু হয়ে আমরা প্রার্থনা করছি, শাহজীকে অন্য শাস্তি দিন—বিজাপুরের ওপর খোদার অভিশাপ টেনে আনবেন না।

আদিল। আমাদের কি এম্নি আরো দুইটি কারাকক্ষ তৈরি করতে হবে, রণদুল্লা খাঁ ? বাজীসাহেব !

ঘোড়পুরে। জাঁহাপনা!

আদিল। কার্য্য সমাপ্ত-প্রায়। শাহজীকে শেষবার জিজ্ঞাসা করুন।

ঘোড়পুরে। বন্ধু শাহজী! সম্মত হও। জাঁহাপনার আদেশ পালনে সম্মত হও, শাহজী! আমাদের সকলের অনুরোধ—

শাহজী। তোমার রাজাকে বল বিশ্বাসঘাতক, শাহজী ক্ষত্রিয়, রাজপুত রক্ত তার ধমনীতে প্রবাহিত, পুত্র তার শিবাজী—মৃত্যুকে সে ভয় করে না।

আদিল। রুদ্ধ কারাকক্ষে বীরত্ব দেখাবার অনন্ত অবসর তুমি পাবে শাহজী। আমরা তোমায় সেই সুযোগই দিলুম।

প্রতিহারী প্রবেশ করিল

প্রতিহারী। জাঁহাপনা, মুঘল-দূত দ্বারে অপেক্ষা করছেন।

আদিল। মুঘল-দূত এখানে কেন?

প্রতিহারী। তিনি বল্লেন, এখুনি তাঁকে আগ্রায় ফিরে যেতে হবে।

দূতের প্রবেশ

দূত। জাঁহাপনা, অনধিকার-প্রবেশের অপরাধ নেবেন না! সম্রাটের আদেশ-পত্র গ্রহণ করুন। আপনি এই আদেশ পালন করতে সম্মত আছেন কি না, তাই জেনে এখুনি আমায় আগ্রায় ফিরে যেতে হবে।

মুঘল-দূত আদেশ-পত্র দিল। আদিল
শাহ পত্র গ্রহণ করিয়া পড়িতে লাগিলেন

আদিল। শিবাজী বীর কিনা জানি না—কিন্তু সে চতুর। চলুন মুঘল-দূত, আমরা পত্র লিখে দিচ্ছি যে, সম্রাটের আদেশ সদাই শিরোধার্য্য। রণদুল্লা খাঁ! শাহজী মুক্ত।

আদিল শাহ ও মুঘল-দূত বাহির হইয়া গেলেন

চতুর্থ দৃশ্য

পথ

কয়েকজন সাধারণ লোক পথ চলিতে চলিতে
থামিয়া দাঁড়াইল

১ম। যাই-ই বল বাবা, বাহাদুরী আছে। বড় বড় কেল্লাদারদের ঘোল খাইয়ে কেল্লা দখল করে নিচ্ছে।

২য়। লোকটা শুনেছি বহুরূপী।

৩য়। বহুরূপী কি রকম ?

২য়। একটিবার দেখে স্বরূপ বোঝা যায় না। কখনো কালো, কখনো ফর্সা, আবার কখনো বা একেবারে নবজলধরশ্যাম !

১ম। আবার দুর্গের পর দুর্গ যে জয় করছে, তা ওই বহুরূপী সেজেই।

৩য়। কি রকম বল ত শুনি।

২য়। কখনো ঘেসেড়া হয়ে দিনের বেলায় দুর্গে ঢুকে পড়ে, রেতে করে রাহাজানি—কখনো একেবারে সন্ন্যাসী ঠাকুর, এই জটা, এই দাড়ি, খটাং মটাং বচন—দুর্গে যাওয়া আর দুর্গাধিপতিকে একেবারে মন্ত্রশিষ্য করে ফেলা !

৩য়। তাই বল। নইলে যুদ্ধ করে—ঢাল তরোয়াল দিয়ে লড়ে ?—উঁহু হতো না—কিছুতেই হতো না।

১ম। কেন হতো না শুনি ?

২য়। হাঁ হে এ কেন হতো না বল ত।

৩য়। কি করে হবে বল ? একটা তাঁবু পড়ল না, কুচ-কাওয়াজ

কিছুই কোন দিন দেখলুম না—অথচ শুনেছি দুর্গই জয় করছে, দুর্গই জয় করছে !

৩য়, ২য়। আমরা যখন যুদ্ধ করতুম…

১ম। তোমরা আবার যুদ্ধ করতে নাকি ?

২য়। করতুম না ! ঘোরতর যুদ্ধ করতুম।

১ম। কবে ?

২য়। যবন যখন সিন্ধুপারে এসেছিল, তখন আমার পূর্ব্বপুরুষরা মানুষের মাথা দিয়ে গেণ্ডুয়া খেলেছিলেন।

৩য়। হাঁ, ঠিক কথা। তখন তাঁদের পায়ের চাপে পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল।

২য়। আর, তারো আগে—

৩য়। তারও আগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ পবন-নন্দন……হুঁহু বাবা, শাস্তর-টাস্তর ত পড়নি !

১ম। শাস্ত্র আর পড়তে হবে না, ও দিকে শস্ত্রপাণি সৈনিক আসছে, দেখতে পাচ্ছ ?

২য়। ওরে বাবা, সত্যিই ত রে !

১ম। কেন ? তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা না মানুষের মাথা দিয়ে গেণ্ডুয়া খেলতেন ! তুমিও একবার সেই খেলাটা দেখিয়ে দাও না ওস্তাদ !

২য়। না ভাই, তামাসা নয়। দেখতে পাচ্ছ, ওরা কাকে যেন বন্দী করে নিয়ে আসছে—পেছনে আবার একখানি শিবিকা।

৩য়। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে বেগার খাটাবে। চল্, কাছে কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে কাণ্ডটা কি তাই দেখা যাক।

১ম। বুদ্ধিমানের মতোই কথা কয়েছ দাদা। চল তাই-ই যাই।

নাগরিকরা ডান দিক দিয়া প্রস্থান করিল। বাঁ দিক দিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ মুলানা আহাম্মদকে টানিতে টানিতে একদল মারহাঠা সৈনিক প্রবেশ করিল। পিছনে শিবিকা।

বিশ্বনাথ। এইখানে একটু বিশ্রাম কর।

মুলানা আহাম্মদ। কাফেরের কাছে করুণা প্রত্যাশা করি না। যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি···আত্ম-বলি দিতে পারিনি—তাই পীড়ন আমার প্রাপ্য। কিন্তু আমার পুত্রবধূ···স্বামীহীনা ওই বালিকা···ওর মর্য্যাদা রক্ষার শক্তি থেকে আমাকে বঞ্চিত কোরো না খোদা!

মেহের। [শিবিকাভ্যন্তর হইতে] আমার জন্য চিন্তিত হবেন না বাবা। আমার মর্য্যাদা রক্ষা করবার উপায় আমার কাছেই আছে।

মুলানা আহাম্মদ। কি সে উপায়, মা? আত্মহত্যা?

মেহের। সে ব্যবস্থাও করে রেখেছি।

মুলানা আহাম্মদ। মা! মা!

শিবিকার দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলেন। সৈনিকেরা বাধা দিল।

বিশ্বনাথ। খবরদার মুলানা আহাম্মদ! তুমি ভুলে যাচ্ছ, তুমি আমাদের বন্দী। আমাদের অনুমতি ব্যতীত কারু সঙ্গে কথা কইবার অধিকার তোমার নেই।

মুলানা আহাম্মদ। মা, হস্তপদ আমার বদ্ধ, কণ্ঠও ওরা শাসনে রোধ করতে চায়...অসহায় অক্ষম আমি.....তবুও বলে রাখ্‌ছি মা, আমার অজ্ঞাতে অন্তিম উপায় অবলম্বন করো না। শিবাজী যদি সত্যই শয়তান হয়.....

বিশ্বনাথ। খবরদার!

মুলানা আহাম্মদ। তাহলে আমি তোমায় অনুমতি দোব…হাঁ মা, স্থির ভাবে অনুমতি দোব। সে অনুমতি দিতে কণ্ঠ আমার একটুও কেঁপে উঠবে না, চোখে আমার এক ফোঁটাও জল দেখা দেবে না, বুক থেকে একটি দীর্ঘশ্বাসও বাইরে বেরুবে না।

বিশ্বনাথ। বন্দীকে আগে নিয়ে যাও…শিবিকার সঙ্গে আমি তোমাদের অনুগমন করছি।

সৈনিকগণ। চল সাহেব, চল।

সৈনিকরা মুলানা আহাম্মদকে টানিতে লাগিল

মুলানা আহাম্মদ। মা, আমাকে এরা তোমার কাছেও থাকতে দেবে না। ভেবেছিলুম তোমার মর্য্যাদা রক্ষার শেষ চেষ্টা করে প্রাণ বলি দোব…কিন্তু তা আর হলো না। তোমায় একেবারে অসহায় রেখেই আমায় যেতে হলো।

মেহের। বাবা, আমি অসহায় নই। মুসলমান কুলবধূ জানে তার শক্তি কোথায়। আপনি নিশ্চিন্ত মনে যান বাবা।

মুলানা আহাম্মদ। আর যদি দেখা না হয়—

মেহের। ইহলোকে না হয়, পরলোকে হবে। আপনার পুত্র ত সেইখানেই অপেক্ষা করছেন।

মুলানা আহাম্মদ। মা! মা!

বিশ্বনাথ। নিয়ে যাও।

সৈনিকরা জোর করিয়া মুলানা আহাম্মদকে লইয়া গেল

বিশ্বনাথ। কল্যাণ জয় করিছি, কিন্তু তার শাসনকর্ত্তা হতে পারিনি। সারাটা জীবন শুধু আদেশ পালন করবার জন্য পাহাড়ে

অরণ্যে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছি। এবার চাই শান্তিতে দিন ক'টা কাটাতে, একটুখানি আরামে থাকতে। যে সম্পদ আমি এই শিবিকায় নিয়ে যাচ্ছি, তা উপঢৌকন পেলে মহারাজ প্রীত হয়ে আমার প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ করবেন। এই, পাল্কী ওঠাও। আমার অনুসরণ কর।

বিশ্বনাথের পিছনে পিছনে বাহকেরা শিবিকা লইয়া চলিল

পঞ্চম দৃশ্য

শিবাজীর দরবার। শিবাজী সিংহাসনে বসিয়া আছেন, পাত্রমিত্র সকলেই চিন্তামগ্ন।

শিবাজী। বিজাপুরের দুরভিসন্ধির সকল কথা আপনারা অবগত নন। আমি সংবাদ পেয়েছি, আদিল শাহ্ আমাকে কৌশলে বন্দী করবার অভিপ্রায়ে জাবলীর চন্দ্ররাওয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আমি যদি বুঝতুম যে, আমার আত্মসমর্পণের ফলে মহারাষ্ট্রের মঙ্গল হবে, তাহলে তাই-ই আমি করতুম। কিন্তু মহারাষ্ট্রের বর্ত্তমান অবস্থায় মহারাষ্ট্র আমাকে বলি দিতে পারে বলে আমার বিশ্বাস নয়।

পেশোয়া। মার্জ্জনা করবেন মহারাজ। বিজাপুরের অভিসন্ধি অবগত ছিলুম না বলেই বিজাপুর আক্রমণে মত দিতে আমি দ্বিধাবোধ করেছিলুম।

শিবাজী। বিজাপুর আক্রমণের অভিসন্ধি আপাততঃ আমারও নেই পেশোয়া। কেন-না তার প্রয়োজন এখনও উপস্থিত হয় নি! আমি চাই জাবলীর চন্দ্ররাওকে শাস্তি দিতে। বিজাপুরের বাজী শ্যামরাও দশ সহস্র সৈন্য নিয়ে চন্দ্ররাওয়ের সাহায্যার্থ প্রস্তুত হচ্ছে, সে

সংবাদও আমি পেয়েছি। চন্দ্ররাওয়ের সঙ্গে শ্যামরাওকে পরাস্ত করতে পারলে বিজাপুর বিশেষ ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারপরও যদি না বিজাপুর তার দুরভিসন্ধি ত্যাগ করে, তাহলে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমাদের দ্বিমত বা বহুমত হবার কোন কারণই থাকবে না।

প্রতিহারী প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। রঘুনাথপন্ত তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতিহারী তাঁহাকে তাহার বক্তব্য বলিল, রঘুনাথপন্ত বাহিরে চলিয়া গেলেন

শিবাজী। পেশোয়া!

পেশোয়া। আদেশ করুন মহারাজ।

শিবাজী। শুনলুম এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আমার বিরুদ্ধে গোপনে একটা দল পাকিয়ে তোলবার চেষ্টা করছে?

পেশোয়া। সংবাদ সত্য।

শিবাজী। তাদের সন্ধান আপনি রাখেন?

পেশোয়া। তাদের সকলকেই আমি জানি মহারাজ।

শিবাজী। আমার বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযোগ কি?

পেশোয়া। তারা বলে আপনি শূদ্র, বেদপাঠে আপনার অধিকার নেই।

শিবাজী। বেদ ত আমি কখনো পড়িনে পেশোয়া।

পেশোয়া। তারা বলে, শূদ্রের বেদ-স্তোত্র শ্রবণ করবারও অধিকার নেই।

শিবাজী। শূদ্রের বুঝি কেবল অধিকার আছে বেদ ও ব্রাহ্মণ রক্ষা করবার জন্য আত্মবলিদানের? তাদের বুঝিয়ে দেবেন

যে, মহারাষ্ট্রের নীচবর্ণ বলে কেউ কোন অধিকার থেকেই বঞ্চিত হবে না। তারপরও যদি তারা নিবৃত্ত না হয়, তাহলে তাদের কণ্ঠ নীরব রাখবার ব্যবস্থা শিবাজী করবে। আশ্চর্য্য এই পতিত ব্রাহ্মণের দল; নিজেদের সম্মান নিজেরাই রাখতে জানে না।

রঘুনাথ পুনরায় প্রবেশ করিলেন

রঘুনাথ। মহারাজ!

শিবাজী। কি রঘুনাথ?

রঘুনাথ। বিজাপুরের একদল মুসলমান সৈনিক আপনার নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করেছে—তাদের প্রার্থনা নিবেদন করতে।

অমাত্যগণ। বিজাপুরের মুসলমান সৈনিক!

শিবাজী। কি তাদের প্রার্থনা রঘুনাথ?

রঘুনাথ। মহারাজের কাছেই তারা ত প্রকাশ করতে চায়।

শিবাজী। বেশ, তাদের এখানেই নিয়ে এস।

রঘুনাথ ইঙ্গিত করিলেন। তিনজন মুসলমান আসিয়া শিবাজীকে অভিবাদন করিল

শিবাজী। তোমরা বিজাপুরের প্রজা?

১ম। মহারাজ আমরা আশ্রয়প্রার্থী।

শিবাজী। কেন, বিজাপুর কি তোমাদের আশ্রয়দানে অসমর্থ?

১ম। বিজাপুরে আমাদের উপর বড় জুলুম চলেছে মহারাজ। তাই আমরা সাতশত মুসলমান স্থির করেছি, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে আপনার আশ্রয়ে বাস করব।

শিবাজী। কিন্তু আমার আশ্রয়ে কেন? সমগ্র ভারতবর্ষ মুঘল-

অধিকৃত। তা ছাড়া, মুসলমান নরপতিও দেশে বহু আছেন। আশ্রয়প্রার্থী হয়ে তাদের কাছে যাওনি কেন সৈনিক ?

২য়। মহারাজ! স্বধর্ম্মীদের আশ্রয়ে থাকলে ধর্ম্মাচরণে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না, তা আমরা জানি। কিন্তু মহারাজ আমরা দরিদ্র। দরিদ্র হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, সর্ব্বত্রই সমান নির্যাতন ভোগ করে। আমরা আপনার চরণেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

শিবাজী। কিন্তু তোমরা কি শোননি যে, শিবাজী গো-ব্রাহ্মণ রক্ষার্থ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে, আর সেই কারণে মুসলমান-মাত্রই তাকে শত্রু বলে মনে করে।

১ম। তাও শুনেছি মহারাজ। কিন্তু তবুও পুত্র-পরিজনদের বাঁচাবার জন্য আমরা আপনার আশ্রয়ে আসব বলেই স্থির করেছি।

শিবাজী। উত্তম, তোমরা এখন বিশ্রাম কর গে, যথাসময়ে আমাদের অভিমত জানতে পারবে।

সৈনিকগণ প্রস্থান করিল

শিবাজী। বন্ধুগণ, আপনারা সবই শুনলেন। আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দান করতে কোন হিন্দু কোনকালেই বিমুখ হয় নি। আমরা কি আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের পন্থানুসরণে বিরত থাকব ?

পেশোয়া। আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয়দান ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, তা মানি মহারাজ। কিন্তু বিজাপুর থেকে এই যে সাত শত মুসলমান আমাদের আশ্রয়ে এসে থাকতে চায়, এদের সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কি কোনই কারণ নেই ?

শিবাজী। সন্দেহের অনেক কারণই থাকতে পারে পেশোয়া। কিন্তু আমাদের যা সন্দেহ, তা সত্য কি না, তাও আমাদেরই দেখতে হবে।

পেশোয়া। আমার মনে হয় এ সবই আদিল শা'র চক্রান্ত।

শিবাজী। অসম্ভব কিছুই নয় পেশোয়া। কিন্তু শঠের চক্রান্তজাল ছিন্ন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমি এদের কথাই সত্য বলে মনে করি। আমি জানি, দরিদ্র প্রজা, হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, রাজ-অত্যাচার সমানেই তাদের সইতে হয়। সেই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েই এরা আমাদের কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এসেছে।

পেশোয়া। কিন্তু মুসলমানকে আশ্রয় দেওয়া কি আমাদের উচিত মহারাজ?

শিবাজী। কেন নয় পেশোয়া?

রঘুনাথ। আমরা তাহলে যুদ্ধ করছি কার সঙ্গে মহারাজ? কার উপদ্রব থেকে মহারাষ্ট্রকে রক্ষা করতে চাইছি?

শিবাজী। মুসলমান রাজশক্তির। দরিদ্র মুসলমান প্রজারা ত উৎপীড়ন করে না, তারা ত মহারাষ্ট্রকে গ্রাস করতে চায় না। তারা দেশকে শস্যশালিনী করে, দেশের সকলের জন্য তারা করে স্বার্থ বিসর্জ্জন। ধর্ম্মরাজ্যের অর্থ সেই রাজ্য, বন্ধুগণ, যার প্রজারা জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে রাজার সঙ্গে সমানে সকল অধিকার ভোগ করতে পারে।

রঘুনাথ। এই সাত শত মুসলমানকে আশ্রয় দেওয়া আমাদের পক্ষে অন্যায় হবে না!

পেশোয়া। তাহলে কি এদের আশ্রয় দেওয়াই স্থির মহারাজ?

শিবাজী। সাত শত মুসলমান আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না পেশোয়া। মহারাষ্ট্র তার শক্তি সম্বন্ধে একেবারে অচেতন নয়। রঘুনাথ, তুমি ওদের বল যে ওরা আশ্রয় পাবে।

একজন প্রতিহারী প্রবেশ করিল

প্রতিহারী। কল্যাণের অধ্যক্ষ বন্দীসহ বাইরে অপেক্ষা করছেন।

রঘুনাথ প্রস্থান করিলেন

বিশ্বনাথ বন্দীসহ প্রবেশ করিলেন

বিশ্বনাথ। মহারাজের জয় হোক্।

শিবাজী। ইনি কে বিশ্বনাথ?

বিশ্বনাথ। কল্যাণের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা মুলানা আহাম্মদ।

মুলানা আহাম্মদ। শিবাজী! শুনেছিলুম তুমি ধার্ম্মিক, উদার-চরিত, বীরপুরুষ। কিন্তু এখন দেখছি তুমি মূর্ত্তিমান শয়তান।

অমাত্যগণ। মহারাজ!

শিবাজী হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে বলিলেন

মুলানা আহাম্মদ। শয়তান! এই তোমার কীর্ত্তি!

শিবাজী। কল্যাণ অধিকার করেছি বলেই কি আপনি আমার প্রতি এত ক্রুদ্ধ হয়েছেন?

মুলানা আহাম্মদ। জাহান্নামে যাক্ কল্যাণ। তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু পরাজিত শত্রুর প্রতি তোমার এ কি আচরণ, কাপুরুষ?

শিবাজী। পরাজিত শত্রুকে বন্দী করা কি রাজনীতি-বিরুদ্ধ কাজ মুলানা সাহেব?

মুলানা আহাম্মদ। আর নারীর লাঞ্ছনা, তার প্রতি অত্যাচার—তার মর্য্যাদাহানি—তাও কি রাজনীতিরই একটা অঙ্গ?

শিবাজী। আপনি কি বলছেন মুলানা সাহেব?

মুলানা আহাম্মদ। শঠ! তোমার এই সহচর, লম্পট এই বিশ্বনাথ,

আমার পুত্রবধূকে, অসূর্য্যম্পশ্যা মুসলমান কুলবধূকে নিয়ে এসেছে তোমার পাশবিকতার অনলে অহুতি দিতে!

শিবাজী দুই হাতে কান ঢাকিলেন।
তাহার পর লাফাইয়া উঠিলেন

শিবাজী। সত্য, সত্য বিশ্বনাথ?

বিশ্বনাথ মাথা নীচু করিল

শিবাজী। নীরব রইলে কেন? তানাজী, বিশ্বনাথ নীরব কেন? নারীর লাঞ্ছনা, নারীর ওপর অত্যাচার, মাতৃজাতির অবমাননা! অমাত্যগণ, মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়। সেনানায়ক যেখানে এঁরা অপদার্থ, রাজা যেখানে লম্পট ব'লে বিবেচিত—সেখানে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা দারুণ পরিহাস। আপনারা আমায় অব্যাহতি দিন—এ রাজ্যে আমার প্রয়োজন নেই।

জিজাবাঈ প্রবেশ করিলেন

জিজাবাঈ। শিব্বা!

শিবাজী। মা, মা! আমার এক সেনানায়ক আমাকে লম্পট ভেবে কুলমহিলাকে বন্দিনী করে এনেছে আমায় উপঢৌকন দিয়ে খুশী করতে। এতবড় অপমানও আমাকে সইতে হবে?

জিজাবাঈ। কেন সইতে হবে শিব্বা? অপরাধীকে শাস্তি দাও। চরমদণ্ডে তাকে দণ্ডিত কর—যাতে না ভবিষ্যতে কেউ আর এই হীন কাজে প্রবৃত্ত হয়।

পরিচারিকা মেহেরকে লইয়া প্রবেশ করিল

মেহের। শক্তি দাও, প্রভু, শক্তি দাও!

মুলানা আহাম্মদ। মা, মা, তোমার এই লাঞ্ছনা!

শিবাজী। এখানে কেন! অসূর্য্যম্পশ্যা এই মুসলমান কুল-মহিলাকে এই প্রকাশ্য দরবারে আনবার অনুমতি তোমায় কে দিয়েছে বিশ্বনাথ?

জিজাবাঈ। (মেহেরের কাছে গিয়া) যদি এসেছ মা, তা হলে অন্তঃপুরে চল। তোমার মর্য্যাদা রক্ষা আমাদের ধর্ম্ম।

শিবাজী। মা! সন্তানের অপরাধ ক্ষমা কর মা! অযোগ্য লোকের উপর কার্য্যভার ন্যস্ত করেছিলুম বলেই মায়ের এই লাঞ্ছনা। মুলানা সাহেব, আপনারা শিবাজীর বন্দী নন—আপনারা শিবাজীর অতিথি! বিশ্রামান্তে মাকে নিয়ে যথেচ্ছ আপনি যেতে পারেন। আর তুমি মা, যদি পার ত যাবার আগে একটিবার বলে যেয়ো যে, মারাঠাদের তুমি ক্ষমা করেছ। তানাজী, বিশ্বনাথ আমাদের বন্দী।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আবলী দুর্গের একটি কক্ষ। শ্যামলী একা বসিয়া গান গাহিতেছিল। বীরাবাঈ প্রবেশ করিল। শ্যামলী তাহাকে দেখিয়া গান বন্ধ করিয়া ঈষৎ হাসিল, তারপর আবার গাহিতে লাগিল। বীরাবাঈ অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল

হায় সজনী, হায় সজনী !
যৌবনেরি মৌ মেখে তোর যায় যে প্রভাত যায় রজনী।
কুড়িয়ে দিনের বেলার ডালা
চাঁদের আলো গাঁথলে মালা,
কোন্ মণিকার খুঁজবে বল গোপন তোমার রূপের খনি।

ফুলের কত ফুলঝুরি ঐ
ফুলের হাওয়ার ফুল-বাড়ীতে,
এমন সময় বিঁধবে কেন
ফুলের কাঁটা তোর শাড়ীতে !

ফুলের বাণে নেই কো ব্যথা
জানেই তোমার মনের কথা
বুকের বীণায় তাই তো বাজে কোন্ পথিকের আগমনী।

বীরা। শ্যামলি, তুই আমায় পাগল করবি।
শ্যামলী। পাগল করবার যে, সে পাগল করেই চলে গেছে !
বীরা। শ্যামলি !

শ্যামলী। সই!

বীরা। সত্যি বলছি, যখন-তখন গান গেয়ে তুই আমায় বিরক্ত করিস্‌নে। জীবনে তোর কি কোনই উদ্দেশ্য নেই?

শ্যামলী। আছে বৈ কি। জীবনের উদ্দেশ্য নেই!

বীরা। কি উদ্দেশ্য শুনি?

শ্যামলী। বলব?

বীরা। বল্‌ না!

শ্যামলী বীরার কানের কাছে মুখ লইয়া

শ্যামলী। একটি পতি-অন্বেষণ! এখন একটিও জুটছে না বলেই জীবন ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে। কাঁধের ওপর অপদেবতার আবির্ভাব যে-দিন হবে, সেইদিন থেকে এ-সব বদ অভ্যেস বদলে যাবে।

বীরা। পরিহাস নয় শ্যামলী। জীবনের একটা উদ্দেশ্য স্থির করে নেওয়া দরকার।

শ্যামলী। তা আর দরকার নয়!

বীরা। আমার জীবনের কি উদ্দেশ্য জানিস্‌?

শ্যামলী। জানি।

বীরা। জানিস্‌নে। আমার জীবনের উদ্দেশ্য শিবাজীকে শাস্তি দেওয়া।

শ্যামলী একটু চমকিয়া উঠিয়া পিছেন সরিয়া গেল।
তারপর ধীরে ধীরে তাহার কাছে অগ্রসর হইল

শ্যামলী। তাঁর অপরাধ?

বীরা। অপরাধ নেই শ্যামলী? আমার শান্তিকাননে যে আগুন ধরিয়ে দিল, রুদ্রের ডমরু বাজিয়ে যে আমার ভোলানাথকে উন্মত্ত করে তুলল, যে আমার বুকের মাঝে মরুর হাহাকার জাগিয়ে দিল—সে

আমার কাছে অপরাধী নয়? কার আহ্বানে, শ্যামলি, কার আহ্বানে সে আমায় উপেক্ষা করে চলে গেল? কার আকর্ষণে সংসারের সকল বন্ধন তুচ্ছ করে সে বন্ধুর পথে যাত্রা সুরু করল? তুই ত সবই জানিস্ শ্যামলী। তুই ত জানিস্ শিবাজী আমার কি সর্ব্বনাশই করেছে!

শ্যামলী। তোর ব্যথা আমি বুঝি। কিন্তু সই, বিশ্বাস ক'রিস্ শিবাজী মহামানব, মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁর আবির্ভাব। তাঁর সেবায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করতে পারে, তাঁরা ধন্য; জীবন তাদের সার্থক।

বীরা। তাই যদি মনে করিস্ তাহলে এখানে আর বসে আছিস্ কেন? সেই মহামানবের চরণতলে গিয়েই আশ্রয় নে না।

শ্যামলী। তাই-ই যাব বীরা। একটু আগে তুই জিজ্ঞাসা করেছিলি জীবনের কি কোন উদ্দেশ্যই আমার নেই?—আছে বীরা। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে শিবাজীর মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়া, তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করা।

বীরা। তুইও এই কথা বলছিস্!

শ্যামলী। আমার অন্তর-দেবতা অন্তরে থেকে এই আদেশই আমায় করেছেন।

বীরা। না, না, শ্যামলি, তোর ও-কথা সত্যই নয়,—বল তুই পরিহাস করছিস্, বল তুই মিথ্যে বলছিস্!

শ্যামলী। না সই, এ পরিহাস নয়, মিথ্যেও নয়। সত্যিই আজ আমি বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত।

শ্যামলী চলিয়া গেল

বীরা। শ্যামলি! শ্যামলি!

বীরাবাঈ শ্যামলীর অনুসরণ করিল।
চন্দ্ররাও ও সূর্য্যরাও প্রবেশ করিল।

চন্দ্ররাও। কি স্পর্দ্ধা এই শিবাজীর, সূর্য্যরাও, যে সামান্য এক জায়গীরদার হয়ে সে চায় সমগ্র মহারাষ্ট্রকে গ্রাস করতে! নির্ব্বোধ জানে না যে, বিজাপুর তার সঙ্গে খেলা করছে। সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন এক ফুৎকারে সে শিবাজীর এই খেলনা রাজপাট সব উড়িয়ে দেবে!

সূর্য্যরাও। সমগ্র মহারাষ্ট্র যখন তাঁর সহায়তা করছে, তখন আমরাই বা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করি কেন?

চন্দ্ররাও। সকলের মতো আমরাও মূর্খ নই বলে।

সূর্য্যরাও। কিন্তু শিবাজী ত জাতির হিতসাধন করতেই চায়।

চন্দ্ররাও। ও হিত করতে আমরাই কি পারি না সূর্য্যরাও? আসল কথা—শিবাজী যেমন স্বার্থপর তেমনই চতুর। সে নিজে চায় রাজ্য; কিন্তু তার নাম দেবে ধর্ম্মরাজ্য, যাতে দেশের লোক তার প্রতি কাজে সায় দেয়। নইলে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাই যদি তার কাম্য হবে, তাহলে পদে পদে ছল-চাতুরী করবে কেন?

সূর্য্যরাও। তবুও মুসলমানের অত্যাচার থেকে ত দেশ মুক্তি পাবে।

চন্দ্ররাও। অত্যাচার কেবল মুসলমানই করে না সূর্য্যরাও। মুসলমান যে দেশে নেই, সে-দেশেরও শক্তিমান দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করতে কসুর করে না। এই শিবাজী কি কম অত্যাচার করছে? আমারই কতবড় সর্ব্বনাশ সে করল বল ত। বাগ্দত্তা কন্যা আমার—রূপে গুণে অতুলনীয়া; লোকে যাকে লক্ষ্মীর সাথে তুলনা করে—সেই বীরা আজ কার জন্য এতবড় আঘাত বুক পেতে নিয়ে জীবন্মৃত হয়ে রয়েছে? রণরাওকে কে যাদুমন্ত্রে জয় করে

সংসার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে?—সয়তান ওই শিবাজী। কেবল এই জন্যই ত শিবাজীকে আমি জীবনে কখনো ক্ষমা করতে পারি না সূর্য্যরাও!

সূর্য্যরাও। কিন্তু বিজাপুর কি সত্যই আমাদের সাহায্য করবে?

চন্দ্ররাও। দশসহস্র সৈন্য নিয়ে বাজী শ্যামরাও আমার সঙ্গে যোগ দেবার জন্য বিজাপুর ত্যাগ করেছে। শিবাজী দুর্গ-লুণ্ঠনেই ব্যস্ত, সন্দেহও করবে না যে, আমরা তার ধ্বংসের এই বিরাট আয়োজনে উদ্যত। যখন সে জানবে, তখন প্রতিরোধ করবার শক্তিও তার আর থাকবে না, সূর্য্যরাও।

সূর্য্যরাও। কিন্তু...

চন্দ্ররাও। আর তর্ক নয় ভাই। শিবাজী আমাদের পরিবারের শান্তি লোপ করেছে—আমাদের জাতিকে ধ্বংসের পথে ঠেলে নিয়ে চলেছে; সুতরাং শিবাজীকে শাস্তি দেওয়াই আমাদের ধর্ম্ম।

ঘোড়পুরে প্রবেশ করিল

ঘোড়পুরে। সত্য চন্দ্ররাও। শিবাজীকে শাস্তি দেওয়া আমাদের ধর্ম্ম।

চন্দ্ররাও। কে, ঘোরপুরে? তুমি···তুমি বন্ধু!

সূর্য্যরাও বাহিরে চলিয়া গেলেন

ঘোড়পুরে। হাঁ, আমি বন্ধু···ঘোড়পুরের প্রেত নয়, জীবন্ত ঘোড়পুরে। শুনলুম তুমি শিবাজীর সর্ব্বনাশের আয়োজন করছ, তাই খুশী হয়ে তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি বন্ধু। পর্ব্বতের ওই মূষিককে যাঁতিকলে ফেলে মারতে না পারলে আমাদের কারুরই জীবন নিরাপদ নয়।

সূর্য্যরাও প্রবেশ করিল

সূর্য্যরাও। শিবাজীর দূত দর্শনপ্রার্থী।

চন্দ্ররাও। শিবাজী দূত পাঠিয়েছে!

ঘোড়পুরে। বিশ্বাস করো না বন্ধু। শিবাজী বড় ধূর্ত্ত। যারা এসেছে, তাদের বন্দী করে ফেল, কারাগারে পাথর-চাপা দিয়ে রেখে দাও।

চন্দ্ররাও। সিংহের গহ্বরে যারা এসেছে, তারা আর ফিরবে না

ঘোড়পুরে। কিন্তু ধূর্ত্ত শিবাজী কি উদ্দেশ্যে দূত পাঠিয়েছে, তাও আমাদের জানা প্রয়োজন। সূর্য্যরাও, তাদের এখানেই নিয়ে এস ভাই।

সূর্য্যরাও প্রস্থান করিলেন

ঘোড়পুরে। শিবাজী কি বলতে চায় শোন, কিন্তু একটি কথাও বিশ্বাস করো না। আমি একটু আড়ালে গিয়ে থাকি। যদি চিনে ফেলে।

চন্দ্ররাও। এত ভয় কিসের বন্ধু?

ঘোড়পুরে। প্রতিহিংসাপরায়ণ শিবাজীকে তুমি চেন না চন্দ্ররাও। তার অনুচরেরা আরও হিংস্র। তারা না করতে পারে, হেন কাজ নেই। তা ছাড়া আমার উপস্থিতিতে তারা তাদের বক্তব্য বলবে না। আমি এই কাছেই কোথাও থাকব। কিন্তু সাবধান বন্ধু, সাবধান! শিবাজীকে বিশ্বাস করো না।

প্রস্থান করিল

চন্দ্ররাও। সমগ্র দেশের ভিতর কি একটা আতঙ্ক জাগিয়ে তুলেছে!

সূর্য্যরাওয়ের সঙ্গে তানাজী ও রঘুনাথ প্রবেশ করিলেন

রঘুনাথ। জাবলী-অধিপতির জয় হোক্।

চন্দ্ররাও। সহসা শিবাজীর আমাদের প্রতি এ অনুগ্রহ কেন?

রঘুনাথ। মহারাজ শিবাজী জানতে চেয়েছেন, কি কারণে বীরবর চন্দ্ররাও হিন্দুর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যোগ না দিয়ে মুসলিম শক্তির সহায়তা করেছেন?

চন্দ্ররাও। যে-হেতু আমার পিতা পিতামহ তাই করে গেছেন।

রঘুনাথ। চন্দ্ররাও নিশ্চিতই জানেন যে, এ একটা জবাবই হলো না।

চন্দ্ররাও। চন্দ্ররাও অনেক কথাই জানে মহারাষ্ট্র-সেনানী। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, শিবাজী রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলে, সাধারণ হিন্দুর কি লাভ হবে?

রঘুনাথ। জাতি হিসেবে সমগ্র হিন্দু উন্নতির পথে অগ্রসর হবে।

চন্দ্ররাও। শিবাজী কি মনে করেন হিন্দু কখনো আবার উন্নত হবে?

রঘুনাথ। আমরা সবাই তাই মনে করি।

চন্দ্ররাও। আপনাদের ধারণা সত্য নয়। দুর্ব্বল যে জাতি, বয়সের বার্দ্ধক্য যে জাতির সর্ব্বাঙ্গে জড়তা এনে দিয়েছে, সে জাতির পুনরুত্থান অসম্ভব!

রঘুনাথ। আপনার মত অভিজ্ঞ লোকের সঙ্গে তর্ক নিষ্প্রয়োজন। হিন্দুর শোচনীয় অধঃপতনের জন্য আপনার যে বেদনাবোধ আছে, বিরুদ্ধবাদ প্রচার করলেও আপনার কথায় তাই-ই প্রকাশ পাচ্ছে। আমরা তাই অনুরোধ করছি বীর, হিন্দু আপনি, হিন্দুরাজ্যপ্রতিষ্ঠার জন্য মহারাজ শিবাজীর সহায়তা করুন। আপনাকে পুরোভাগে রেখে, ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত সমস্ত হিন্দুনরপতিদের ঐক্যসূত্রে গ্রথিত ক'রে

আমরা এক মহাশক্তি সৃষ্টি করি। সেই সম্মিলিত শক্তির কাছে বিজাপুর তার উদ্ধত শির নত করুক, মোগল স্তব্ধ হয়ে থাকুক, সমগ্র বিশ্ব জানুক যে, হিন্দু আজও জাগ্রত!

চন্দ্ররাও। উত্তেজনাকে এত উগ্র করেও আমায় এতটুকু উত্তেজিত করতে পারলেন না সেনানী। আপনাদের শিবাজীকে গিয়ে বলুন যে, তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হবার বয়েস আমার অনেক আগেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আর শুদ্ধ কোন একটা অনিশ্চিত সম্ভাবনার আশায় কোন অনাত্মীয়ের বিপদ আমি কাঁধে তুলে নিতে পারি না।

রঘুনাথ। মহারাজ শিবাজী আপনার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করতেও কম আগ্রহান্বিত নন, জাবলী-অধিপতি।

চন্দ্ররাও। হীন কচ্ছোয়ার স্পর্দ্ধা আকাশস্পর্শী হয়ে উঠেছে দেখছি! তোমাদের শিবাজীকে বলো সেনানী, তার এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিতে চন্দ্ররাও বিস্মৃত হবে না।

রঘুনাথ। আপনি অকারণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

চন্দ্ররাও। একে কচ্ছোয়ার বংশধর, তায় জন্মবৃত্তান্ত তার রহস্যে আচ্ছন্ন। কুকুরের মত অস্পৃশ্য সে!

তানাজী। পরপদলেহী, স্বধর্ম্মদ্রোহী কাপুরুষ! নিজের দেশের, নিজের জাতির সর্ব্বনাশ সাধন করবার জন্য তোমায় আমি বেঁচে থাকতে দোব না।

তানাজী ক্ষিপ্রগতিতে অস্ত্র বাহির করিয়া চন্দ্ররাওকে আঘাত করিলেন।

চন্দ্ররাও। অস্ত্র দাও! অস্ত্র দাও!

সূর্য্যারাও তানাজীকে আক্রমণ করিল, কিন্তু রঘুনাথ তাহাকে আঘাত করিতেই সে টলিতে টলিতে বাহিরে গিয়া পড়িল। তানাজী পুনরায় চন্দ্ররাওকে আঘাত করিলেন।

চন্দ্ররাও। গুপ্তঘাতক! ওঃ!

চন্দ্ররাও পড়িয়া গেলেন।

তানাজী। মরবার আগে শুনে যাও কাপুরুষ! বাজী শ্যামরাও পরাজিত হয়ে বিজাপুর গিয়ে প্রাণরক্ষা করেছে, আর এতক্ষণ হয় ত তোমার চন্দ্রাবলীর এই দুর্গশিরে মহারাজ শিবাজীর বিজয়-পতাকা উড্ডীন হয়েছে।

তানাজী ও রঘুনাথের প্রস্থান, নেপথ্যে দুর্গ আক্রমণের অভিনয়। ঘোড়পুরে বেগে প্রবেশ করিয়া চন্দ্ররাওয়ের দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

ঘোড়পুরে। বন্ধু চন্দ্ররাও।

চন্দ্ররাও। গুপ্তঘাতকদের বন্দী কর, বন্দী কর বন্ধু!

ঘোড়পুরে। আর বন্দী! শিবাজী দুর্গ অধিকার করেছে।

চন্দ্ররাও। বাজী শ্যামরাও পরাজিত, পলায়িত…দুর্গ অধিকৃত… আমি মুমূর্ষু…ঘোড়পুরে…বন্ধু…আমার…কন্যা…মাতৃহারা আমার বীরাকে বিজাপুরে আশ্রয় দিয়ো…

[মৃত্যু

ঘোড়পুরে। যাক্। চন্দ্ররাও ত জীবনের বোঝা ফেলে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু শিবাজী-অধিকৃত এই দুর্গ থেকে আমি কি করে মুক্তি পাই? আমাকে যে বাঁচতে হবে।

বীরা বেগে প্রবেশ করিল। শ্যামলা অভিভূতের মতো আসিয়া বসিয়া পড়িল।

বীরা। বাবা! বাবা! শিবাজী যে এখনও জীবিত। তুমি ওঠ, উঠে তাকে শাস্তি দাও বাবা! সে যে আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিল বাবা!

ঘোড়পুরে। প্রতিশোধ নিতে চাও মা?

বীরা। প্রতিশোধ!

ঘোড়পুরে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রতিশোধ।

বীরা। চাই। প্রতিশোধ চাই।

ঘোড়পুরে। তবে আর বিলম্ব করো না। শিবাজী দুর্গ অধিকার করেছে। এখুনি হয় ত এখানে এসে পড়বে। দুর্গ থেকে বাহিরে যাবার গুপ্তপথ তোমার জানা আছে?

বীরা। আছে।

ঘোড়পুরে। শত্রুরা হয় ত এখনও তার সন্ধান পায় নি। চল, আমরা বিজাপুরে চলে যাই।

বীরা। বীজাপুর!

ঘোড়পুরে। হাঁ, তোমার পিতার শেষ ইচ্ছা তাই। শিবাজীকে শাস্তি দিতে পারে, হয় বিজাপুর—নয় দিল্লী। প্রতিশোধ নিতে হলে এর যে-কোন এক জায়গায় যেতে হবে।

বীরা কিছুকাল চুপ করিয়া রহিল, পরে বলিল

বীরা। বেশ, আমি বীজাপুরই যাব।

ঘোড়পুরে। তা হলে মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করো না।

বীরা। বাবা! বাবা!

বীরাবাঈ পিতার মৃতদেহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, ঘোড়পুরে তাহাকে ধরিয়া উঠাইল।

শ্যামলী। বীরা!

বীরা। শ্যামলি, দেখ্ দেখ্, তোর শিবাজীর কীর্ত্তি দেখ্!

শ্যামলী মাথা নীচু করিল।

ঘোড়পুরে। চল মা! বিলম্বে বিপদের সম্ভাবনা।

বীরা। কিন্তু পিতার সৎকার?

ঘোড়পুরে। পিতার মৃতদেহের ওপর মায়া করে পিতৃহন্তার উপর

প্রতিশোধ নেবার সুযোগ হারিয়ো না মা! ভুল না, ভুল না মা, তোমাকে প্রতিশোধ নিতে হবে!

শ্যামলী। কে তুমি বৃদ্ধ, নারীকে পিশাচী করে তুলতে চাও?

ঘোড়পুরে তাহার দিকে একবারমাত্র চাহিল। কোন কথা বলিল না। একরকম জোর করিয়াই বীরাবাঈকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

বীরা। শ্যামলি, আর নয়—তোর কথা আর নয়।

শ্যামলী দৌড়াইয়া গিয়া বীরাবাঈয়ের হাত ধরিল।

শ্যামলী। তোমায় আমি বীজাপুর যেতে দোব না। সেখানে তুমি আশ্রয় পেতে পার, কিন্তু সেখানে গিয়ে যা হারাবে, তা আর কখনো ফিরে পাবে না। বিজাপুর তুমি যেয়ো না, বীরা!

ঘোড়পুরে। কি আপদ! প্রাণরক্ষার কোন উপায় ত আর দেখতে পাচ্ছি না!

বীরা। ছেড়ে দাও শ্যামলি, আমার জীবন-দেবতাকে তাড়িয়েছ, আমার পিতাকে হত্যা করিয়েছ, এইবার তোমার শিবাজীর কাছে আমার চরম লাঞ্ছনা দেখবার জন্যই বুঝি আমাকে এখানে ধরে রাখতে চাও!

শ্যামলী হাত ছাড়িয়া দিয়া সেখানেই বসিয়া পড়িল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ঘোড়পুরে বীরাবাঈকে লইয়া চলিয়া গেল। ধীরে ধীরে শিবাজী প্রবেশ করিলেন। কিছুকাল কেহ কোন কথা কহিলেন না। শ্যামলী চক্ষু মুছিয়া অনেকক্ষণ অবধি চাহিয়া চাহিয়া শিবাজীকে দেখিল। তারপর ধীরে ধীরে শিবাজীর কাছে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

শিবাজী। কে তুমি মা?

শ্যামলী। কোন পরিচয় নেই মহারাজ। জাবলী-অধিপতি আশ্রয় দিয়ে কন্যার মত পালন করেছেন। আজ সেই স্নেহের নীড়ও আপনি ভেঙ্গে দিলেন! কিন্তু—তবু—আমার অভিযোগ নেই, কোন অভিযোগ নেই, মহারাজ।

শিবাজী। তুমি আমাকে তিরস্কার করবে না? এই হত্যার জন্য আমাকে দায়ী করবে না?

শ্যামলী। না মহারাজ।

শিবাজী। তিরস্কার কর মা, তিরস্কার কর। আমার অপরাধের বোঝা হাল্কা করে দাও!

শ্যামলী। আপনি মহারাজ শিবাজী?

শিবাজী। হাঁ। আমি—শিবাজী, রক্তে-মাংসে গড়া শিবাজী, পাষাণও নই—রাক্ষসও নই—মানুষ-শিবাজী!

শ্যামলী। কিন্তু এই হত্যার কি প্রয়োজন ছিল?

শিবাজী। ছিল মা, খুবই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে প্রয়োজন ছিল কার?—রাজা-শিবাজীর; মানুষ-শিবাজীর নয়। রাজা শিবাজী তার কর্ত্তব্য পালন ক'রে, তার ঈপ্সিত লাভ ক'রে যত খুশী হয়েছে, মানুষ-শিবাজীর বুকে ঠিক তত বেদনাই জমে উঠেছে। রাজা-শিবাজী কারু মুখের কোন রূঢ় কথা কখনো সইতে পারে না; কিন্তু মানুষ-শিবাজী আজ চায় যে, তার অপরাধের বোঝা হাল্কা করবার জন্য কেউ তাকে তিরস্কার করুক।

তানাজী প্রবেশ করিলেন।

তানাজী। মহারাজ!

শিবাজী। দেখ মা, মানবীর সান্নিধ্যে রাজার খোলসের ভিতর

থেকে যে মানুষ-শিবাজী বেরিয়ে এসেছিল, তা কেমন করে সঙ্কুচিত হয়ে আবার আত্ম-গোপন করে। কি তানাজী!

তানাজী। যারা বাধা দিয়েছিল, তাদের বন্দী করা হয়েছে।

শিবাজী। দুর্গরক্ষার ব্যবস্থা করে রায়গড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হও। আজই আমাদের যাত্রা করতে হবে। হাঁ, বীরবর চন্দ্ররাওয়ের সৎকারের আয়োজন কর, তাঁর পরিজনবর্গের অভাব-অভিযোগের দিকে সর্ব্বদাই যেন দৃষ্টি রাখা হয়। শুনেছিলুম চন্দ্ররাওয়ের একটি কন্যা আছেন। তিনি কোথায় মা? তিনি কি জীবিত নেই?

শ্যামলী নীরব রহিল

শ্যামলী। সে বিজাপুরে চলে গেছে।

শিবাজী। বিজা-পু-র!

শ্যামলী। বাজী ঘোড়পুরে……

শিবাজী। কার নাম করলে মা?

শ্যামলী। বাজী ঘোড়পুরে—একটু আগে—দুর্গের গুপ্তপথ দিয়ে তাকে বিজাপুর নিয়ে গেছে।

শিবাজী। আ-আ! বিশ্বাসঘাতক এই বাজী ঘোড়পুরে মহারাষ্ট্রের ভাগ্যাকাশে রাহুর মত উদিত হয়ে প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের অনিষ্ট সাধন করছে। তানাজী! বিলম্বের আর অবসর নেই, পলায়িত ঘোড়পুরের অনুসরণ কর, তাকে বন্দী করা চাই-ই!

তানাজী প্রস্থান করিলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিজাপুর-দরবার। সিংহাসনে বেগম উপবিষ্ট।
অমাত্যগণ নীরব

বেগম। আপনাদের সকলকেই নীরব দেখে আমার মনে হচ্ছে, বিজাপুরে সত্যই বীর নেই। সুলতান আদিল শার সঙ্গেই বিজাপুর তার শেষ বীর হারিয়েছে।

আফজাল খাঁ। বিজাপুর বীরশূন্য নয় বেগমসাহেব।

বেগম। নয় যে, তা কেমন করে বুঝব আফজাল খাঁ। সামান্য এক জায়গীরদারের পুত্র অসভ্য একদল মাওলা নিয়ে দুর্গের পর দুর্গ বিজাপুরের অধিকার থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর দূরদর্শী, যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ বিজাপুরী সৈন্যাধ্যক্ষগণ হয় পঙ্গুর মত রাজধানীতে বসে রয়েছেন, নয় তার বিক্রম সইতে না পেরে পালিয়ে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করছেন।

রণদুল্লা খাঁ। যুদ্ধে জয়-পরাজয় দু-ই আছে বেগমসাহেব।

বেগম। তা জানি রণদুল্লা খাঁ। কিন্তু প্রকৃত বীর যে, সে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসে শত্রুকে নিশ্চিন্তে রাজ্যধ্বংসের অবসর দেয় না—পরাজয়ের কলঙ্ক-কালিমা শত্রুর রক্ত দিয়ে সে ধুয়ে মুছে ফেলে। দশ সহস্র সৈন্য নিয়েও আমরাও যে পরাজয় বরণ করে নিলেন, তার জন্য দুঃখিত হলেও আমি হতাশায় ভেঙ্গে পড়িনি। আমার সকল আশা লোপ পেয়েছে তখনই, যখন আমি দেখেছি বিজাপুরের কোন অমাত্য, কোন সৈন্যাধ্যক্ষ, বিজাপুরের এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে এতটুকু আগ্রহও প্রকাশ করেন নি।

মুরারপন্ত। কিন্তু শিবাজীর সঙ্গে বিরোধ কি আমরা সকলে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি?

আফজাল খাঁ। শিবাজীর প্রতি হিন্দুর পক্ষপাতিত্ব থাকা সম্ভব; সুতরাং হিন্দু-অমাত্যেরা বলতে পারেন শিবাজীর সঙ্গে সন্ধিস্থাপনই বিজাপুরের পক্ষে মঙ্গলজনক। কিন্তু বিজাপুরে মুসলমান প্রজাও আছে, বাহুতে তাদেরও শক্তি আছে। তারা চায় যে দস্যু-শিবাজীকে শাস্তি দিয়ে বিজাপুর আত্ম-সম্মান রক্ষা করুক।

মুরারপন্ত। মার্জ্জনা করবেন বেগমসাহেব। মুরারপন্ত বিজাপুরের কল্যাণ-কামনায় অপ্রিয় সত্য বলতে বাধ্য হয়েছে।

আফজাল খাঁ। বিধর্ম্মীর কল্যাণ-কামনার ফলে বিজাপুরের কোন কল্যাণই সাধিত হবে না। যারা মুখে বিজাপুরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে, আর অন্তরে অন্তরে কামনা করে বিজাপুরের ধ্বংস, বিজাপুর তাদের হিতৈষণার অত্যাচার থেকে মুক্তি চায়, মুরারপন্ত।

মুরারপন্ত। আমরা এই হীন-উক্তির প্রতিবাদ করি বেগম-সাহেব।

বেগম। বিজাপুরের পরম দুর্ভাগ্য যে, তার এই দুর্দ্দিনে অমাত্যগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে উঠেছেন। আফজাল খাঁ বয়সে নবীন। বিজাপুর হিন্দুর কাছে কত ঋণী, তা তিনি জানেন না। বিজাপুরের বিপদ দেখে তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। আশা করি হিন্দু অমাত্যগণ এই উক্তির জন্য তাঁকে মার্জ্জনা করবেন।

শ্রান্ত ক্লান্ত ঘোড়পুরে কোনমতে বীরাবাঈকে বহন করিয়া সভায় প্রবেশ করিল

ঘোড়পুরে। বেগমসাহেব!

বেগম। এ কি মূর্ত্তি আপনার বাজীসাহেব।

ঘোড়পুরে। চন্দ্ররাওয়ের শেষ অনুরোধ রক্ষা করেছি বেগমসাহেব। মৃত্যুকালে সেই মহাপ্রাণ বলে গেলেন, তাঁর এই মাতৃহীনা কন্যাকে আপনার আশ্রয়ে রাখতে। আপনি একে আশ্রয় দিন বেগমসাহেব।

বেগম। চন্দ্ররাও বিজাপুরের জন্যই আত্মদান করেছেন, তাঁর কন্যাকে আশ্রয়দান আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রতিহারিণি!

প্রতিহারিণি পিছন হইতে আসিয়া অভিবাদন করিল

বেগম। খাসমহাল! (বীরার প্রতি।) যাও মা! তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত। বিশ্রাম অন্তে আবার আমার দেখা পাবে।

ঘোড়পুরে। শিবাজী-উপক্রুতা এই বালিকার কিছু নিবেদন আছে বেগমসাহেব।

বেগম। আমরা তা শুনতে প্রস্তুত।

ঘোড়পুরে। (বীরাবাঈকে) বেশ ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে বল মা। মনে রেখ, তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে, যদি শিবাজীর সয়তানী বুঝিয়ে দিতে পার।

বীরাবাঈ। বেগমসাহেব! সম্মুখ-যুদ্ধে নয়, গুপ্তঘাতক দিয়ে শিবাজী আমার পিতাকে হত্যা করিয়েছে।

বেগম। তা শুনে আমরা অত্যন্ত বেদনা অনুভব করছি মা।

ঘোড়পুরে। বেগমসাহেব! শিবাজীর নৃশংসতার ফলে এই সরলা বালা আজ সর্ব্বস্বহারা। একে আশ্রয় দেবার কেউ নেই।

বীরাবাঈয়ের কাছে অগ্রসর হইয়া

বল, ভালো করে গুছিয়ে বল, চোখের জল ফেলতে ফেলতে বল।

বীরাবাঈ। সংসারে আপন বলতে আমার আজ কেউ নেই বেগমসাহেব—শিবাজী সব কেড়ে নিয়েছে।

কাঁদিয়া উঠিল

ঘোড়পুরে। বেগমসাহেব, ও শুধু আশ্রয় চাইতেই আসেনি—ও চায় ওর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে!

বীরাবাঈ। অসহায় বলে এ অত্যাচারও আমাকে সইতে হবে? সাহায্যের কোন আশা কোথাও নেই ব'লেই আজ আপনার কাছে এসেছি অনেক আশা নিয়ে। আমি চাই—পিতৃহত্যার প্রতিশোধ। আপনি আমাকে আশ্রয় দিলেন, কিন্তু শিবাজীকে শাস্তি দেবার প্রতিশ্রুতি যে এখনও পেলুম না।

আফজাল খাঁ। সে প্রতিশ্রুতি আমি দিচ্ছি বালা!

বেগম। অমাত্যগণ! পিতৃহারা, অভাগী এই হিন্দুকন্যার দিকে একটি বার চেয়ে দেখুন। নিরপরাধিনী এই কুমারী শিবাজীর কোন অপকারই কখনো করেনি, কিন্তু শিবাজী একে পথের ভিখারিণী ক'রে ছেড়ে দিয়েছে; স্বধর্ম্মী বলে আশ্রয়টুকুও দেয় নি। একে দেখুন আর মনে মনে ভাবুন শিবাজীর শক্তিক্ষয় করতে না পারলে বিজাপুরের পুরস্ত্রীদেরও সে হয় ত একদিন এম্নি ভিখারিণী করে ছেড়ে দেবে, আশ্রয় প্রার্থনা করে তাদেরও হয় ত একদিন এম্নি ক'রে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে হবে।

আফজাল খাঁ। বেগমসাহেব! গোলামের ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা করবেন। বিজাপুরের বয়স্ক বিচক্ষণ অমাত্য ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ যুক্তি-জাল থেকে কখনো মুক্তি পাবেন না। প্রবীণ তাঁরা—পাকা বুদ্ধির দম্ভ নিয়েই থাকুন। আমায় আদেশ করুন বেগমসাহেব, আমি বিদ্রোহী শিবাজীকে বেঁধে এনে বিজাপুরে উপস্থিত করি।

বেগম। তাহলে প্রস্তুত হও আফজাল খাঁ! প্রয়োজনমত পদাতিক, অশ্বারোহী, ধনুকধারী, গোলন্দাজ সৈন্য আর প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তুমি শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযান কর।

আফজাল খাঁ। আশীর্ব্বাদ করুন বেগমসাহেব, যেন ধূর্ত্ত শিবাজীকে বন্দী ক'রে নিয়ে আসতে পারি।

বেগম। সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি জয়যুক্ত হও বীর! [বীরার প্রতি] শিবাজীকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা হলো, এবার তুমি বিশ্রাম করতে পার।

তৃতীয় দৃশ্য

রায়গড় প্রাসাদের একটি কক্ষ

শিবাজী বেগে প্রবেশ করিলেন

শিবাজী। মা! মা!

জিজাবাঈ প্রবেশ করিলেন। শিবাজী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। জিজাবাঈ তাঁহার চিবুক স্পর্শ করিলেন

জিজাবাঈ। আফজাল খাঁকে শাস্তি দিয়ে ফিরে এসেছিস্ শিব্বা?

শিবাজী অধোবদনে রহিলেন

ভবানী-প্রতিমা চূর্ণ করে এখনো সে জীবিত?

জিজাবাঈ শিবাজীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া

দেখি...দেখি! তাও কি সম্ভব? না, না—পরাজয় কাকে বলে আমার শিব্বা তা জানে না।

শিবাজী। মা আমরা এখনো যুদ্ধ করি নি।

জিজা। যুদ্ধ করনি! অথচ তুলাজাপুরে আফজাল খাঁ মা-ভবানীর বিগ্রহ চূর্ণ করেছে—নিরীহ নর-নারীদের হত্যা করেছে—

শিবাজী। শুধু তুলাজাপুরই নয় মা, পুরন্দরপুরও পাষণ্ডদের অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পায়নি।

জিজা। আর মহারাজ শিবাজী? তিনি কি করছেন? হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করবার জন্য যিনি সর্ব্বস্ব পণ করেছেন, তিনি? নিজেকে নিরাপদ রাখবার জন্যে সৈন্যদের এগিয়ে দিয়ে তিনি মায়ের অঞ্চলে এসে আশ্রয় নিয়েছেন।

শিবাজী। মা, এত কঠোরও তুমি হতে পার? তোমার শিব্বার ওপর কি তোমার এতটুকুও বিশ্বাস নেই!

জিজা। কিন্তু শত্রু যখন সর্ব্বস্ব ধ্বংস করে এগিয়ে আসছে…

শিবাজী। বিশ্বাস কর মা, তোমার শিব্বা তখন নিশ্চিন্ত আলস্যে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে না। সারারাত দুর্গম পথ বেয়ে ছুটে এসেছি। আবার এখনই প্রতাপগড়ে যেতে হবে। মা, তোমার পায়ের ধুলো না নিয়ে কোন কাজেই যে আমি অগ্রসর হতে পারি না, তা ত তুমি জান।

জিজা। কিন্তু আফজাল খাঁ…

শিবাজী। আফজাল খাঁর সঙ্গে এখন যুদ্ধ করে' আমরা শক্তি ক্ষয় করতে পারি না, মা!

জিজা। সে কি শিব্বা! হিন্দুকে এত বড় আঘাত সে করল, আর মারাঠার হিন্দু-নরপতি মহারাজ শিবাজী…

শিবাজী। আফজাল খাঁ সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠিয়েছে। প্রতাপগড়ে সে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

জিজা। বিষয়ী আফজাল খাঁ সন্ধির প্রস্তাব করেছে, আর বিজিত শিবাজী তাই সত্য বলে মেনে নিয়েছে!

শিবাজী। আফজাল খাঁ জানে যে, দুর্গ সে দু' একটা জয় করেছে বটে, কিন্তু চিরদিন তার অধিকারে রাখতে পারবে না। কিন্তু যে শক্তির সাধনা মহারাষ্ট্র আজ করছে তাতে সিদ্ধি লাভ করলে, এমন অত্যাচার মহারাষ্ট্রকে আর সইতে হবে না।

তানাজী প্রবেশ করিলেন

তানাজী। মহারাজ!

শিবাজী। প্রতাপগড়ের সংবাদ পেয়েছ?

তানাজী। প্রতাপগড়ে সবই প্রস্তুত মহারাজ।

শিবাজী। তা'হলে চল, আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

তানাজী। কৃষ্ণাজী ভাস্কর একবার মা-ভবানীকে প্রণাম করে যেতে চান মহারাজ। আর মায়ের কাছেও তাঁর কি যেন বলবার আছে।

শিবাজী। বেশ! তুমি তাঁকে এখানে নিয়ে এস!

তানাজী প্রস্থান করিলেন

মা! কৃষ্ণাজী ভাস্কর একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, আফজাল খাঁর দূত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এসেছেন! তোমাকে বড় ভক্তি করেন।

জিজাবাঈ মন্দিরে উঠিয়া গেলেন। শ্যামলী প্রবেশ করিল

শ্যামলী। বাবা!

শিবাজী। বল মা, কি বলতে চাও। চন্দ্ররাওয়ের কন্যার কথা আমি ভুলিনি, মা। আমি তাকে উদ্ধার করবই!

শ্যামলী। কিন্তু বাবা, আফজাল খাঁর সঙ্গে সন্ধি করবেন ?

শিবাজী। তাতে ক্ষতি কি ?

শ্যামলী। হিন্দুর এত বড় সর্ব্বনাশ সে করলে !

শিবাজী। হিন্দু নিজেই হিন্দুর সর্ব্বনাশ করছে, এ কথাটা আমরা যত ভুলে যাচ্ছি, ততই বিধর্ম্মীর প্রতি আমাদের আক্রোশ বেড়ে উঠছে। আফজাল খাঁ হিন্দুর মিত্র নয়,—শত্রু; কিন্তু বন্ধুর বেশে যারা শত্রুতা করছে, তাদেরও যে আমরা ভাই বলে বুকে টেনে নিতে চাইছি! আর সন্ধি ত শত্রুর সঙ্গেই করতে হয় শ্যামলী !

জিজাবাঈ তাম্রপাত্রে নির্ম্মাল্য লইয়া আসিয়া শিবাজীর মাথায় দিলেন। এবং পাত্রটা শ্যামলীর হাতে দিলেন— শ্যামলী চলিয়া গেল

শিবাজী। মা ! তোমার এই আশীর্ব্বাদ আমায় চিরজয়ী ক'রে রেখেছে বলেই ত যেখানে থাকি এক একবার ছুটে আসি।

তানাজী প্রবেশ করিলেন

তানাজী। কৃষ্ণাজী এসেছেন মহারাজ !

কৃষ্ণাজী প্রবেশ করিলেন

শিবাজী। আসুন কৃষ্ণাজী !

কৃষ্ণাজী একটু দাঁড়াইয়া ভবানী-মন্দিরে গিয়া প্রণাম করিয়া নামিয়া আসিলেন। জিজাবাঈ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

কৃষ্ণাজী। সন্তানকে অপরাধী করলে মা !

জিজাবাঈ। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ আমার শিব্বাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

কৃষ্ণাজী। কিন্তু মা ! ব্রাহ্মণ বলে নিজের পরিচয় দেবার অধিকার ত আমার নেই। বিধর্ম্মীর কাজে আমি দেহ-মন সকলই অর্পণ করেছি। আমার পরিচয় যদি তুমি পাও মা, তাহলে ঘৃণায় তুমি মুখ ফিরিয়ে

নেবে, তোমার শিষ্য আমায় কুকুরের মতো হত্যা করবে। কিন্তু আমি পারি না, তোমার পুত্র-হত্যার নিমিত্তভাগী হতে।

শিবাজী। বল ব্রাহ্মণ, কি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তুমি!

কৃষ্ণাজী। না বলে যেতে পারলুম না…গ্লানি আর চেপে রাখতে পারলুম না। আফজাল খাঁ শিবাজীর সঙ্গে দেখা করতে চায় সন্ধির কামনায় নয়, তাকে হত্যা করবার অভিপ্রায়ে।

শিবাজী। ব্রাহ্মণ, আপনি নিশ্চিন্তে প্রতাপগড়ে যেতে পারেন। শিবাজী আত্মরক্ষা করতে অসমর্থ নয়। কিন্তু আমার সকল সর্ত্ত যেন রক্ষিত হয়। আফজাল খাঁ মাত্র দুইজন রক্ষী রাখতে পারবেন, আমিও ততোধিক রক্ষী সঙ্গে নোব না।

জিজাবাঈ। ব্রাহ্মণ!

কৃষ্ণাজী। আর ব্রাহ্মণ নয়,—বিশ্বাসঘাতক। মারহাঠার এই নবোদিত সূর্য্যকে রাহুর কবলে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হলো না। তাই বিশ্বাসঘাতকতা করলুম। ঘৃণা যদি কর মা, তার সঙ্গে যেন এতটুকু অনুকম্পাও মেশানো থাকে।

কৃষ্ণাজী প্রস্থান করিলেন

শিবাজী। বিশ্বাসঘাতক এই আফজাল খাঁকে আর অতিথি বলে মনে করবার কোন কারণ নেই, তানাজী। প্রতাপগড়ে গিয়ে গোপনে তুমি প্রতি পর্ব্বত-শিখরে সৈন্য সমাবেশ করবে, প্রতি গিরিপথে কৃতান্তের মত অপেক্ষা করবে মারহাঠা সৈন্য আফজাল-বাহিনীকে গ্রাস করতে। দুর্গ থেকে যখনি আমি সাঙ্কেতিক তোপধ্বনি করব, তখনি তোমরা আফজাল খাঁর সৈন্যদের আক্রমণ করবে। পালাবার পথও তারা খুঁজে পাবে না। তুমি অগ্রসর হও তানাজী।

তানাজী জিজাবাঈ ও শিবাজীকে প্রণাম করিলেন

হ্যাঁ, তানাজী! আমার বর্ম্ম, বাঘনখ, আর বিছুয়া সঙ্গে নিয়ো।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রতাপগড়ের দুর্গপাদমূলে শিবির। আকাশে কালো কালো মেঘ জমিয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছে। আফজাল খাঁ, ঘোড়পুরে, কৃষ্ণাজী, সৈয়দ বান্দা এবং আর দুইজন রক্ষী দণ্ডায়মান

আফজাল। কৃষ্ণাজী! দেখতে পাচ্ছেন, দস্যুবৃত্তি ক'রে শিবাজী কি সম্পদ সঞ্চয় করেছে। মণিমুক্তাখচিত এই শিবির, বিলাসের এই বহুমূল্য উপকরণ! এমন সম্পদ হয় ত বিজাপুরেও নেই।

কৃষ্ণাজী। এমন সম্পদ যদি কারুর না থাকে খাঁ সাহেব, তা'হলে আপনাকে মানতেই হবে, শিবাজী দস্যু নন। কেন-না অন্থের এ সম্পদ না থাকলে, দস্যুবৃত্তি দ্বারা শিবাজী তা সংগ্রহ করতে পারতেন না।

আফজাল। কিন্তু একটা দস্যুর এ সম্পদে কোন অধিকার নেই।

ঘোড়পুরে। সে দস্যুর জীবন-প্রদীপ ত আজই নির্ব্বাপিত হবে খাঁ সাহেব। তারপর এ সবই আপনার সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াবে।

আফজাল। বাজীসাহেব!

ঘোড়পুরে। আদেশ করুন।

আফজাল। সেই হিন্দুকুমারী! তার মিনতিভরা ছল ছল আঁখি দুটি আজও মনে পড়ছে।

ঘোড়পুরে। বড় ভালো মেয়ে সে।

আফজাল। কিন্তু অনাথা! দস্যু শিবাজীই তাকে ভিখারিণী করেছে।

ঘোড়পুরে। হাঁ, খাঁ সাহেব। তার পিতাকে হত্যা করেছে, তার প্রণয়ীকে কেড়ে নিয়েছে।

আফজাল। প্রণয়ী।

ঘোড়পুরে। হাঁ, খাঁ সাহেব। শিবাজী তাকে ডাকাতের দলে ভর্ত্তি করে নিয়েছে। রাজপুত্রের মত চেহারা।

আফজাল। অসামান্যা সুন্দরী সেই কুমারীর প্রণয় লাভ করবার সৌভাগ্য নীচ হিন্দু-কুলোদ্ভব কখনোই অর্জ্জন করতে পারে না, বাজীসাহেব।

ঘোড়পুরে। তাই ত ও-বংশের অনেক মেয়েই মুসলমানকে পতিরূপে বরণ করে নিয়েছে।

কৃষ্ণাজী। দুর্য্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে খাঁ সাহেব!

আফজাল। কিন্তু শিবাজীর আসবার কোন লক্ষণই ত দেখা যাচ্ছে না, কৃষ্ণাজী!

কৃষ্ণাজী। শিবাজী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না খাঁ সাহেব।

আফজাল। মেঘগুলোর কি দ্রুত গতি!

ঘোড়পুরে। বজ্রের কি বিকট শব্দ।

কৃষ্ণাজী। সমস্ত প্রকৃতি যেন ক্ষেপে উঠেছে।

আফজাল। কেন এমন হলো, কৃষ্ণাজী?

কৃষ্ণাজী। দেবতার রোষানল আকাশ চিরে বেরিয়ে আসছে।

আফজাল। কৃষ্ণাজী। শিবাজীর দুর্গে গিয়ে বলে আসুন, যে আসতে অধিক বিলম্ব করলে আমি এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাব।

কৃষ্ণাজী প্রস্থান করিলেন।

ঘোড়পুরে। আঁধার যেমন নেমে আসছে, দুর্য্যোগ যেমন ঘনিয়ে উঠছে, তাতে এখানে বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়, খাঁ সাহেব।

আফজাল। বিপদের ভয় আফজাল খাঁ করে না বাজীসাহেব।

কিন্তু একটা দস্যুর আগমন-প্রতীক্ষায় এতক্ষণ অপেক্ষা করা আমি অপমানজনক মনে করি। আচ্ছা বাজীসাহেব।

ঘোড়পুরে। অনুমতি করুন!

আফজাল। সেই হিন্দু-কুমারী—

ঘোড়পুরে। হাঁ, বীরাবাঈ তার নাম।

আফজাল। শিবাজীকে যখন বন্দী করে নিয়ে যাব, তখন খুবই খুশী হবে সে?

ঘোড়পুরে। শিবাজীর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই ত সে বেঁচে আছে।

কৃষ্ণাজী প্রবেশ করিলেন

আফজাল। এরই মাঝে ফিরে এলেন, কৃষ্ণাজী!

কৃষ্ণাজী। দূরে শিবাজীর শিবিকা দেখেই আমি ফিরে এসেছি খাঁ সাহেব।

আফজাল। শিবিকা!

কৃষ্ণাজী। মণিমুক্তাখচিত শিবিকা, বিশজন বাহক তা কাঁধে নিয়ে দুর্গ থেকে নেমে আসছে।

আফজাল। দস্যুর এই ঔদ্ধত্য অসহ্য কৃষ্ণাজী!

ঘোড়পুরে। বন্দী করে বিজাপুর নিয়ে যাবার সময় উটের পিঠে চিৎ করে ফেলে রাখব।

কৃষ্ণাজী। কিন্তু আজ কী দুর্য্যোগ।

ঘোড়পুরে। দুর্য্যোগ মারহাঠাদের। আজ তাদের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হবে।

আফজাল। কৃষ্ণাজী!

কৃষ্ণাজী। বলুন খাঁ সাহেব।

আফজাল। ওই যে দূরে তিনজন লোক আসছে, ওরাই কি শিবাজীর দল?

কৃষ্ণাজী। খাঁ সাহেব ঠিকই অনুমান করেছেন।

আফজাল। কিন্তু দেখতে ত ওরা একেবারে সাধারণ লোকের মত! ওর মাঝে শিবাজীও আছে?

কৃষ্ণাজী। আছেন বৈ কি খাঁ সাহেব। ওই যে আজানুলম্বিত বাহু, আয়তোজ্জ্বল চক্ষু, দৃঢ়তাব্যঞ্জক অধর—উনিই মহারাজ শিবাজী।

আফজাল। বলুন দস্যু-শিবাজী!

ঘোড়পুরে। যদি জানতে পায়, যদি চিনতে পারে আমি ঘোড়পুরে! নাঃ, কখনো ত দেখেনি, চিনবে কি করে? ঘোড়পুরে! সিংহের গহ্বরে মাথা ঢুকিয়েছে, এখন প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে হয়।

আফজাল। কৃষ্ণাজী, ওরা এসে পড়েছে, ওদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসুন। প্রস্তুত থেকো তোমরা। যদি প্রয়োজন হয় দ্বিধা বোধ করো না।

আফজাল খাঁ মকোপরি বসিলেন। ঘোড়পুরে আরো পিছনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কৃষ্ণাজী অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। শিবাজী প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে রঘুনাথ আর রণরাও। শিবাজী কিছুদূর আগাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কৃষ্ণাজী। আসুন, মহারাজ।

শিবাজী। কৃষ্ণাজী!

কৃষ্ণাজী। আজ্ঞা করুন মহারাজ।

শিবাজী। আমাদের সঙ্গে যে সর্ত্ত ছিল, আপনারা তা রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করেননি; সুতরাং আমরা আপনাদের সঙ্গে কোনরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারি না।

কৃষ্ণাজী। আপনি যেরূপ অনুমতি করেছিলেন…

শিবাজী। আপনি তা করেন নি। কথা ছিল, আফজাল খাঁ মাত্র দুই জন দেহরক্ষী নিয়ে আসবেন, আমিও তাই করব। সপ্তম ব্যক্তি থাকবেন কেবল আপনি। আপনাদের কথায় বিশ্বাস করে আমি মাত্র দুই জন সঙ্গী নিয়ে এসেছি। খাঁ সাহেব দেখছি আমাদের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নি। অতিরিক্ত ওই দুটি লোক এখানে থাকতে পারবে না, কৃষ্ণাজী।

গোড়পুরে। যাক্ বাঁচা গেল বাবা! যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! ছুরির মতই যেন দেহে বিঁধছে।

কৃষ্ণাজী আফজাল খাঁর নিকটে গেলেন

কৃষ্ণাজী। সর্ত্ত সেইরূপই ছিল খাঁ সাহেব।

আফজাল খাঁ হস্তের ইঙ্গিতে গোড়পুরে ও সৈয়দ বান্দাকে সরিয়া যাইতে বলিলেন। শিবাজী অগ্রসর হইয়া আফজাল খাঁ যে মঞ্চের উপর বসিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্ব নিম্নস্তরে পা দিয়া কহিলেন

শিবাজী। খাঁ সাহেব! তুলাজাপুর ও পন্দরপুর জয় করেও যে আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের অভিপ্রায়ে আপনি প্রতাপগড় অবধি এসেছেন, তার জন্য আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ।

শিবাজী আর এক ধাপ উচ্চে উঠিলেন।

দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে উভয় পক্ষেরই লোকক্ষয় অনিবার্য্য; সুতরাং আমরাও আপনাদের বন্ধুত্ব কামনা করি।

শিবাজী আর এক ধাপ উচ্চে উঠিলেন।

আসুন খাঁ সাহেব, মৈত্রীর নিদর্শনস্বরূপ আমাদের প্রথম সাক্ষাতের এই শুভ মুহূর্ত্তে আমরা পরস্পরে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হই !

শিবাজী আর একধাপ অগ্রসর হইয়া মঞ্চোপরি উঠিলেন এবং আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিয়া দিলেন। আফজাল খাঁ বামহাতে শিবাজীর কণ্ঠ চাপিয়া ধরিলেন।

এ কি ! খাঁ সাহেব।

আফজাল। কাফের তোমার ধৃষ্টতার শাস্তি গ্রহণ কর।

আফজাল খাঁ ডান হাত দিয়া তরবারি কোষমুক্ত করিয়া শিবাজীর বক্ষে আঘাত করিলেন। আঘাত বর্ম্মে লাগিয়া ঝনাৎ করিয়া উঠিল। শিবাজী আঘাত সামলাইয়া লইয়া আফজালের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

শিবাজী। বিশ্বাসঘাতক !

শিবাজী বাঘনখ ও বিছুয়া অস্ত্র আফজাল খাঁর পেটে ও কাঁধে বসাইয়া দিলেন।

আফজাল খাঁ। হত্যা, হত্যা !

চেঁচাইতে চেঁচাইতে পড়িয়া গেলেন

শিবাজী। রণরাও !

শিবাজী হস্ত প্রসারিত করিলেন। রণরাও তাঁহার হাতে তরবারি দান করিলেন। সৈয়দ বান্দা শিবাজীকে আঘাত করিবার জন্য উন্মুক্ত তরবারি লইয়া লাফাইয়া আসিল।

সৈয়দবান্দা। কাফের !

শিবাজী বল্লম ছুড়িয়া মারিলেন। সৈয়দবান্দা পড়িয়া গেল।

সৈয়দবান্দা। খুন করলে।

আফজালের রক্ষীরা পলায়ন করিল। শিবাজী আফজালের বুকে তরবারি বসাইয়া দিলেন

এম্নি করেই শিবাজী বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দেয়, আফজাল খাঁ।

শিবাজী নীচে লাফাইয়া পড়িলেন

রণরাও, সাঙ্কেতিক তূর্য্যনাদে তানাজীকে জানিয়ে দাও আফজল খাঁ নিহত।

রণরাও তূর্য্যধ্বনি করিল সঙ্গে সঙ্গে
রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল

ওই তানাজী তার অজেয় সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। চল রণরাও মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করে আমরা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। একটিও বিজাপুরী সৈন্য যেন না প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারে। জয় মা ভবানী!

সকলে। জয় মা ভবানী! জয় মা ভবানী!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শায়েস্তা খাঁ-অধিকৃত পুণার মারহাঠী-প্রাসাদের একটি কক্ষে বাঈজীরা নাচ-গান
করিতেছে, শায়েস্তা খাঁর পারিষদরা তা উপভোগ করিতেছে। সেই
কক্ষের উত্তরে আর একটি কক্ষের স্ফটিকদ্বার রুদ্ধ। সেই রুদ্ধ
দ্বার খুলিলে গবাক্ষ দিয়া দূরের পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত
প্রান্তর ও পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যায়। নৃত্যগীত
করিতে করিতে একে একে বাঈজীরা
প্রস্থান করিতে লাগিল
পারিষদরা চঞ্চল
হইয়া উঠিল

বাঈজীদের গান

রঙীন নেশার গান শোনাব, আজকে তোমার কানে কানে।
প্রাণের কাছে আনব টেনে, বে-দরদী চোখের টানে॥
নীল আকাশে চাঁদনী দোলে,
গোলাপ-কুঁড়ি অধর খোলে,—
হৃদয়-বীণায় যে তান বাজে,
মন জানে আর পীতম্ জানে॥
সুখের বাসা বুকের ডালায়—
সাজব তোমার বাহুর মালায় ;—
চপল আঁখি ললিত লীলায়, রইবে চেয়ে মুখের পানে॥

(গান শেষ করিয়া বাঈজীরা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল)

প্রথম পারিষদ। এমন কথা তো ছিল না সুন্দরীরা!

দ্বিতীয়। রোশনাই আসমান আঁধার করে এক একটি তারা যে খসেই পড়ছে।

তৃতীয়। মাইরি ভাই, ওরা না থাকলে অন্ধকারে পথ হাতড়ে পাবো না।

১ম। ওদের আটক কর।

২য় ও ৩য়। পথ তো ছেড়ে দোব না সুন্দরী!

পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।
শায়েস্তা খাঁ প্রবেশ করিলেন, সকলে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। বাঈজীরা এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল

শায়েস্তা খাঁ। এই কি আমোদের সময়? সম্রাট্ হুকুমের পর হুকুম পাঠাচ্ছেন শিবাজীকে ধরে নিয়ে দিল্লী যেতে, সেনাপতির পর সেনাপতি পাঠাচ্ছেন পার্ব্বত্য এই দাক্ষিণাত্যে। সম্রাটের আদেশ আমাদের পালন করতে হবে। আমোদের অবসর নেই।

প্রথম। হুজুর যে ভাবে দুর্গের পর দুর্গ জয় করছেন, তাতে শিবাজীকে মাথাশুদ্ধ ধরা দিতেই হবে।

দ্বিতীয়। আর কটা দুর্গই বা বাকী আছে?

শায়েস্তা খাঁ। কিন্তু কি চতুর এই শিবাজী! আজ অবধি আমাদের একটাও যুদ্ধ দিল না।

প্রথম। দেবে কি করে বলুন! শায়েস্তা খাঁ সেনাপতি, সৈন্যরা মুঘল—ভয় পাবে না?

দ্বিতীয়। আমি শুনেছি সে আর পুণার কাছেও ঘেঁসবে না। মুঘল সমগ্র মহারাষ্ট্র জয় করলেও সে বাধা দিতে আসবে না—পর্ব্বতে

প্রান্তরে বা অরণ্যে মাওলা অসভ্যদের সঙ্গে তাঁবুতে তাঁবুতে রাজগিরি করবে।

তৃতীয়। আর আসলে লোকটা সেই রকমই। সম্রাটের খেয়াল, তাই এই বর্ষার দিনে সেনাপতিকে দিল্লী থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন এই জলা-জংলায়!

প্রথম। কিন্তু হুজুর, এই শিবাজী ত আমাদের যুদ্ধে মারবে না, মারবে আমোদ করতে না দিয়ে। দিবারাত্র যদি হাতিয়ার হাতে নিয়ে বসে থাকতে হয় প্রভুর শুভাগমনের অপেক্ষায়, তাহলে প্রাণপাখী খাঁচাছাড়া হয়ে যাবে না কেন!

শায়েস্তা খাঁ। শিবাজীকে তোমরা জান না। যে কোন মুহূর্তেই এসে সে আমাদের আক্রমণ করতে পারে। তাই আমাদের সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা দরকার।

দ্বিতীয়। সৈন্যরা ত প্রস্তুতই রয়েছে হুজুর। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ দশ হাজার সৈন্যসহ নিজে সিংহগড়ের পথ আগলে রয়েছেন। পুণার সকল পথই সুরক্ষিত। শিবাজী যদি পুণা আক্রমণ করতে চায়, তাহলে আগে যশোবন্ত সিংহকে পরাজিত করতে হবে। আর তাও যদি হয়, মহারাজ যদি পরাজিত হন, তাহলেও শিবাজী পুণায় পৌঁছুবার আগে একটা খবর অন্তত আমরা পাবো।

তৃতীয়। তাই আমরা বলছিলুম হুজুর—

প্রথম। আর একটু নাচগান করলে হয় না?

তৃতীয়। হুজুর অনুমতি করুন।

শায়েস্তা খাঁ। ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ। তা যুদ্ধের জন্য যখন তোমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, তখন দেহ ও মন পটু রাখা চাই বই কি!

প্রথম পারিষদ লাফাইয়া উঠিল

প্রথম। সাধে কি হুজুরের কাজে আমরা জান কবুল করি !

শায়েস্তা খাঁ। কিন্তু সরাব-টরাব এনো না যেন।

দ্বিতীয়। না, না, সরাব-টরাব নয়—নৈশায় মশগুল হয়ে পড়লে সময় থাকৃতে শিবাজীর আগমন-সংবাদ পাওয়া যাবে না। আর সংবাদ পেলেও, যুদ্ধ বা পলায়ন কোনটাই তেমন যুৎসই হয়ে উঠবে না।

৩য়। ওহে মিছে ভয়। শিবাজী যদি চতুরই হবে, তাহলে কি আর সিংহের গহ্বরে মাথা গলাতে আসবে !

১ম। হুজুর যদি অনুমতি করেন ত বলি—

২য়। বড় জলো জলো বোধ হচ্ছে।

৩য়। হুজুর অনুমতি করুন।

শায়েস্তা খাঁ। তোমরা যা হয় কর—আমি চল্লুম। আমার বড় ঘুম পাচ্ছে।

শায়েস্তা খাঁ উঠিয়া গেলেন। সংবাহক সুরা আনিয়া দিল। নাচ-গান চলিতে লাগিল। পারিষদরা সুর পান করিতে লাগিল।

কাঁকন ফেলে এসেছি হায়,
নদীর ঘাটে মনের ভুলে।
বাঁশের বাঁশী বাজলো যখন,
অমনি যে প্রাণ উঠলো দুলে॥
যে জন কাঁকন কুড়িয়ে এনে—
পরিয়ে দেবে হাতটি টেনে—
যৌবন মোর লুটিয়ে দেব, তার চরণে পরাণ খুলে॥

১ম। বাবা শিবাজী, তুমি পাহাড়-পর্ব্বতে ঝোপে-জঙ্গলেই থাক

বাবা। আমরা দেহ আর মন পটু রাখবার জন্য নিত্য এই রকম ফুর্তি করি।

২য়। আর যদি নেহাৎই একবার তোমায় পুণায় আসতে হয়, তাহলে আগে খবর পাঠিয়ে এসো।

৩য়। কিন্তু বাবা, এখন যদি এসে পড়ে?

১ম। এখন এলে ভড়কে যাবে। মারহাঠার মদ্দা-মেয়েই তারা দেখেছে, দিল্লীর এই সুন্দরীদের নয়ন-বাণে একেবারে ঘায়েল হয়ে পড়বে।

২য়। কিন্তু লোকটা শুনেছি বড় কড়া-রকমের—এসেই চাঁপিয়ে কাটে, দুটো মিঠে কথাও বলে না।

১ম। এসে কি আমাদেরই আর দেখা পাবে! আমরা এই পরীদের ডানায় চেপে উধাও হয়ে যাব। কি ভাই, তোমরা যে সব চুপ মেরে গেলে! হুজুর অনুমতি দিয়ে গেছেন, সারারাত চালাও।

কুঙ্কুমে আজ ঘুম ভেঙেছে, শ্যামের সাথে খেলব হোরী।
　　শিউলিফুলি কাপড় ছেড়ে,
　　　　ডালিমফুলি বসন পরি॥
মন-কুসুমে রং গুলেছি, সরম ভরম সব ভুলেছি
　　তোমার রাঙা হাসির রংযে—
　　　　পিচকারী আজ দাও না ভরি॥

পুনরায় নৃত্য সুরু হইল। দ্বিতীয় পারিষদ উঠিয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। তৃতীয় তাহাকে ধরিয়া ফেলিল

৩য়। এই বদ্‌রসিক, বেতমিজ...রস-ভঙ্গ করে কোথায় যাও, চাঁদ?

১ম। কোথায় যাও?

২য়। হুজুরের হুকুমটা সকলকে শুনিয়ে আসি—আজ সারারাত ফুর্ত্তি চলবে।

১ম। হাঁ বাবা, সারারাত···কাফেরের এই বাড়ীর ঘরে-ঘরে আজ হুরী-পরীদের জলসা জমে উঠুক।

দ্বিতীয় প্রস্থান করিল। নৃত্য শেষ হইয়া গেল

৩য়। এস সুন্দরীরা গলা ভিজিয়ে নাও।

১ম। লজ্জা কিসের? কুলবধূ তোমরা যে নও, তা আমরাও জানি, তোমরাও জান।

৩য়। তোমরা সঙ্গে এসেছ বলেই ত প্রাণটা হাতে নিয়েও আমোদ করতে পারছি।

১ম। আর প্রাণ আমাদের যাবেই যখন, তখন শিবাজীর বাঘনখের আঘাতে না গিয়ে তোমাদের বাহুর চাপে আর দশনাঘাতেই তা যাক। এস, এস সুন্দরীরা!

পারিষদরা বাঈজীদের টানিয়া কাছে বসাইল এবং
সকলে মিলিয়া সুরা পান করিতে লাগিল।
দ্বিতীয় পারিষদ প্রবেশ করিল

২য়। কি বাবা, এরই মাঝে নেতিয়ে পড়লে। ঘরে ঘরে হুজুরের হুকুম শুনিয়ে এলুম।

১ম। শুনে সব কি করলে?

২য়। দাঁড়াও বাবা, গলাটা একটু ভিজিয়ে নি।

৩য়। হাঁ, হাঁ, এই নাও···এখন বল।

২য়। আমার মুখের কথা শেষ হতে-না হতে বাঈজীদের ডাক পড়ল, তারা এল, তাদের ওড়না আকাশে উড়ল, তাদের কাঁচুলি দুলে উঠল, ঘাঘড়া উঠল ফুলে। ঘরে ঘরে দেখে এলুম হুরী-পরীদের জলসা।

১ম। এই! মিছে কথা।

৩য়। আমাদের বোকা পেয়েছিস? আমাদের বুদ্ধি নেই?

২য়। শুধু বুদ্ধিই যে নেই তা নয়—মাথায় দুটো করে চোখও নেই...ওই দেখ না—

স্ফটিকের দ্বারে নৃত্যরতা নর্ত্তকীদের ছায়া পরিষ্কার হইয়া উঠিল

৩য়। আরে বাঃ বাঃ, আমরাই কি চুপ করে থাকব! সুন্দরীরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়।

১ম। এই চুপ! ওরা নেচে নেচে হায়রাণ হোক, তারপর আমাদের আসর জমবে। আমরা ততক্ষণ সিরাজী ওই সুরা আর এই সুন্দরীদের অধর-সুধা উপভোগ করি।

স্ফটিকের দ্বারে প্রতিফলিত নৃত্য দেখা যাইতে লাগিল। নূপুরের শব্দে ভাসিয়া আসিতেছিল—এঘরের প্রমত্ত নরনারীরা তাহারই তালে তালে অঙ্গ দোলাইতেছিল। সহসা একটা আর্ত্তনাদ শোনা গেল। নর্ত্তকীদের নাচের ছন্দ ভাঙ্গিয়া গেল। তাহাদের পলায়নপর মূর্ত্তির ছায়া দ্বারে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। এ ঘরের নরনারীরা ভীত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

১ম। কি বাবা, এমন করে তাল কেটে গেল কেন?

বহুলোক। (অন্যঘরে) দস্যু, দস্যু! সামাল! সামাল!

২য়। ও কিরে বাবা!

নরনারী এক জায়গায় জড়ো হইল

রণরাও। পবিত্র এই প্রাসাদকে তোরা নরকে পরিণত করেছিস।

তোদের আর পরিত্রাণ নেই। প্রাণ দিয়ে তোদের এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে!

ক্ষটিকের দ্বারে প্রতিবিম্ব দেখা গেল, সৈনিকেরা তরবারির আঘাত করিতেছে

৩য়। কেটে ফেল্লে, টুকরো টুকরো করে কেটে ফেল্লে!

সকলে মুখ ঢাকিল, নর্ত্তকীরা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল

শায়েস্তা খাঁ। (অন্তঘরে) দস্যু শিবাজী! এই নিশীথ আক্রমণের প্রতিফল পাবে!

২য়। ওই হুজুরের কণ্ঠস্বর! আর ভয় নেই।

বহুলোক। (অন্তঘরে) হুজুর, হুজুর!

শায়েস্তা খাঁ। (অন্তঘরে) যারা প্রাণ বাঁচাতে চাও, তারা আমার অনুসরণ কর।

পালাও, পালাও।

২য়। পালাও, পালাও।

নরনারী দ্রুত দ্বারের দিকে গেল

তানাজী। (অন্তঘরে) পলায়িত শায়েস্তা খাঁর অনুসরণ কর।

নরনারীরা ফিরিয়া আসিল

৩য়। মারহাঠারা পথ অবরোধ করেছে।

২য়। ঐদিকে, ঐদিকে চল!

অন্য দ্বারের কাছে গিয়া ফিরিয়া আসিল

১ম। এ দিকেও মারহাঠা দস্যু।

বেগে একদল মারহাঠা সৈনিক প্রবেশ করিল। উভয় পার্শ্ব হইতে তানাজী, রঘুনাথ ও মারহাঠা সৈনিকগণের প্রবেশ

তানাজী। স্তব্ধ হও কুকুরের দল।

বাইজীরা চীৎকার করিয়া দৌড়াইয়া গেল

প্রথম পারি.। আমরা কি বন্দী?

তানাজী। হাঁ, মহারাজ শিবাজীর বন্দী তোমরা!

দ্বিতীয় পারি.। কি! এত বড় স্পর্দ্ধা। জান আমাদের সেনাপতি স্বয়ং শায়েস্তা খাঁ।

অন্ত ঘরের গোলমাল থামিয়া গিয়াছে

রঘুনাথ। তোমাদের সেনাপতি হাতের একটী আঙ্গুল রেখে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়েছেন। এতক্ষণ তিনি হয়ত আমেদা-নগরের পথে।

পারিষদরা নতজানু হইয়া কহিল

পারিষদগণ। রক্ষা কর, আমাদের রক্ষা কর।

স্ফটিকের দ্বার খুলিয়া শিবাজী প্রবেশ করিলেন, পিছনে রণরাও এবং সৈনিকগণ

শিবাজী। যাও কাপুরুষের দল, তোমাদের শিবিরে গিয়ে বল যে শায়েস্তা খাঁ পলায়িত, শিবাজী পুণা অধিকার করতে এসেছে।

পারিষদরা মুক্তি পাইয়া পলায়ন করিল

রণরাও, দেখ ত দূরে পাহাড়ে পাহাড়ে মশালের আলো দেখা যায় কি না?

রণরাও পশ্চাতের জানালার কাছে গেল

রণরাও। মহারাজ, পার্ব্বত্য পথ দিয়ে প্রজ্জ্বলিত মশাল নিয়ে অসংখ্য সৈন্য চলা-ফেরা করছে। বাপুজী আর নেতাজী হয়ত মহারাজের অপেক্ষা করছেন।

শিবাজী। দেখ ত রণরাও, মুঘল-সৈন্য পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে কি না?

রণরাও। মহারাজ, যথার্থই অনুমান করেছেন। মুঘল বাপুজী আর নেতাজীকে আক্রমণ করবার জন্য তীরবেগে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের মশালের আলোকে সমস্ত শহর আলোকিত হয়ে উঠেছে।

শিবাজী। দেখ ত আর কিছু দেখতে পাও কি না?

রণরাও। সর্ব্বনাশ হলো মহারাজ! বাপুজী আর নেতাজী পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছেন। তাঁরা পর্ব্বত-শিখরে, অরণ্যের ভিতরে সৈন্যশ্রেণী সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

শিবাজী। বেশ! রণরাও, আমরা এখন নিশ্চিন্ত!

রণরাও। কিন্তু বাপুজী আর নেতাজী যে এখুনই মুঘল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হবেন। আদেশ করুন মহারাজ, আমি তাদের সাহায্যার্থ গমন করি।

শিবাজী। তার কোন প্রয়োজন নেই রণরাও! মুঘল যখন পাহাড়ে গিয়ে উঠবে তখন দেখতে পাবে যে, প্রজ্বলিত ওই মশাল নিয়ে একটি মারহাঠাও সেখানে নেই।

রণরাও। সেনাপতিবিহীন মুঘলকে বাধা দান করতে কি মারহাঠারা অক্ষম মহারাজ, যে, এবারও তারা পলায়ন করবে!

শিবাজী। সময় উপস্থিত হলে পিছন দিক থেকে আমরা মুঘল-সৈন্য আক্রমণ করব। কিন্তু এখন নয়, এখন নয়, রণরাও! পাহাড়ে ঐ যে মশাল দেখছ, ও মারহাঠার মশাল নয়। গো-মহিষের শৃঙ্গে শৃঙ্গে মশাল বেঁধে দিয়ে পাহাড়ের পথে পথে তাদের তাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। তোমারই মত মুঘল ভাবছে মারহাঠা সৈন্যেরা পুণা আক্রমণ করছে। তাই তারাও ছুটে চলেছে। কিন্তু পাহাড়ে যখন তারা পৌছুবে, তখন জলে জলে মশাল সব নিভে যাবে—মুঘল একটি মারহাঠারও

সন্ধান সেখানে পাবে না। যেমনটি হবে বলে আশা করেছিল, তেমনটি না দেখে মুঘল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে। সেই অবসরে বাপুজী আর নেতাজী মুঘল-সৈন্য আক্রমণ করবে। আর তখনই রণরাও! আমরা পিছন দিক থেকে মুঘলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।

রণরাও। মহারাজ মুঘল, প্রায় পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁচেছে।

শিবাজী। ভবানীর নাম নিয়ে এবার চল রণরাও।

মারহাঠা সৈন্যগণ। জয় মা ভবানী!

দ্বিতীয় দৃশ্য

একটি কুটীরের বহিঃপ্রাঙ্গণ। কুটীরের ভিতরে ভজন গান চলিতেছে। শিবাজী ও তানাজী প্রবেশ করিলেন।

শিবাজী। পুনায় এসে ওই মহাপুরুষের চরণ দর্শন না করে আমি ফিরব না, তানাজী। তুমি তার ব্যবস্থা কর।

রামদাস। (কুটীরাভ্যন্তর হইতে) জয় রঘুপতি!

শিবাজী। ওই শোন তানাজী।

তানাজী। শুনেছি মহারাজ···এ তাঁরই কণ্ঠস্বর। মহারাষ্ট্রের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি সর্ব্বত্র মানুষের আবেদন নিয়েই তিনি ফিরছেন।

শিবাজী। আর তারই ফলে হাজার হাজার বীর এসে আমার পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে। ওই দেবতার চরণ দর্শন না করে আমি ফিরব না, তানাজী। তুমি তার ব্যবস্থা কর।

তানাজী কুটীরের অঙ্গনের দিকে চলিয়া গেল।

রামদাস কুটীর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সঙ্গে এক সেবক। তার এক হাতে তাঁর গৈরিক পতাকা—আর এক হাতে ভিক্ষাভাণ্ড—পিছনে তানাজী।

রামদাস। জয় রঘুপতি!

শিবাজী অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রামদাস তাঁহার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কিছুকাল চাহিয়া রহিলেন।

পেয়েছি…পেয়েছি…সারা মহারাষ্ট্র সন্ধান করে মানুষের মত মানুষ আজ পেয়েছি।

শিবাজী। যদি কৃপাচক্ষে দেখেছেন, তাহলে চলুন, রাজধানীতে গিয়ে হিন্দুর আত্ম-প্রতিষ্ঠার এই যজ্ঞে ঋত্বিকের আসন পরিগ্রহ করে আমায় ধন্য করুন।

রামদাস। রাজধানী, রাজা! রামদাস রাজধানীর ঐশ্বর্য্য সইতে পারে না। রাজধানী মানুষের মনুষ্যত্বকে নিঃশেষে গ্রাস করে তাকে বিলাসের, ঔদ্ধত্যের, স্বার্থপরতার, জীবন্ত প্রতীক করে তোলে।

শিবাজী। প্রভু, এ অধমকেও কি আপনি ওই কারণে অযোগ্য বলে মনে করছেন?

রামদাস। না রাজা, তুমি তার ব্যতিক্রম! তুমি রাজধানীতেই থাক কি পর্ব্বত-গহ্বরেই বাস কর, তোমার তেজঃপুঞ্জ সকল মলিনতা

গ্রাস করবে। কিন্তু তোমাকেও আমি বলে রাখি রাজা, রাজত্বের মোহ বড় ভয়ানক, সাধনার মহা বিঘ্ন। সর্ব্বদা সতর্ক থেকো।

শিবাজী। প্রভু, আমি নিজে যে তা কখনো অনুভব করিনি, তা নয়! তা করেছি বলেই ত আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। দৈন্য আসে, দৌর্ব্বল্য আসে, মোহ আসে বলেই ত আমি আশ্রয়প্রার্থী। একান্তই যদি রাজধানীতে যেতে আপনি অসম্মত, তাহলে আমাকে চরণে টেনে নিন—রাজা শিবাজী যদি মরেও যায়, মানুষ শিবাজী আপনার আশীর্ব্বাদে অমৃতের অধিকারী হবে।

রামদাস। রাজা, তুমি কি সত্য বলছ ?

শিবাজী। প্রভুর সঙ্গে পরিহাস করবার দুঃসাহস দাসের নেই।

রামদাস। রাজ্য, সম্পদ, প্রতিষ্ঠা, সমস্ত পরিত্যাগ করে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ফিরতে পারবে ?

শিবাজী একান্তে তানাজীকে

শিবাজী। তানাজী, লেখনী সংগ্রহ করে দানপত্র লিখে আন। পৃথিবীতে আমার যা-কিছু আছে, সবই আমি ওই দেবতার শ্রীচরণে অর্পণ করলুম।

কুটীরের ভিতর হইতে একটি লোক আসিয়া একখানি চৌকি রাখিল। রামদাস তাহাতে উপবেশন করিলেন। লোকটী পতাকা আর ভিক্ষাপাত্র হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যাও তানাজী, কালবিলম্ব করো না!

তানাজী। কিন্তু মহারাজ,……

শিবাজী। যাও, যাও বন্ধু।

তানাজী প্রস্থান করিলেন। শিবাজী গুরুদেবের পদতলে বসিলেন। রামদাস শিবাজীর মস্তকে হাত রাখিলেন।

রামদাস। বৎস, সন্ন্যাস বড় কঠোর ব্রত।

শিবাজী। কঠোর জীবন যাপনে দাস অভ্যস্ত।

তানাজী প্রবেশ করিয়া শিবাজীর হাতে দানপত্র অর্পণ করিলেন।

প্রভু! আদেশ করুন, দাস শ্রীচরণে অঞ্জলি দান করবে।

রামদাস। বেশ, তোমার যেরূপ অভিপ্রায়। ভিক্ষাপাত্র।

রামদাস হাত বাড়াইলেন। সেবক তাঁর হাতে ভিক্ষাপাত্র দান করিল।
শিবাজী দানপত্রখান তাহাতে অর্পণ করিলেন। তানাজী মাথা নত করিল।

শিবাজী। স্থাবর-অস্থাবর যা-কিছু আমার আছে, সর্ব্বস্ব আমি নিবেদন করছি—গ্রহণ করে আমায় ধন্য করুন।

রামদাস। রাজা!

শিবাজী। রাজা নই প্রভু, শ্রীচরণের দাস।

রামদাস। উত্তম। আমার অনুসরণ কর।

রামদাস আবার কুটীরের দিকে অগ্রসর হইলেন।
শিবাজী ও সেবক তাঁহার অনুগমন করিলেন।

তানাজী। মহারাজ, প্রভু, বন্ধু……

শিবাজী ফিরিয়াও চাহিলেন না। রামদাসের সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হইয়া
গেলেন। তানাজী ক্ষিপ্তের মত প্রাঙ্গণে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

তানাজী। কেন এ সন্ন্যাসীর কথা মহারাজকে বলেছিলুম…কেন সঙ্গে করে নিয়ে এলুম? এক মুহূর্ত্তে মহারাষ্ট্র কল্পনার সামগ্রী হয়ে গেল।

রণরাও প্রবেশ করিল।

রণরাও। আপনি এখানে? মহারাজ কোথায়? একি, আপনি অমন করছেন কেন! কি হয়েছে আপনার? মহারাজ কুশলে আছেন ত?

তানাজী। রণরাও! মারহাঠার আজ বড় দুর্দ্দিন। মহারাষ্ট্রকে যিনি মুক্তি দেবেন, মহারাষ্ট্রকে যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি আজ রাজ্য-সম্পদ সকলই এক সন্ন্যাসীর পায়ে নিবেদন করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন।

রণরাও। সন্ন্যাসী! এমন শক্তিমান সন্ন্যাসী কে সেনাপতি, মহারাজ শিবাজীকেও যিনি মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেল্লেন।

তানাজী। প্রভু রামদাস স্বামী!

রণরাও। আমায় দেখিয়ে দিন সেনাপতি, কোথায় সেই সন্ন্যাসী। আমি তাঁকে মহারাষ্ট্রের বাইরে রেখে আসব, তাঁকে বলব সন্ন্যাসে এ জাতির প্রয়োজন নেই।

শিবাজী (নেপথ্যে)। ভিক্ষাং দেহি।

তানাজী। ওই মহারাজের কণ্ঠস্বর। এই দিকেই আসছেন।

গৈরিক বাস পরিহিত শিবাজী ভিক্ষাভাণ্ড হাতে লইয়া কুটীর হইতে বাহির হইলেন।

রণরাও। অসহ্য!

তানাজী। চুপ, চুপ রণরাও।

শিবাজী ধীরে ধীরে তানাজীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন

শিবাজী। তানাজী, বন্ধু, সর্ব্বপ্রথমে তুমিই আমায় ভিক্ষা দাও।

তানাজী। রাজরাজেশ্বরকে ভিক্ষা দোব আমি!

শিবাজী। রাজা আর নই তানাজী—রাজা ওই কুটীরে, আমি পরিব্রাজক, ভিক্ষা দাও!

তানাজী। শিব্বা, বন্ধু.........

শিবাজীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তানাজী কাঁদিতে লাগিলেন

রণরাও। মহারাজ!

শিবাজী জবাব দিলেন না।

রণরাও। সেনাপতি!

তানাজী। কি রণরাও!

রণরাও। মহারাজকে জিজ্ঞাসা করুন তিনি আমার গোটাকয়েক প্রশ্নের জবাব দেবেন কিনা।

তানাজী। তুমিই জিজ্ঞাসা কর রণরাও!

তানাজী দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন

শিবাজী। কি রণরাও?

রণরাও। আমি জানতে চাই, এ অভিনয়ের অর্থ কি?

শিবাজী। অভিনয়!

রণরাও। অভিনয় নয়? দেশ, জাতি সব পড়ে রইল—আর আপনি জীবনের ব্রত ভুলে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, তাই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে?

শিবাজী। এই-ই প্রথম রাজা সন্ন্যাসী হলোনা, রণরাও। ভারতবর্ষের বহু রাজা সন্ন্যাস গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন! দেশ রইল, জাতি রইল, তাদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য রইলে তুমি, রইল তানাজী, রইল মারহাঠার অযুত বীরসন্তান…আর…আর রইলেন সর্ব্বশক্তিমান ওই দেবতা, যিনি দয়া করে আমায় আশ্রয় দিয়েছেন।

রণরাও। মহারাষ্ট্র যদি ওই সন্ন্যাসীকে রাজা বলে না মানতে চায়?

শিবাজী। বিদ্রোহ করুক। প্রভুর ইচ্ছায় রাজ-ভৃত্য শিবাজী পারবে সে বিদ্রোহ দমন করতে। তানাজী, ভিক্ষা দাও!

তানাজী। কি ভিক্ষা দোব, বন্ধু?

শিবাজী। তাহলে আমি চল্লুম পুরবাসীর দ্বারে দ্বারে। ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও!

শিবাজী ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন

রণরাও। সেনাপতি আদেশ দিন, উন্মত্ত রাজাকে আমি বন্দী করি। প্রজারা এই অবস্থায় যখন ওঁকে দেখবে, এই সংবাদ যখন মুঘল পাবে, তখন মহারাষ্ট্রকে যে আর রক্ষা করা যাবে না। আদেশ দিন।

তানাজী। আদেশ দেবার অধিকার আমার নেই, রণরাও। সে অধিকার যাঁর আছে, তিনি ওই কুটীরে!

শিবাজী। (নেপথ্যে) ভিক্ষা দাও।

রণরাও আর তানাজী মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল

তৃতীয় দৃশ্য

ঔরংজেব ও মহারাজ জয়সিংহ

ঔরংজেব। ভাইদের বিদ্রোহ আমায় যত না চিন্তিত করেছে মহারাজ, শিবাজীর সাফল্য তাই করেছে। আমি জানতুম যে, দারা, সুজা, মোরাদ সকলেই শক্তিহীন—কিন্তু শিবাজী দিনের পর দিন যে শক্তি সঞ্চয় করছে, তার সংঘাতে মুঘল-সাম্রাজ্য ভেঙে পড়াও অসম্ভব নয়। আর শিবাজী শুধু শক্তিমানই নয়, বুদ্ধিমানও বটে। শায়েস্তা খাঁ তার প্রকাণ্ড নির্ব্বুদ্ধিতা নিয়ে পুণায় জাঁকিয়ে বসে ছিল—আর শিবাজী শুধু চাতুরী করেই পুণা কেড়ে নিল।

জয়সিংহ। কিন্তু যুদ্ধ করলে বীর শায়েস্তা খাঁ শিবাজীকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারতেন—শিবাজী যুদ্ধই করল না।

ঔরংজেব। তার কারণ শিবাজী মূর্খ নয়। শায়েস্তা খাঁকে আমি বাঙলায় পাঠাচ্ছি মহারাজ। আর আপনাকে পাঠাতে চাই দাক্ষিণাত্যে। কি বলেন মহারাজ?

জয়সিংহ। সম্রাটের আদেশ, অমান্য করি এমন শক্তি আমার নাই, কিন্তু—

ঔরংজেব। ঔরংজেব স্পষ্ট কথা শুনতে ভালবাসে মহারাজ, মনের কথা স্পষ্ট করে প্রকাশ করুন।

জয়সিংহ। হিন্দুর বিরুদ্ধে হিন্দু হয়ে আমি…

ঔরংজেব। মহারাজ জয়সিংহ! মুঘল যাদের বন্ধু বলে গ্রহণ করেছে, তারাও কি হিন্দু-প্রীতি প্রকাশ করবার অবসর পাবে? আমার বিশ্বাস ছিল মহারাজ জয়সিংহ মুঘলের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিদ্রোহী হিন্দুদের দমন করতে দ্বিধাবোধ করবেন না। কিন্তু এখন দেখছি মহারাজ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নির্ভুল নয়।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা, হিন্দু-প্রীতি বশতই যে আমি শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযান করতে দ্বিধাবোধ করছি, তা সত্য নয়। মুঘল সাম্রাজ্যের কণ্টক দূর করবার জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত! আমি শুধু ভাবছিলুম লোকে কি বলবে? তারা বলবে হিন্দুই হিন্দুর সর্ব্বনাশ করছে।

ঔরংজেব। আপনি এই দুর্নামের ভয় করছেন, মহারাজ?

জয়সিংহ। অন্য ভয় জয়সিংহ জানেনা, জাঁহাপনা।

ঔরংজেব। আমি যখন পিতাকে কারারুদ্ধ করেছিলুম, তখন কিন্তু দুর্নামের ভয় করিনি। ভাইদের যখন শাস্তি দিয়েছি, তখনো নয়—কেননা কর্ত্তব্য আমায় পথ দেখিয়েছিল, যশলিপ্সা নয়। কর্ত্তব্যকে যদি পায়ে দলতে পারতুম, ধর্ম্মের আহ্বান যদি উপেক্ষা করতুম—তাহলে

দ্বিতীয় জগদীশ্বর আমিও হতে পারতুম, মহারাজ। আপনার কি মনে হয়?

জয়সিংহ। জাঁহাপনার দুর্নাম আমরা কখনো শুনিনি।

ঔরংজেব। কিন্তু আমি শুনেছি। থাক্ সে সব কথা। শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযান করতে আপনি কি তাহলে সম্মত নন?

জয়সিংহ। জাঁহাপনার আদেশ কখনো অমান্য করিনি—এখনও করব না।

ঔরংজেব। আপনি আমায় একটা কঠোর কর্ত্তব্যের দায়িত্ব থেকে রক্ষা করলেন, মহারাজ। হাঁ, যশোবন্ত সিংহ দাক্ষিণাত্যে আছেন; কিন্তু তাঁর ওপর আমার তেমন আস্থা নেই। দাক্ষিণাত্যে আপনার সঙ্গে যাবেন, সেনাপতি দিলীর খাঁ।

জয়সিংহ। তারও কি এই কারণ যে জাঁহাপনা আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন না?

ঔরংজেব। হিন্দু-প্রীতি আপনাকে মাঝে মাঝে দুর্ব্বল করে ফেলে,—দিলীর খাঁকে সেইজন্যই সঙ্গে পাঠাতে চাই।

জয়সিংহ। কিন্তু হিন্দুর পক্ষে হিন্দুর প্রতি একটা আকর্ষণ থাকা কি অপরাধ?

ঔরংজেব। অবশ্যই নয়। শিবাজীকে শাস্তি দেবার জন্যই যে আমি ব্যগ্র, এমন কথা মনে করবেন না, মহারাজ। আপনি যদি পারেন শিবাজীকে মুঘলের আধিপত্য স্বীকার করিয়ে নিতে, তা'হলে আমি তাকে পাঁচহাজারী মনসবদারী দিতে পারি। আর এ কাজে আপনি ছাড়া আর কেউ সাফল্য লাভ করবেন বলে আমার বিশ্বাস নেই।

জয়সিংহ। জাঁহাপনার অনুগ্রহ!

ঔরংজেব। মহারাজ তাহলে দাক্ষিণাত্য অভিযানের আয়োজন করুন। আমরা এখানে সাগ্রহে সেইদিনের জন্য অপেক্ষা করব, যেদিন শিবাজীকে আপনি এখানে নিয়ে আসবেন।

জয়সিংহ প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন।

মহারাজ জয়সিংহ!

জয়সিংহ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

আপনি যতদিন দাক্ষিণাত্যে থাকবেন, ততদিন কুমার রামসিংহ দরবারে উপস্থিত থেকে আমাদের আনন্দ বৃদ্ধি করবেন।

জয়সিংহ। সম্রাট!

ঔরংজেব। বলুন মহারাজ!

জয়সিংহ। সম্রাট কি স্পষ্ট কথা বলবেন না?

ঔরংজেব। আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি মহারাজ, ঔরংজেব স্পষ্ট কথাই বলে।

জয়সিংহ। সম্রাট কি আমায় অবিশ্বাস করেন না?

ঔরংজেব। আমাকে কি এই কথাই বিশ্বাস করতে বলেন মহারাজ যে, বার্দ্ধক্য বশত মহারাজ জয়সিংহও তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হারিয়েছেন? আপনাকে অবিশ্বাস করলে, আপনাকে দাক্ষিণাত্যে পাঠাতুম না; পাঠাতুম কাবুল বা কান্দাহার জয় করতে—জীবন নিয়ে যেখান থেকে আপনি ফিরে আসতে পারতেন না।

জয়সিংহ কুর্ণিশ করিয়া চলিয়া গেলেন। জয়সিংহ যে-দিকে চলিয়া গেলেন ঔরংজেব কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর একটু হাসিয়া বলিলেন।

রাজপুত চতুর, কিন্তু মুঘলও মূর্খ নয়।

দিলীর খাঁ প্রবেশ করিয়া কুর্ণিশ করিলেন।

এই যে দিলীর। দিলীর!

দিলীর। জাঁহাপনা।

ঔরংজেব। হিন্দুর বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, না দিলীর?

দিলীর। এত বড় একটা জাতি, এত বড় সভ্যতা গড়ে তুলেছিল!

ঔরংজেব। আর মুসলমান, দিলীর? জাতি হিসেবে খুবই ছোট? সভ্যতা তাদের কখনো ছিলনা, এখনও নেই—কেমন?

দিলীর। দাস সে-কথা বলেনি, জাঁহাপনা।

ঔরংজেব। দিলীর খাঁ তা অবশ্যই বলবেনা—কিন্তু জয়সিংহ বলতে পারে। মুখে না বল্লেও ভাবে ইঙ্গিতে তাই প্রকাশ করে। সামান্য একটা মারহাঠা জায়গীরদার শিবাজী, শুধু নাকি বুদ্ধির বলেই মুঘলকে বার বার পরাজিত করেছে। আমি এবার তাই দেখতে চাই, মুঘল সত্যই নির্ব্বোধ কিনা?

দিলীর। মুঘল যে নির্ব্বোধ, সে কথা কে বলেছে জাঁহাপনা?

ঔরংজেব। এক এক সময় আমারই তাই বলতে ইচ্ছে হয়, দিলীর। তোমাকে আমি দাক্ষিণাত্যে পাঠাতে চাই মহারাজ জয়সিংহের সহকর্ম্মীরূপে।

দিলীর। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ?

ঔরংজেব। তিনিও সেইখানেই থাকবেন। হিন্দুর মনে একটা ক্ষোভ রয়েছে, দিলীর। তাদের বিশ্বাস যে, সব থাকতেও তারা শুধু মুসলমানের চক্রান্তেই সর্ব্বস্ব হারিয়েছে। তাই যখনই কোথায় কোনমতে হিন্দুশক্তি এতটুকু প্রবল হয়ে ওঠে, তখনই তারা আশা করে সমগ্র ভারতবর্ষ নিয়ে আবার তারা ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবে। যশোবন্ত

সিংহ, জয়সিংহ, সকল রকমেই মনুষ্যত্ব হারিয়েছে—কিন্তু হিন্দুত্বের গরবটুকু আজও ছাড়তে পারেনি। শিবাজীর অভ্যুত্থান দেখে এরা ভাবছে হিন্দুরাজ্য বুঝিবা আবার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আমিও বলে রাখছি দিলীর, এদের দিয়েই আমি শিবাজীকে দমন করাব। এই জন্যই তোমাকে দাক্ষিণাত্যে যেতে হবে।

দিলীর। দিলীর চিরদিনই সম্রাটের আদেশ বিনাপ্রশ্নে পালন করেছে।

ঔরংজেব। তাইত জানতুম দিলীর। শায়েস্তা খাঁ, এনায়েৎ খাঁ…যাক দিলীর! মহারাজ জয়সিংহের সঙ্গে তুমি অবিলম্বে দাক্ষিণাত্যে যাও। শিবাজীর স্পর্দ্ধা আর বেড়ে উঠতে দিলে মুঘল সাম্রাজ্য বিপন্ন হবে।

দিলীর প্রস্থান করিলেন

হিন্দুর প্রতিষ্ঠা, মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র—ঔরংজেব জীবিত থাকতে নয়!

ঔরংজেব প্রস্থান করিলেন

চতুর্থ দৃশ্য

রামদাস স্বামীর কুটীর-প্রাঙ্গণ। রামদাস উপবিষ্ট। তানাজী পিছনে।
একজন শিষ্য পতাকা ও ভিক্ষাভাণ্ড লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।
নীচে জিজাবাঈ ও শ্যামলী বসিয়া আছেন।
তানাজী এবং রণরাও দণ্ডায়মান

রামদাস। বিশ্বাস কর মা, মহারাষ্ট্রকে শক্তিহারা করবার জন্য আমি তোমার পুত্রকে সন্ন্যাসে দীক্ষা দিই-নি। তোমার পুত্রের তপস্যায় মহারাষ্ট্রের শক্তিই বৃদ্ধি পাবে।

জিজাবাঈ। প্রভু! নারী আমি, সন্ন্যাসের মর্ম্ম অবগত নই, মহারাষ্ট্রের বীরসন্তান রণসাজ ত্যাগ করে, বৈরাগীর উত্তরীয় কাঁধে ফেলে ভিক্ষাভাণ্ড হাতে নিয়ে, সংসারের অনিত্যতা প্রচার করলে মহারাষ্ট্রের কতখানি হিত সাধিত হবে, তা অনুমান করে নেবার শক্তি আমার নেই। ভারতের অতীত ইতিহাস মনে মনে আলোচনা করে আমি দেখতে পেয়েছি প্রভু যে, সংসারের প্রতি, সম্পদের প্রতি, আসক্তি নয়—অনাসক্তিই—হিন্দুর এই শোচনীয় অধঃপতনের জন্য দায়ী।

রামদাস একটু হাসিলেন, তারপর বলিলেন

রামদাস। ভারতের ইতিহাসে তুমি কি শুধু দেখেছ মা বৈরাগ্যের প্রভাবে শক্তির অপচয়? ঐশ্বর্য্যের অনাচার দেখনি? তামসিকতার জড়তা দেখনি? মদ-মাৎসর্য্যের উচ্ছৃঙ্খলতা উদ্দামতা দেখনি? বৈরাগ্য বিরতি নয় মা, বৈরাগ্য মানুষকে খর্ব্ব করে না মা, বৈরাগ্য মানুষকে অতিমানব করে তোলে। মারহাঠায়, শুধু মারহাঠায় নয়, সমগ্র ভারতে একটি অতিমানব যেদিন আত্মপ্রকাশ করবে, সেদিন তার সকল দৈন্যের অবসান হবে। বিশ্বাস কর মা, তোমার পুত্র, আমার শিষ্য, মহারাষ্ট্রের

রাজা......ভবানীর বংশাবতংশ মহারাজ শিবাজীই সেই অতিমানবত্বের অধিকারী। সন্ন্যাস তার পক্ষে পুরুষোত্তম হবার সাধনা।

তানাজী। সে সাধনায় যতদিন তাকে সমাহিত থাকতে হবে, ততদিনে মহারাষ্ট্র সমাধি প্রাপ্ত হবে।

জিজাবাঈ। প্রভু, রাজা সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন শুনে প্রজারা হতাশ হয়ে পড়েছে ; শত্রুরা হয়েছে উল্লসিত। এতদিন যারা মহারাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য জীবন পণ করে মহারাষ্ট্রের সেবা করে এসেছে, শিব্বার সন্ন্যাস তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। শিব্বা যদি আর রাজধানীতে ফিরে না যায়, রাজদণ্ড আর যদি না গ্রহণ করে, তাহলে আপনার রাজ্যভার আপনিই গ্রহণ করুন। এ অবস্থায় আর একদিন থাকলে অরাজকতা এসে পড়বে।

রামদাস। মা, আমি সন্ন্যাসী, রাজধর্ম্ম অবগত নই। আমি রাজ্য-ভার গ্রহণ করলে সব দিকেই হয়ত বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

রণরাও। রাজ্য পরিচালনার শক্তি যদি না-ই থাকবে, তা'হলে মহারাজ শিবাজীর দান গ্রহণ করলেন কেন?

রামদাস ঈষৎ হাসিলেন

রামদাস। তোমাদের কাউকে দিয়ে দোব বলে। নেবে? তুমি নেবে? মা, তুমি?

জিজাবাঈ। সন্তান যার সন্ন্যাস নিয়েছে, রাজ্যের বিলাসে তার প্রয়োজন?

রামদাস। তা'হলে রাজ্যে কারুর কোন প্রয়োজন নেই? মহারাষ্ট্রকে রক্ষা করবার জন্য কোন মারহাঠাই এগিয়ে আসবে না? সারা মহারাষ্ট্রে শিবাজী ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই? উত্তম। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাহলে আমাকেই করতে হবে।

শিবাজী প্রবেশ করিলেন, হাতে তাঁর ভিক্ষাভাণ্ড। সকলে চিত্রাপিতের মতো বসিয়া রহিলেন। শিবাজী ধীরে ধীরে গিয়া রামদাস স্বামীর চরণে প্রণত হইলেন। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অন্য কাহারও দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না।

রামদাস। শিবাজী, তোমার সাধনায় আমি তুষ্ট হয়েছি। তুমি যে সত্যই রাজর্ষি, সে পরিচয় পেয়ে আমি বুঝেছি মহারাষ্ট্রকে তুমি প্রতিষ্ঠিত করবে। রাজ্যে ফিরে গিয়ে, আগেকার মতো রাজকার্য্য পরিচালনা কর।

শিবাজী। প্রভু, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু ইষ্টদেবতার পায়ে একবার যা নিবেদন করেছি, আবার তা কেমন করে গ্রহণ করব? রাজ্য, সম্পদ, কিছুই ত আমার নয়।

রামদাস। রাজ্য তোমার নয়, তা আমি জানি। মহারাষ্ট্র তার রাজার নয়, মহারাষ্ট্র সমগ্র জাতির। রাজার নয় বলেই তুমি রাজ্য কাউকে দান করতে পার না। মহারাষ্ট্র যেদিন বলবে যে, সে তার রাজাকে চায় না, সেইদিন রাজ্যভার ফেলে তুমি আমার কাছে চলে এসো। মনে রেখো, রাজগি তোমার বিলাস নয়—তোমার ধর্ম্ম।

শিবাজী। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।

শিবাজী রামদাসের পদপ্রান্তে প্রণত হইলেন। রামদাস তাঁহাকে উঠাইয়া বুকে টানিয়া লইলেন

রামদাস। কুটীরে গিয়ে রাজবেশ পরিধান করে এস।

শিবাজী। প্রভুর এই স্নেহের দানও সঙ্গে নেবার অধিকার আমার নেই?

রামদাস। অধিকার কেন থাকবে না বৎস। প্রয়োজন যখনই হবে, তখনই সন্ন্যাসীর এই বেশ আমি তোমায় পরিয়ে দোব।

শিবাজী কুটীরে চলিয়া গেলেন।

জিজাবাঈ। প্রভু, আমায় মার্জ্জনা করুন। আমি আপনার অভিসন্ধি বুঝতে না পেরেই আপনাকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেছিলাম।

রামদাস। শিবাজীর জননী শক্তিরূপিণী—সে তারই যোগ্য কাজ করেছিল। এমন মা না হলে কি অমন সন্তান হয়?

শিবাজী কুটীর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

এস বৎস।

রামদাস শিষ্যের হাত হইতে গৈরিক-পতাকাটি লইলেন

তোমার গৈরিক বেশ আমি গ্রহণ করেছি বলে দুঃখিত হয়ো না বৎস। তার পরিবর্ত্তে ত্যাগের নিদর্শন এই গৈরিক পতাকা তুমি ধারণ কর। এই গৈরিক পতাকা সর্ব্বদাই তোমায় কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়ে দেবে।

শিবাজী হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পতাকা গ্রহণ করিলেন।

শিবাজী। প্রভু, পবিত্র এই পতাকা বহন করবার শক্তি আমায় দিন।

রামদাস তাঁহার মস্তকে হাত রাখিলেন। শিবাজী পতাকা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শিবাজী। আজ থেকে ত্যাগ ও শক্তির প্রতীক এই গৈরিক পতাকাই হোক মহারাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা।

তানাজী এবং রণরাও অসি উন্মুক্ত করিয়া জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করিল। শ্যামলী ও জীজাবাঈ পতাকার উদ্দেশে প্রণত হইলেন।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিজাপুর দুর্গের অংশ। সখীরা নাচিতেছিল, গাহিতেছিল।
বীরা বসিয়াছিল। সখীদের গান।

আয় রূপসী, আয় ষোড়শী ; নাচবি যদি আয় ললিতা।
জ্যোছনাতে বয় নতুন হাওয়া, চকোর কোথায় গাইছে গীতা॥
চাঁদের কিরণ কুড়িয়ে নিয়ে, ফুলের পরাগ উড়িয়ে দিয়ে,
ঘোমটা খুলে দুলিয়ে বেণী, খুঁজব সবাই মনের মিতা।
ঘুম-সায়রে স্বপন-সাঁচা, মধুর দুটি নয়ন-পাখী—
গান-জাগানো নূপুরতালে, নীরব তানে উঠবে ডাকি—
ভোমরা-বঁধু যে-সুর সাধে, নাচব সখি তারই ছাঁদে,—
ঘুম-পরীদের রঙীন হাসি, ভুলিয়ে দেবে দুখের চিন্তা॥

বীরা। তোমরা যাও, আমায় একটু একলা থাকতে দাও।

মরিয়ম। রাতদিন কি এত ভাব তুমি!

বীরা। সে তোমরা বুঝবে না, মরিয়ম। আপন বলতে কেউ নেই, শিবাজী কাউকে রাখেনি।

মরিয়ম। তোমরা যাও।

সখীগণের প্রস্থান

যা হ'য়ে গেছে, তা ভুলে যাও। বেগমসাহেব তোমায় ভালবাসেন, স্বয়ং সুলতান তোমার জন্য পাগল, তোমার ভাবনা কি বিবিসাহেব!

বীরা। তুই শুতে যা মরিয়ম। সুলতানের কথা কখনো আর আমার কাছে বলিসনে।

মরিয়ম। তা কি পারি বিবিসাহেব! তিনি আমাদের প্রভু। তাঁর গুণগান করলে আমাদের যে সাতজন্মের পাপ ঘুচে যায়।

বীরা। নিজের ঘরে গিয়ে সেই গুণগান করুগে। আমায় আর বিরক্ত করিসনে।

মরিয়ম। কিন্তু বিবিসাহেব, সুলতানকে দেখলে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। শুনেছি মুঘল-বাদশাহের মাঝেও অমন সুপুরুষ কেউ নেই।

বীরা। তোদের সুলতানকে আমি দেখেছি মরিয়ম। সে সুন্দর, খুবই সুন্দর। আর জেনেছি সে শয়তান—শিবাজীর চেয়েও শয়তান।

মরিয়ম। ও-কথা মুখ দিয়ে আর বার করোনা, বিবিসাহেব। কেউ শুনে ফেল্লে রক্ষা থাকবে না।

বীরা। মরিয়ম?

মরিয়ম। কি বিবিসাহেব?

বীরা। আমায় তুই একটুখানি বিষ এনে দিতে পারিস?

মরিয়ম। তুমি সত্যি-সত্যিই রাগ করেছ। নাঃ! আমি শুতেই চল্লাম। চাঁদ ডুবু-ডুবু। অনেক রাত হয়েছে।

মরিয়ম উঠিয়া চলিয়া গেল।
আলি শাহ্ আসিয়া দরজার
কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইলেন

বীরা। কেন বিজাপুরে এসেছিলুম! শ্যামলি! তোর কথা কেন শুনলুম না।

বীরাবাঈ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গান সুরু করিল।

বিদায় বেলার চোখের জলে,
ভর্‌ব আমি ডালা।
সাঙ্গ হয়ে গেল এবার
ফুল কুড়ানোর পালা।
ফুল্ল ক'রে কাননভূমি
আবার যেদিন আসবে তুমি
তোমার গলায় দুলিয়ে দেবো
আমার বাহুর মালা॥
নীল আকাশে তারার কুসুম ফুট্‌ছে অনন্ত,
তারই মাঝে ঘুমোয় আমার প্রাণের বসন্ত,
আজকে নীরব চাঁদনী রাতে,
জোছনা কাঁদে আমার সাথে—
কাঁদ্‌ছে বাঁশী নেইকো আমার—
শ্যামের বংশীয়ালা॥

দেওয়ালের উপরে একটি মাথা দেখা গেল। বীরাবাঈ ভয়ে পিছাইয়া গেল

বীরা। এ কি! দেয়াল বেয়ে উপরে উঠে আসছে কে?

আলি শাহ্‌ আর একটু আড়ালে গিয়া দাঁড়াইলেন

রণরাও (নেপথ্যে)
বীরা!

বীরা কাঁপিয়া উঠিয়া বুক চাপিয়া ধরিল

বীরা। কে ডাকলে! সেই কণ্ঠ দিয়ে কে আমায় ডাকলে?

রণরাও! বীরা! আমি এসেছি। তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি, বীরা!

জানালা দিয়া সমস্তটি শরীর দেখা গেল।

বীরা। রণরাও!

রণরাও। হাঁ বীরা, আমি, আমি রণরাও! এস, বীরা, আমার সঙ্গে চল।

বীরা। কোথায় যাব?

রণরাও। তোমার পিতার দুর্গে।

বীরা। সে দুর্গ ত শত্রু অধিকার করে নিয়েছে।

রণরাও। শত্রু নয়, শত্রু নয় বীরা। দেবতার চেয়েও বড়, দেবতার চেয়েও উদার।

বীরা। যে তোমার আমার মাঝে একটা পাহাড়ের ব্যবধান সৃষ্টি করেছে—

রণরাও। সত্য নয়, তা সত্য নয়, বীরা!

বীরা। যে গুপ্তঘাতক দিয়ে আমার পিতাকে হত্যা করিয়েছে!

রণরাও। বীরা, অভাগী বীরা!

বীরা। যার জন্য এই পাপ-পুরীতে আশ্রয় নিয়ে আমায় নিত্য শত ঘৃণ্য প্রস্তাব শুনতে হচ্ছে, লম্পটের লালসা থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য অষ্টপ্রহর সজাগ থাকতে হচ্ছে!

রণরাও। আমার সঙ্গে এই পাপ-পুরী ত্যাগ করে চল বীরা! তোমার পিতার দুর্গ মহারাজ শিবাজী তোমারই জন্য রেখে দিয়েছেন!

বীরা। শিবাজীর কৃপা কুড়িয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না, রণরাও!

রণরাও। তাহলে চল তোমায় অন্য কোথাও নিয়ে যাই।

বীরা। রণরাও!

রণরাও। বেশী বিলম্ব করোনা বীরা। শত্রুপুরী, প্রহরীরা সজাগ, দেখে ফেল্লে আর ফিরে যাওয়া হবে না।

আলি শাহ্ বাহির হইয়া গেল এবং একটা বল্লম লইয়া ফিরিয়া আসিল

বীরা। কিন্তু তোমার সঙ্গে ত আমি যেতে পারি না, রণরাও!

রণরাও। আমার সঙ্গেও যেতে পার না!

বীরা। নারীকে তুমি কি মনে কর রণরাও? সে কি হৃদয়হীন, সখেরই পুতুল কেবল, যে, ইচ্ছামত তাকে প্রত্যাখ্যান করবে, ইচ্ছামত তাকে আদর জানাবে?

রণরাও। নারীকে আমি দেবী বলেই জানি, বীরা।

বীরা। মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা রণরাও। যদি তা সত্য হতো, তাহলে আজ তুমি আমার কাছে আসতে সাহসী হতে না। তুমি যাও, চলে যাও রণরাও, আমি এইখানে শত অসম্মানের জীবন যাপন করব, তবুও তোমার সঙ্গে যাব না।

রণরাও। অভিমান ত্যাগ কর, বীরা।

বীরা। একে অভিমান বলে আমার আর অপমান করোনা, রণরাও। এ অভিমান নয়, এ আমার নারীত্বের মর্য্যাদা।

রণরাও। ফিরে চলে যাব বীরা?

বীরা। যে-দাবী তুমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছ, ইচ্ছা করলেই কি আবার তা প্রতিষ্ঠা করতে পার? পার না, পার না, রণরাও!

বীরা সরিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল

রণরাও। হয়ত এ শাস্তি আমার প্রাপ্যই ছিল। কিন্তু তবুও বলে যাই বীরা, যদি কখনো প্রয়োজন হয়, যদি কখনো মার্জ্জনা করতে পার—তাহলে রণরাওকে স্মরণ করো। প্রথম মিলনের সেই মধুর-স্মৃতিটুকু বুকে নিয়ে সে তোমার জন্য অপেক্ষা করবে।

রণরাও নামিয়া গেল। আলি শাহ্ বর্শা ছুড়িবার উদ্যোগ করিল

বীরা। এ কি সুলতান ?

আলি শাহ্। বর্শার ডগায় একটা শিকার পড়েছে, হিন্দুবাঈ। একটু সবুর কর, তোমার পদতলেই উপহার দোব।

আলি শাহ্ লক্ষ্য স্থির করিল। বীরা আলি শাহ্‌কে জড়াইয়া ধরিল

বীরা। রক্ষা কর, রক্ষা কর !

আলি শাহ্ বর্শা ফেলিয়া দিল

আলি শাহ্। তোমারই কৃপায় কাফের প্রাণ লাভ করল। কিন্তু কি কোমল তোমার স্পর্শ !

বীরাবাঈ সুলতানকে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল

বীরা। সুলতান !

আলি শাহ্। বাইরের শীকারটা মাটি করে দিলে, আবার নিজেও তুমি ধরা দেবে না ! তাও কি হয় ? আমি তোমাকে চাই, তোমাকেই আমি চাই বীরা। মরিয়ম কি বলেনি. তোমার ওই রূপ কি আগুন জেলে দিয়েছে আমার অন্তরে !

বীরা। বিজাপুর-সুলতানের এই কি উচিত ব্যবহার ?

আলি শাহ্। নয় কেন ? শুনেছি তোমাদেরই শাস্ত্রে লেখে,ভূমি আর নারী বীরভোগ্যা !

বীরা। লজ্জা করে না কাপুরুষ, বীরত্বের কথা কইতে ? অসহায় এক নারীকে আশ্রয় দিয়ে তাকে যে অপমান করতে পারে, সে আবার বীর !

আলি শাহ্। অপমান করতে চাইনে বীরা, তোমাকে আমি সিংহাসনে বসাতে চাই, বিজাপুরের নূরজাহান করে রাখতে চাই।

বীরা। এখুনি এই কক্ষ পরিত্যাগ করুন সুলতান !

আলি শাহ্। কিন্তু তার আগে—

আলি শাহ্ বীরাবাঈয়ের দিকে অগ্রসর হইল।
বর্শা তুলিয়া লইয়া বীরা কহিল

বীরা। সাবধান সুলতান! মারহাঠার মেয়ে সত্যই অবলা নয়!

বেগম প্রবেশ করিলেন

বেগম। আলি শাহ্!

আলি শাহ্। মা!

আলি শাহ্ চলিয়া গেল, বীরাবাঈ বর্শা ফেলিয়া
দিয়া বেগমের পদতলে লুটাইয়া পড়িল

বেগম। এই পাপেই বিজাপুর গেল!

বেগম সেইখানে বসিয়া বীরাবাঈয়ের
মাথা কোলে তুলিয়া লইলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবাজীর দরবার—অমাত্যগণ সহ শিবাজী

শিবাজী। মুঘলের সঙ্গে আমাদের সর্ত্ত ছিল যে, সম্রাট ঔরংজেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবার জন্য আমাকে আগ্রা যেতে হবে না। বন্ধুগণ, আমি তারপর বিবেচনা করে দেখলুম যে, আমি একবার আগ্রা ঘুরে এলে ফল ভালই হবে।

পেশোয়া। কিন্তু ঔরংজেব ধূর্ত্ত, তাকে কি আমরা সম্যক্ বিশ্বাস করিতে পারি মহারাজ?

শিবাজী। পারি কি না, একবার পরখ করতে চাই পেশোয়া। বার বার মুঘলের সঙ্গে আমাদের সন্ধি হয়েছে। কিন্তু মুঘল

কোন সন্ধিরই মর্য্যাদা রক্ষা করেনি। আমি নিজে একবার দেখে বুঝে আসতে চাই মুঘলের শক্তি আসলে কোথায়।

পেশোয়া। মহারাজ! মহারাষ্ট্রের কেবল নয়, সমগ্র হিন্দুর, শিবরাত্রির সলতে আপনি। আপনাকে অবলম্বন করে হিন্দুর আশা-ভরসা বৰ্দ্ধিত হচ্ছে, হিন্দুর একটা ভবিষ্যৎ গড়ে উঠেছে। আগ্রা গেলে যদি আপনার কোন অমঙ্গল হয়, তাহলে ব্যক্তিগত ভাবে কেবল আমাদেরই ক্ষতি হবে না মহারাজ, সমগ্র হিন্দু জাতিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

যোদ্ধৃবেশে শম্ভাজী প্রবেশ করিল

শম্ভাজী। বাবা! আগ্রা যাবার জন্য আমি প্রস্তুত। এই দেখুন!

শিবাজী পুত্রের চিবুক স্পর্শ করিয়া বহুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন

শিবাজী। কর্ত্তব্যের আহ্বান জীবনে যখনই আসবে, তখুনি তার জন্য এম্নি প্রস্তুত থেকো, পুত্র। বন্ধুগণ! গুরুদেব এখন কোথায় তা আমার জানা নেই। সময়ে তিনি দাসকে দেখা দেবেন, এ বিশ্বাস যদিও আমার আছে, তবুও এখানকার সকল ব্যবস্থা আমি স্থির করে যেতে চাই। আমার অনুপস্থিতিকালে মায়ের আদেশ নিয়ে তোমরা রাজকার্য্য পরিচালনা করবে। আশা করি তোমাদের কারু এতে অমত থাকবে না।

পেশোয়া। জননী জিজাবাঈ অপত্যনির্ব্বিশেষেই প্রজা পালন করবেন।

শিবাজী। বিচার-বিভাগ সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন নেই। মুঘলের সঙ্গে যখন সন্ধি স্থাপিত, তখন আশা করা যায়, যুদ্ধ

আপাতত আমাদের করতে হবে না। কিন্তু তা না হলেও তানাজী, সমস্ত কিল্লাদারদের সর্ব্বদা সজাগ থাকতে বলো! বিজাপুর, গোলকুণ্ডা অথবা মুঘলই যদি কখনো কোন দুর্গ আক্রমণ করে, তাহলে যেন সম্যক্ অভ্যর্থনার ত্রুটি না হয়। নৌ-বহর সম্বন্ধে আমার বিশেষ বক্তব্য এই যে, ফিরিঙ্গিরা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে; সিদ্দিরাও বিরাট শক্তি সংগ্রহ করছে। মহারাষ্ট্র যেন দুয়ের প্রতিই সমান দৃষ্টি রাখে।

পেশোয়া। আগ্রায় মহারাজকে কতদিন থাকতে হবে?

শিবাজী। তা তো জানি না, পেশোয়া। মুঘল সাম্রাজ্যের ব্যাপার কি তাই-ই আমি ধারণায় আনতে পারি না। তারপর মুঘল বাদশার রাজধানী—মায়ার ফাঁদে যদি জড়িয়েই ফেলে, তাহলে ফিরে হয়ত নাও আসতে পারি। কি বল, শম্ভা!

শম্ভাজী। হাঁ বাবা, শুনেছি আগ্রার মানুষগুলো এত বড়লোক যে, তারা হাসুক আর কাঁদুক ঝুর ঝুর করে মুক্তোই ঝরে!

সকলে হাসিয়া উঠিল

আপনারা হাসছেন? শ্যামলী বলেছে, সে সব জানে।

শ্যামলি, শ্যামলি।

শম্ভাজী বাহির হইয়া গেল

শিবাজী। আগ্রায় আমি সাতজন সেনানী আর সহস্র সৈনিক সঙ্গে নোব। আশা করি তাদের অভাবে আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না।

পেশোয়া। আমার মনে হয় সঙ্গে আরো কিছু বেশী সৈন্য থাকা ভালো।

অনেকে। আমাদেরও তাই মনে হয়।

শিবাজী। আপনারা আমার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছেন। সৈন্য সঙ্গে নিচ্ছি শোভার জন্য, মহারাষ্ট্রের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, যুদ্ধ করবার জন্য নয়। মহারাষ্ট্রে একটিও সৈন্য অবশিষ্ট না রেখে যদি সমগ্র বাহিনী আমার সঙ্গে নিয়ে যাই, তা হলেই বা কি করতে পারি? মুঘল সৈন্য-বারিধির মাঝে মহারাষ্ট্র-বাহিনী বুদ্‌বুদের মতই যে মিলিয়ে যাবে।

পেশোয়া। কিছুতেই যেন মন চাইছে না মহারাজ, আপনাকে আগ্রায় পাঠাতে। যে সাম্রাজ্যের জন্য বাপকে বন্দী করেছে, ভাইদের হত্যা করেছে—সে কি না করতে পারে, মহারাজ?

শিবাজী। বাপ ছিল তার বৃদ্ধ পক্ষাঘাতে পঙ্গু; তার ওপর অত্যন্ত স্নেহশীল—ভাইদের মাঝে কেউ ছিল উদার, কেউ ছিল দুর্ব্বল। তাই ঔরংজেব তাদের সম্বন্ধে ও-ব্যবস্থা সহজেই করতে পেরেছে।

রামদাস প্রবেশ করিলেন

রামদাস। মহারাষ্ট্রের জয় হোক।

শিবাজী। গুরুদেব!

রামদাসের পদতলে প্রণত হইলেন। সমবেত সকলে প্রণাম করিল

রামদাস। এই আগ্রা-যাত্রাই মহারাষ্ট্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার সূচনা।

শিবাজী। তা'হলে এবার আপনার রাজত্ব আপনিই গ্রহণ করুন গুরুদেব! ভৃত্য আমি, আপনার আদেশ বহন করে নিশ্চিন্ত মনে আগ্রা যাত্রা করি।

রামদাস। বার বার একই ভুল কেন কর, বৎস। ও সিংহাসন আমারও নয়, তোমারও নয়,—সকল মারহাঠার। তোমার অবর্ত্তমানে

মারহাঠারাই করবে ওর মর্য্যাদা রক্ষা। স্বেচ্ছায় আমি যে ব্রত গ্রহণ করেছি, তা আজও উদ্‌যাপিত হয়নি! আজও মহারাষ্ট্রের পল্লীতে পল্লীতে আমাকে মানুষের সন্ধানে ফিরতে হবে। তাদের শোনাতে হবে মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার কথা। মহারাজ শিবাজীর আদর্শে তাদের অনুপ্রাণিত করে, জাতির গৈরিক পতাকাতলে তাদের সমবেত করতে হবে।

শিবাজী রামদাসের চরণে পুনরায় প্রণত হইলেন

শিবাজী। মহারাষ্ট্র আপনার কাছে চিরঋণী রইল গুরুদেব।

রামদাস। নিশ্চিন্ত মনে তুমি আগ্রা যাও বৎস। যাত্রার সময় উপস্থিত।

শিবাজী। আমরা প্রস্তুত গুরুদেব।

জিজাবাঈ একদল নর-নারী সহ প্রবেশ করিলেন। শিবাজী মায়ের পদরজ গ্রহণ করিলেন। শ্যামলী শিবাজীকে প্রণাম করিল। মেয়েরা শিবাজীকে বরণ করিল। জাতীয় সঙ্গীত গীত হইল। সকলে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জাতীয় সঙ্গীত

জনতার মাঝে জনগণপতি বক্ষের মাঝে দৃপ্ত মন,
জাগ্রত হও স্বাধীন ভারত জাগো মারহাঠার পুত্রগণ ॥
কোরাস

ভীমার্জ্জুনের স্বদেশ হ'য়েছে পৃথ্বীরাজের কর্ম্মভূমি,
জন্ম মোদের সেই মাটিতেই শত বীর-পদচিহ্ন চুমি;
জীবন মোদের ঝঞ্চার মত মৃত্যুকে করে আক্রমণ ॥
কোরাস

রাত্রি প্রভাত চলগো যাত্রী সূর্য্য ঝরিছে রক্তকর—
অতীত নিশার শিশির অশ্রু মুছে গেল ওই মর্ত্ত্য 'পর;
সম্মুখে হাসে মুক্ত অসীম পশ্চাতে কাঁদে ঘরের কোণ ॥
কোরাস

উথলি উঠিছে চিত্তসাগর জীবন-তরণী নৃত্যময় ;
জয়তু শিবাজী ! জয়তু শিবাজী ! ভারত ভরিয়া তোমারি জয় !
খড়ো খড়ো চুম্বন আজ হিংসায় প্রেমে আলিঙ্গন ॥

কোরাস

রাণা প্রতাপের গৈরিক বাস উড়াও আকাশে পতাকা করি
মহাযোগী জ্বালে যজ্ঞ-আগুন মহাভারতের তীর্থ ভরি।
কে হবি সমিধ ? আসিয়াছে শুভ আত্মদানের আমন্ত্রণ ॥

কোরাস

গান থামিয়া গেলে শিবাজী কহিলেন

শিবাজী। বন্ধুগণ ! মহারাষ্ট্রের সকল ভার তোমরা গ্রহণ করেছ। এইবার আমাদের বিদায় দাও।

জিজাবাঈ। শিবা!

শিবাজী। মা !

জিজাবাঈ। আমার শম্ভা, যদিও তোরই পুত্র, তবু বংশের প্রদীপ এ। মহারাষ্ট্রের প্রয়োজনে আমাদের সকলের হৃদয়-রাজ্য আঁধার করে শম্ভাকে আমি তোর হাতেই সঁপে দিচ্ছি—আবার তোর কাছেই আমি একে ফিরে চাই !

জিজাবাঈ শম্ভাকে শিবাজীর হাতে দিলেন। শিবাজী কোন কথা কহিলেন না। বাহিরে আবার বিজয়-বাদ্য বাজিয়া উঠিল। আবার গান সুরু হইল, পতাকা উড়িল, মহারাজ শিবাজীর জয়নাদে দিগন্ত প্রকম্পিত হইল। পুরনারীরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন

তৃতীয় দৃশ্য

মাহুরের পথ। বীরা অত্যন্ত ক্লান্তভাবে অগ্রসর হইতেছে। অন্যদিক দিয়া আসিতেছে বাজী ঘোড়পুরে। বীরা ঘোড়পুরেকে চিনিতে না পারিয়া অগ্রসর হইল। ঘোড়পুরে চলিতে চলিতে ফিরিয়া ফিরিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল।

বীরাবাঈ ফিরিয়া দাঁড়াইল

ঘোড়পুরে। চিনি চিনি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু রংটা এত তামাটে ছিল না ত? চাউনিতে ছিল আগুন। এখন মনে হচ্ছে ছাই-চাপা পড়ে আছে। দেখিই না একবার পরখ করে। বীরাবাঈ শুনচ? ওগো চন্দ্ররাওয়ের কন্যা!

বীরা। কে ডাকলে? পিতৃ-পরিচয়ে আমার নাম ধরে সম্পূর্ণ এই অপরিচিত দেশে কে আমায় ডাকলে!

ঘোড়পুরে। বীরা! আমায় চিনতে পারছ না?

বীরা। আপনি! জীবনের পথে বার বার আপনার সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে কেন বলুন ত!

ঘোড়পুরে। ভগবান আমাদের দু'জনকে দিয়ে একটি উদ্দেশ্যই সাধন করিয়ে নেবেন বলে!

বীরা। সে উদ্দেশ্য কি বাজীসাহেব?

ঘোড়পুরে। শিবাজীর হত্যা।

বীরা। না, না, আমার জীবনের সে উদ্দেশ্য আর নেই…আমি শিবাজীকে ক্ষমা করেছি বাজীসাহেব।

ঘোড়পুরে। পিতৃহন্তাকে ক্ষমা করেছ?

বীরা। ব্যক্তিগত কোন সুবিধার জন্য সে যদি ও-কাজ করত, তা'হলে জীবনে আমি তাকে ক্ষমা করতে পারতুম না—কিন্তু তাকে ও-কাজ কর্‌তে হয়েছিল দেশের জন্য, জাতির জন্য। পৃথিবীর অনেক মহৎ লোককে বাধ্য হয়ে অম্নি ঘৃণিত কাজ করতে হয়েছে। তবু এম্নি উদার শিবাজী যে, কৃত অপরাধের জন্য সে মার্জ্জনা চেয়েছে; এমন কি দণ্ড নিতেও সে প্রস্তুত ছিল।

ঘোড়পুরে। শিবাজীর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল বুঝি? তাই ত বলি। সরলা অবলা পেয়ে দুটো কথা দিয়েই ভুলিয়ে দিয়েচে। দ্যাখ মা, বাপ কারু চিরদিন বেঁচে থাকে না. তাই পিতার মৃত্যুর আঘাত না হয় ভুল্লে। কিন্তু…জীবন তোমার যে একেবারেই ব্যর্থ করে দিল, তাকেও কি তুমি ক্ষমা করবে?

বীরা। আপনি কি চান বলুন ত রাজাসাহেব! আমাকে দিয়ে আপনি কি করাতে চান?

ঘোড়পুরে। আমি আর তুমি একই আগুন বুকে নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছি মা! তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পার?

বীরা। না।

ঘোড়পুরে। বিশ্বাস করতে পার না? আমি তোমার পিতৃ-বন্ধু!

বীরা। আমি শুনেছি আপনি বিশ্বাসঘাতক।

ঘোড়পুরে। শোনা কথা! নিজে কিছু জান না ত! দেখ মা, কথা অনেক শোনা যায়! ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছ শিবাজী দেবতা—কিন্তু নিজে ত জানতে পেরেছ সে আস্ত একটি দানব। শাস্ত্রে বলেছে মানুষকে বিশ্বাস করো, কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে যা শোন তা বিশ্বাস করো না!

বীরা। আপনি এখানে এলেন কেমন করে?

ঘোড়পুরে। বিজাপুর থেকে পালিয়ে এলুম। শিবাজীর সঙ্গে বিজাপুর যখন মিতালী করেছিল, তখনই বুঝেছিলুম বিজাপুরে অন্ন মিল্লেও প্রাণটি হারাতে হবে। তাই কালবিলম্ব না করে মাহুর-অধিপতি উদারামের আশ্রয় গ্রহণ করলুম। উদারাম পরম শ্রদ্ধাভরে আমায় গ্রহণ করলেন। কিন্তু শিবাজী তাতেও বাদ সাধল। তার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে উদারাম দেহরক্ষা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই রাজ্যরক্ষার ভার একরকম আমারই কাঁধে পড়ল। উদারামের বিধবা সাক্ষাৎ মা-ভবানী। স্বামীর হত্যার প্রতিশোধ নেবার যে আয়োজন তিনি করেছেন, তা যখন পূর্ণ হবে—তখন দেখতে পাবে মা, শিবাজীর রাজ্যের চূড়া ঝুর্ ঝুর্ করে ভেঙে পড়বে।

বীরা। এম্নি শক্তিমতী নারী?

ঘোড়পুরে। দেখলেই বুঝতে পারবে, সাক্ষাৎ মা-ভবানী।

বীরা। কিন্তু অপরিচিতা আমি কেমন করে তাঁর দেখা পাব?

ঘোড়পুরে। সে মোটেই শক্ত নয় মা, মোটেই শক্ত নয়। চন্দ্ররাওয়ের কন্যা তুমি! চল, চল, আমার সঙ্গে এখুনি চল, মা।

বীরা। কিন্তু কেন যাব? না, না, আপনি যান বাজীসাহেব, আমি দেশেই ফিরে যাই।

ঘোড়পুরে। দেশেই যদি ফিরে যাবে, শিবাজীর অনুগ্রহ-ভিক্ষা করেই যদি জীবন-যাপন করতে পারবে, তাহলে সারা দাক্ষিণাত্যে এমন করে ছুটো-ছুটি করে ঘুরে বেড়াতে কেন হবে মা?

বীরা। এতদিনের মাঝে এ প্রশ্ন একবারও মনে জাগেনি! সত্যিই ত এমন করে উল্কার মত কেন ছুটে বেড়াচ্ছি?

ঘোড়পুরে। প্রতিশোধ নিতে।

বীরা। প্রতিশোধ? কিসের প্রতিশোধ?

ঘোড়পুরে। পিতৃহত্যার।

বীরা। মনে মনে শিবাজীকে কখন যে মার্জ্জনা করে ফেলেছি, তা নিজেই বুঝতে পারিনি। আজ দেখছি শিবাজীর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই।

ঘোড়পুরে। ক্ষমাই নারীর ধর্ম্ম। তাই পুরুষ না চাইতেও তোমাদের ক্ষমা পায়। কিন্তু মর্য্যাদা? মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নারী করতে না পারে এমন কাজ নেই। মর্য্যাদা হানি করেচে বলেই শিবাজী তোমার শত্রু।

বীরা। শত্রু নয়, শত্রু নয়, বাজীসাহেব। কিন্তু—তবুও—চলুন বাজীসাহেব, কোথায় নিয়ে যেতে চান।

ঘোড়পুরে। এস মা, এস।

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

আগ্রার দেওয়ান-ই-আম। সম্রাট ঔরংজেব এখনো আসিয়া উপস্থিত
হন নাই। পাত্র-মিত্ররা সমবেত হইয়া মৃদু গুঞ্জন
করিতেছেন। দরবারে খুব কড়া
পাহাড়ার আয়োজন
হইয়াছে।

প্রথম অমাত্য। দরবারকে যে দস্তুরমত দুর্গ করে ফেল্লে।

দ্বিতীয় অমাত্য। জংলী-রাজা শিবাজী যে আসছে।

যশোবন্ত সিংহ। শিবাজী দেখছি মুঘলের কাছে অত্যন্ত সম্মানের পাত্র হয়ে উঠছে। অভ্যর্থনার কি বিরাট আয়োজন!

প্রথম অমাত্য। শিবাজীর মূল্য নিরূপণ করতে মহারাজ যশোবন্ত সিংহকেই না দাক্ষিণাত্যে পাঠানো হয়েছিল?

যশোবন্ত। যতদিন দাক্ষিণাত্যে ছিলুম, ততদিন পার্ব্বত্য ওই মূষিক একটিবারও তার গর্ত্ত থেকে বেরোয়নি।

২য় অমাত্য। কিন্তু শুনতে পাই মহারাজ যখন পুণার পথ আগলে বসেছিলেন, তখনই শিবাজী বিশ হাজার মুঘল-সৈন্যের চোখে ধুলো দিয়ে সেনাপতি শায়েস্তা খাঁর হারেমে গিয়ে তাকে আহত করেছিলেন।

প্রথম অমাত্য। বুনো হলেও শিবাজী লোকটা বাহাদুর বটে।

দ্বিতীয়। বাহাদুর কি বলছেন মশাই, যাদুকর! বিজাপুরের আফজল খাঁ দশহাজার ফৌজ নিয়ে এল শিবাজীকে বন্দী করতে। ফৌজ রইল দাঁড়িয়ে কাঠের পুতুলের মতো; কিন্তু আফজল খাঁকে আর জীবিত পাওয়া গেল না।

প্রথম অমাত্য। বাবা! ভালো করে সৈন্য সমাবেশ করো।

অধ্যক্ষ। শিবাজী রাজা!

অমাত্যগণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কুমার রামসিংহের সহিত শিবাজী প্রবেশ করিলেন

রামসিংহ। এই-ই বিশ্ববিখ্যাত দেওয়ান-ই-আম!

শিবাজী চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন

প্রথম অমাত্য। দেখে একেবারে মাথা ঘুরে গেছে। জংলী মানুষ!

শিবাজী। কুমার রামসিংহ! এই দরবার তৈরী করতে কত দেশের সম্পদ লুঠ করতে হয়েছে, তা বলতে পারেন?

কুমার রামসিংহ। আঃ মহারাজ! ও সব প্রশ্নের স্থান এ নয়।

শিবাজী। আফজল খাঁ আমার শিবিরের সম্পদ দেখেই নিশ্চিত করে বলেছিল—দস্যুগিরি না করে সে সম্পদ অর্জ্জন করা যায় না। এ ঐশ্বর্য্য দেখলে সে কি বলত?

দূরে নাকাড়া বাজিয়া উঠিল

অধ্যক্ষ। সম্রাটের আগমন ঘোষিত হয়েছে।

অমাত্যগণ নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিলেন

নকীব জানাইল সম্রাট আসিয়াছেন। ঔরংজেব প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধান মন্ত্রী জাফর খাঁ। ঔরংজেব যাইবার সময় কুমার রামসিংহের সামনে দাঁড়াইলেন

ঔরংজেব। ইনিই শিবাজী রাজা?

রামসিংহ। জাঁহাপনা যথার্থ অনুমান করেছেন।

ঔরংজেব রামসিংহের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া সিংহাসন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন

শিবাজী। এই কি মুঘলের ভদ্রতা?

রামসিংহ। নিরস্ত হৌন মহারাজ!

ঔরংজেব সিংহাসনে বসিলেন।

ঔরংজেব। দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে যে প্রস্তাব আমাদের আলোচ্য ছিল, শিবাজী রাজার আগমনে তার পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয়। সুতরাং আমরা আজ অন্য কাজে মনোনিবেশ করি।

জাফর খাঁ। সম্রাট! বাঙালা থেকে...

ঔরংজেব। শিবাজী রাজার উপস্থিতিতে আজকার সভায় রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হতে পারে না।

জাফর খাঁ। জাঁহাপনা, বাঙলার ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর। যদি অনুমতি করেন, তা'হলে রাজা শিবাজীর সঙ্গে আমাদের যে কাজ আছে, তা শেষ করে পরে বাঙলার সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হতে পারবে।

ঔরংজেব। উত্তম; তাই-ই হোক।

জাফর খাঁ। কুমার রামসিংহ!

রামসিংহ। যান মহারাজ, সম্রাটকে বশ্যতা জ্ঞাপন করুন।

শিবাজী। বশ্যতা কেন কুমার! বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই এখানে এসেছি।

রামসিংহ। তারও একটা রীতি আছে মহারাজ।

শিবাজী। সে রীতি কি ভদ্রতার নিয়ম মানে না?

ঔরংজেব। জাফর খাঁ!

জাফর খাঁ। কুমার রামসিংহ।

রামসিংহ সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন তারপর শিবাজীকে বলিলেন

রামসিংহ। আর বিলম্ব করবেন না মহারাজ। আমি যেমন করে শিখিয়ে দিয়েছি, তেমন করেই অভিবাদন করবেন।

শিবাজী। মা-ভবানী, জননী জিজাবাঈ আর গুরুদেব রামদাস স্বামী ব্যতীত কখনো কারুর কাছে আমি মাথা নত করিনি!

ঔরংজেব। কুমার রামসিংহ, শিবাজী রাজা কি আমাদের বশ্যতা স্বীকার করতে সম্মত নন?

রামসিংহ। (অভিবাদন করিয়া) মহারাজ ত সেই অভিপ্রায়েই এসেছেন জাঁহাপনা! ...আপনার এই বিলম্ব মহারাষ্ট্রের অনিষ্ট করবে মহারাজ!

শিবাজী। মুঘল যে মহারাষ্ট্রের অনিষ্ট সাধনেই বদ্ধপরিকর, তা আমি জানি কুমার। তবু যখন এসেছি, মুঘলের নীচতার সবটুকু পরিচয় নিয়ে যাওয়াই ভাল!

শিবাজী সিংহাসন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং সিংহাসনের সামনে নজর রাখিলেন। ঔরংজেব একটু হাসিলেন। শিবাজী তিনবার কুর্ণিশ করিলেন

ঔরংজেব। রাজা শিবাজী! আপনার জন্য আমাদের যে লোকক্ষয় ও অর্থব্যয় হয়েছে, যে উদ্বেগ ভোগ করতে হয়েছে, তা আমরা ভুলতে পারতুম না—যদি না আপনি বিজাপুর আর গোলকুণ্ডা জয়ে আমাদের সহায়তা করতেন।

শিবাজী নীরব রহিলেন

আপনার বীরত্বের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কিরূপ হবে, তা যথাসময়ে আপনি অবগত হবেন। জাফর খাঁ!

জাফর খাঁ অগ্রসর হইয়া সম্রাটের হাতে একখানি কাগজ দিলেন। সম্রাট তাহা পড়িতে লাগিলেন। শিবাজী দাঁড়াইয়াই রহিলেন।

ঔরংজেব। জাফর খাঁ!

ইঙ্গিতে শিবাজীকে দেখাইয়া দিলেন

জাফর খাঁ। রাজা শিবাজী! সম্রাট আপনার শ্রদ্ধা গ্রহণ করেচেন।

শিবাজী। সম্রাট!

ঔরংজেব হাতের কাগজ নীচু করিয়া একটিবার মাত্র শিবাজীর দিকে চাহিলেন। তারপর জাফর খাঁকে বলিলেন

ঔরংজেব। শিবাজী রাজাকে বলুন জাফর খাঁ, যে, আমরা এখন অন্য কাজে ব্যস্ত!

শিবাজী ঔরংজেবের দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া ফিরিয়া আসিয়া নিজের স্থানে দাঁড়াইলেন

শিবাজী। আমি জানতুম কুমার যে, আয়ত্তে পেয়ে মুঘল আমার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করবে। কিন্তু তার আচরণ যে, এত জঘন্য হতে পারে, তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি।

কুমার রামসিংহ শিবাজীকে পাশে বসাইলেন

রামসিংহ। আত্মবিস্মৃত হবেন না, মহারাজ!

শিবাজী। আমার আত্ম-বিস্মৃতিই ঘটেছে কুমার। মানুষের লজ্জা, মানুষের কলঙ্ক, ঘৃণ্য এই দাস-যূথ মাঝে এসে আমি বিস্মৃত হয়েছি যে, মুঘলের মহাত্রাস আমি, আমি তার চিরজাগ্রত বিভীষিকা, স্বাধীন মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা আমি, আমি দাস নই—দাসের রীতি নয় আমার পালনীয়, দাসের নীতি নয় আমার অনুবর্ত্তনীয়, দাসের ধর্ম্ম নয় আমার আচরণীয়!

ঔরংজেব। শিবাজী অনভিজ্ঞ হতে পারেন, কিন্তু কুমার রামসিংহ দরবারের রীতি সম্যক অবগত আছেন বলেই আমাদের ধারণা ছিল।

রামসিংহ। আমার অনুরোধ মহারাজ, অন্তত আজকার জন্য আপনি নীরব থাকুন।

শিবাজী। নীরবে অপমান সইতে শিবাজী কখনো অভ্যস্ত নয় কুমার। আমাদের সঙ্গে যাঁরা বসেছেন, তাঁদের পরিচয় পেতে পারি কুমার?

রামসিংহ। এরা সকলেই পাঁচহাজারী মনসবদার।

শিবাজী। পাঁচহাজারী মনসবদার!

রামসিংহ। হাঁ, মহারাজ।

শিবাজী। মুঘলের চক্ষে আমি তাহলে আমার পুত্র শম্ভাজী আর সহচর নেতাজীরই সমকক্ষ? অপমানে আপনারা অভ্যস্ত কুমার। কিন্তু আমি ত দাস নই, দুর্ব্বল নই। এ অপমান আমার অসহ্য।

ঔরংজেব। কুমার রামসিংহ!

রামসিংহ। জাঁহাপনা।

ঔরংজেব। রাজা শিবাজীকে অত্যন্ত অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে।

রামসিংহ। অরণ্যচারী সিংহ দরবারের আবহাওয়ায় অস্বস্তি বোধ করছেন।

ঔরংজেব। তাঁকে যখন সুস্থ মনে করবেন, তখন দরবারে নিয়ে আসবেন, তার আগে নয়।

রামসিংহ। মহারাজ! সম্রাট আমাদের দরবার ত্যাগ করবার অনুমতি দিয়েছেন।

শিবাজী। এ নরকে ক্ষণকালও অপেক্ষা করবার ইচ্ছে আমার নেই। মুঘলের এই দরবারে দাঁড়িয়েই আমি বলে যাচ্ছি কুমার, মহারাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে যে আগুন আমি জ্বেলে তুলব, তার লেলিহান

শিখা দাক্ষিণাত্য থেকে দিল্লী অবধি এক মহাপ্রলয়ের কালানল নিয়ে ছুটে এসে শাঠ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মুঘলের এই বিশাল সাম্রাজ্য, মুঘলের আকাশস্পর্শী ঔদ্ধত্য, মুঘলের ঔদার্য্যবিহীন প্রভুত্ব, মুঘলের ক্ষমতাদৃপ্ত কর্তৃত্ব—সর্ব্বস্ব পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেবে! আপনাদের সম্রাটকে বলুন, তারই জন্য প্রস্তুত হতে।

রামসিংহ। চলুন, চলুন মহারাজ।

রামসিংহ শিবাজীকে ধরিয়া লইয়া দরবার হইতে চলিয়া গেলেন। দরবার নিস্তব্ধ। ঔরংজেব শিবাজী যে দিকে গেলেন, সেই দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন

ঔরংজেব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ!

যশোবন্ত সিংহ। জাঁহাপনা!

ঔরংজেব। অতীতের একটি দিনের কথা আমার আজ মনে পড়ছে! সে দিনটি ছিল আমার পক্ষে অতি ভয়ানক। আর সেই দিনেই আমার ধৈর্য্যের পরীক্ষা আপনিই সব চেয়ে বেশী করেছিলেন। পরে বুঝলেও, সেদিন কিন্তু আপনি বুঝতে পারেন নি, কি গর্হিত আচরণই আপনি করেছিলেন। খোদার অভিপ্রায়ে আমাদের সে দুর্দ্দিন কেটে গেছে। কিন্তু তেমনি ঔদ্ধত্য আমাদের আজও সইতে হচ্ছে—রাজনীতির এমনই দাবী।

যশোবন্ত মাথা হেঁট করিয়া বসিলেন

সভাসদগণ! এই অসভ্য বন্য রাজা আজ আমাদের অত্যন্ত উত্ত্যক্ত করেছে। আমাদের সকল আলোচনাই আজ স্থগিত রইল।

ঔরংজেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সভাসদগণও উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিতে লাগিলেন

জাফর খাঁ। শিবাজী আজ থেকে আমাদের বন্দী !

সকলে চমকিয়া উঠিলেন

জাফর খাঁ। সম্রাট্‌ !

ঔরংজেব। ঔরংজেব উত্তেজনার বশে কখনো কাজ করে না। শিবাজীকে যে গৃহে থাকতে দেওয়া হয়েছে, সেই গৃহই হবে তার কারাগৃহ, সাধারণ বন্দীশালা নয়। দিবারাত্র শক্তিমান সশস্ত্র সৈনিক সেই গৃহ অবরোধ করে থাকবে। আমাদের অনুমতি ব্যতীত কারু সে গৃহে যাতায়াত করবার অধিকার থাকবে না। ম্নারহাঠা শৃগালকে পোষ মানাবার জন্ম আমাদের একটু অসাধারণ ব্যবস্থাই করতে হচ্ছে জাফর খাঁ।

জাফর খাঁ। অতিথির মর্য্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা...

ঔরংজেব। শিবাজী আমাদের অতিথি নয়, জাফর খাঁ—শিবাজী আমাদের বন্দী।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আগ্রায় যে গৃহে ঔরংজেব শিবাজীকে বন্দী রেখেছিলেন, সেই গৃহেরই একটি কক্ষে শিবাজী ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। হীরাজী, জীবন রাও প্রভৃতি বসিয়া আছেন। শম্ভাজী নিদ্রিত। মধ্যরাত্র উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে

শিবাজী। ঔরংজেব ভেবেছে এই গৃহে সে আমায় আমরণ বন্দী করে মারহাঠার উত্থান অসম্ভব করে দেবে—অথবা দীর্ঘ অবরোধে মহারাষ্ট্র-কেশরীর মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলে সে তাকে বুকে হাঁটাবে—জয়সিংহ, যশোবন্ত সিংহের মতো, শিবাজীকে করে রাখবে তার ক্রীতদাস! মানুষের দম্ভ মানুষকে অপরের শক্তি সম্বন্ধে এম্নি অন্ধই করে ফেলে! মূর্খ, বিশ্বাস করে নিল, বন্দী থেকে শিবাজী সত্যই অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তার জীবন সংশয়। শিবাজী এত সহজে অসুস্থ হবে! আবাল্য সে রোদে জলে হিমে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে, মাওলাদের মুষ্টিমেয় চানা করেছে তার ক্ষুন্নিবারণ, তার শয়নের উপাধান হয়েছে পাহাড়ের কঠিন প্রস্তর! সে আজ এই গৃহে বন্দী থেকে অসুস্থ হবে? ঔরংজেবের এই নির্ব্বুদ্ধিতাই আমার মুক্তি-পথ সুগম করে দিয়েছে। সে যখন সংবাদ পাবে, তখন আমি আগ্রাকে যোজনের পথ পিছনে ফেলে চলে যাব, একটি মারহাঠাকেও সে খুঁজে পাবে না। হীরাজী!

হীরাজী। প্রভু!

শিবাজী। ভালো করে দেখ, প্রহরীরা কাছে কোথাও কেউ আছে কি না।

হীরাজী। মহারাজ, বাইরে পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

জীবনরাও দৌড়াইয়া দোরের কাছে গেল। ফিরিয়া আসিয়া কহিল

জীবনরাও। কোতোয়াল পোলাদ খাঁ!

শিবাজী। এত রাত্রে পোলাদ খাঁ!

শিবাজী আবার শয়ন করিলেন। দরজায় শব্দ হইল। জীবনরাও দোর খুলিয়া দিলেন। পোলাদ খাঁ প্রবেশ করিলেন

পোলাদ খাঁ। রাজা এখন কেমন আছেন?

জীবনরাও। অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন। বৈদ্য এই মাত্র বলে গেলেন, আজকার মত নিরাপদে কাটলে জীবন রক্ষা হ'তেও পারে।

পোলাদ খাঁ। খোদা রাজাকে আজ নিরাপদেই রাখবেন। নইলে মুঘলের নামে কলঙ্ক রটবে! সম্রাট বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

হীরাজী। সম্রাটের অনুগ্রহ আমরা বিস্মৃত হব না। এমন সুচিকিৎসা মহারাষ্ট্রে হতো না।

পোলাদ খাঁ। তা কি করে হবে মশাই! এটা রাজধানী, আর আপনাদের সে দেশ জংলা। রাজা সেরে উঠুন। হাঁ, কালও কি আপনাদের মিষ্টান্ন বিতরণ করতে হবে?

হীরাজী। তা হবে বৈকি খাঁসাহেব। মহারাজ যতদিন না সুস্থ হয়ে উঠেছেন, ততদিন ও-কাজ আমাদের করতে হবে। ও আমাদের ধর্ম্মের একটা অঙ্গ কিনা।

পোলাদ খাঁ। বেশ! আপনাদের ধর্ম্মের ওপর মুঘল হস্তক্ষেপ করতে চায় না। তা হলে আমি এখন আসি।

পোলাদ খাঁ বাহির হইয়া গেলেন। জীবনরাও দোর বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিল। শিবাজী লাফাইয়া উঠিয়া বসিলেন

শিবাজী। রাত্রি প্রভাত হতে আর কত বাকী, হীরাজী?

হীরাজী। আর বেশী দেরী নেই।

শিবাজী। হীরাজী!

হীরাজী। মহারাজ!

শিবাজী। মাওলা সৈন্যেরা মহারাষ্ট্রে পৌঁছেচে?

হীরাজী। মুঘল পশ্চাদ্ধাবন করলেও আর তাদের ধরতে পারবে না।

শিবাজী। অমাত্যগণও নিরাপদ?

হীরাজী। হাঁ, মহারাজ।

শিবাজী। তা'হলে বিলম্বের আর প্রয়োজন নেই?

হীরাজী। না মহারাজ। বিলম্বে বিপদের আশঙ্কা আছে।

শিবাজী। ঔরংজেব, তুমি না বড় চতুর! কাল সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবে চাতুরীতে শিবাজীর কাছে তুমি শিশু।

বাহিরে ভজন-গান সুরু হইল

রাত্রি প্রভাত হয়েছে?

হীরাজী। হাঁ মহারাজ। ওই যে ভজন সুরু হলো।

শিবাজী। হীরাজি, আমাদের সবই প্রস্তুত—সন্ন্যাসীর পোষাক-পরিচ্ছদ?

হীরাজী। সবই প্রস্তুত মহারাজ। মিষ্টান্ন-পেটিকা বহন করে যারা নিয়ে যাবে, তারাও তৈরী হয়ে পাশের ঘরেই অপেক্ষা করছে।

ভজন শেষ হইয়া গেল

শিবাজী। ভবানী! তোমার কৃপায় শিবাজী আজ মুক্তি পাবে—তারপর—তারপর, ঔরংজেব! শম্ভাজী, শম্ভা!

শম্ভা। বাবা! বাবা! মহারাজ।

শিবাজী। মহারাজ নয় শম্ভা, বাবা—বাবা! বড় মিষ্টি ডাক। না, হীরাজি? কিন্তু হীরাজি, প্রাণভরে কখনো ডাকতে পাইনি। শম্ভা!

শম্ভা। বাবা!

হীরাজী পার্শ্বের ঘরে চলিয়া গেল

শিবাজী। ওঠ বাবা!

শম্ভাজী চোখ মেলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল

শম্ভা। এত ভোরে কেন বাবা? দরবারে যেতে হবে? সম্রাট কি সেই আদেশই দিয়েছেন।

শিবাজী। দরবারে যেতে হবে না—মারহাঠা আমরা—সম্রাটের আদেশ আর মাথা পেতে নোব না—আমাদের দেশে যেতে হবে।

শম্ভা। দেশে? রায়গড়ে?

হীরাজী আর জীবনরাও প্রবেশ করিল

হীরাজী। মহারাজ, আর কাল-বিলম্ব করা সঙ্গত নয়।

জীবনরাও। বেশপরিবর্ত্তন করে মিষ্টান্ন-পেটিকার ভিতরে গিয়ে বসুন, মহারাজ।

হীরাজী। মহারাজ, আপনার কঙ্কণ!

শিবাজী কঙ্কণ খুলিয়া দিয়া শম্ভাজীকে লইয়া অন্য ঘরে প্রবেশ করিলেন। দরজায় করাঘাত হইল। হীরাজী ক্ষিপ্রগতিতে শিবাজীর কঙ্কণ হাতে পরিয়া আপাদমস্তক বস্ত্রে ঢাকিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িলেন। জীবনরাও প্রবেশ করিয়া দোর খুলিয়া দিল। পোলাদ খাঁ প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে দুইজন রক্ষী।

পোলাদ। রাজা এখন কেমন আছেন?

জীবনরাও। কিছুই বুঝতে পারছি না খাঁসাহেব। একেবারে অসাড় হয়ে পড়ে আছেন। দেখুন না, প্রাণ আছে কি নেই বোঝা যায় না! একটিবার দেখুন খাঁসাহেব!

পোলাদ খাঁ। না, না, কাছে গিয়ে আর ব্যাঘাত করব না। যদি মরে গিয়েই থাকে। কাজ কি আর সকালবেলায় কাফেরের শব

ছুঁয়ে! খোদাকে ডাকুন, খোদাকে ডাকুন মারহাঠা! আপনাদের ব্রত ত সুরু হয়েছে দেখলুম। ঝুড়ি ঝুড়ি মিষ্টান্ন নিয়ে বাহকরা মন্দিরে মন্দিরে চলেছে। কিন্তু আমাদের একটা অভিযোগ আছে।

জীবনরাও। মারহাঠা-বাহকেরা কোন নিয়ম লঙ্ঘন করেছে?

পোলাদ খাঁ। না মহাশয়, মারহাঠারা বড় বিনয়ী। তাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগের কোনই কারণ ঘটেনি। অভিযোগ আপনাদের বিরুদ্ধে। আপনারা যেরূপ মিষ্টান্ন বিতরণ করছেন, তাতে রাজা সেরে উঠবেন; কিন্তু দিল্লীর পেটুক বামুনরা পেট ফুলে মারা যাবে।

একজন রক্ষী অগ্রসর হইল

রক্ষী। জনাব! রাজবৈদ্য এসেছেন!

পোলাদ। এসেছেন! আসুন বৈদ্যরাজ! দেখুন ত রাজার জীবন নিরাপদ কিনা। সম্রাট বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

গঙ্গাজী। কোতোয়াল সাহেব, শাস্ত্রে লেখে যে বিধর্মী, নারী, উন্মাদ, এদের সামনে রোগী দেখতে নাই।

পোলাদ। বেশ! আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি। কিন্তু কি বিদ্‌ঘুটে আপনাদের শাস্ত্র!

পোলাদ খাঁ ও রক্ষীরা বাহিরে গেলেন। বৈদ্যরাজ গঙ্গাজী হীরাজীর দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন

গঙ্গাজী। মহারাজ নিরাপদে শহরের বাইরে উপনীত হয়ে, মথুরার পথে অগ্রসর হয়েছেন। রক্ষী-হিসাবে তাঁর সঙ্গে সাতজন সেনানীও গেছেন। তোমরা আর বিলম্ব করো না।

গঙ্গাজী রোগী দেখিবার ভাণ করিয়া কিছুকাল কাটাইলেন। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন

গঙ্গাজী। আপনি এখন আসতে পারেন কোতোয়াল সাহেব।

পোলাদ খাঁ ও রক্ষীরা পুনরায় প্রবেশ করিলেন

পোলাদ। রাজাকে কেমন দেখলেন বৈদ্যরাজ?

গঙ্গাজী। জীবনের আর ভয় নেই। খুবই সাবধানে রাখতে হবে। কিন্তু আপনার রক্ষীরা পাথরের ওপর নাগরাই জুতোর যে শব্দ করে!

পোলাদ। প্রহরী! আমার অনুমতি ব্যতীত তোমরা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করো না।

প্রহরী। জো হুকুম।

গঙ্গাজী। তা'হলে চলুন কোতোয়াল সাহেব। এক প্রহর পরে আবার এসে দেখে যাব। জীবনরাও!

জীবনরাও। আদেশ করুন।

গঙ্গাজী। আপনি আর হীরাজী একটু পরে আমার গৃহে যাবেন। একটা ঔষধ প্রয়োগ-পদ্ধতি আপনাদের শিখিয়ে দেব। মহারাজের কাছে হয় আপনাকে, নয় হীরাজীকেই ত থাকতে হবে।

পোলাদ। এমন সেবা, এমন ভক্তি আমি আর দেখিনি।

জীবনরাও। এ আর বেশী কি খাঁসাহেব। আমাদের প্রাণ দিলেও যদি মহারাজ রোগ-মুক্ত হন, তা'হলে হাসিমুখেই তা দিতে পারি।

গঙ্গাজী। রাজা নিরাপদ, চলুন কোতোয়ালসাহেব।

গঙ্গাজী ও পোলাদ খাঁ চলিয়া গেলেন। জীবনরাও দুয়ার বন্ধ করিয়া দিলেন। হীরাজী লাফাইয়া উঠিলেন

হীরাজী। জীবনরাও! আর বিলম্ব নয়। মিষ্টান্নের দুইটি মাত্র পেটিকা রয়েছে। চল তারই ভিতরে বসে আমরা বেরিয়ে পড়ি। শুনেছি ঔরংজেব জানতে চেয়েছিল বুদ্ধি কার বেশী—মুঘলের, না মারহাঠার? জবাব আমরাই দিয়ে গেলুম।

কতকগুলো কাপড়চোপড় আনিয়া বিছানায় রাখিয়া তাহার উপর মোটা চাদর চাপা দিয়া হীরাজী আর জীবনরাও বাহির হইয়া গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

রায়গড় দুর্গকক্ষ। জিজাবাঈ, রামদাস, মোরপন্ত, তানাজী প্রভৃতি।

জিজাবাঈ। প্রভু!

রামদাস শূন্য প্রেক্ষণে চাহিয়া রহিলেন। কোন জবাব দিলেন না।

এ উৎকণ্ঠার মধ্যে আর তো থাকতে পারি না, প্রভু!

তানাজী। মহারাজ যখন একবার মুক্তি পেয়েছেন, তখন মুঘল তাকে আবার বন্দী করতে পারবে, এমন বিশ্বাস আমার নেই।

জিজাবাঈ। স্তোক-বাক্যে আমায় ভোলাবার চেষ্টা করোনা তানাজী। মুঘলের শক্তি কোথায়, কেমন, তা তুমিও জান—আমিও জানি। একি গুরুদেব! আপনার মুখে বিষাদের ছায়া, আপনার ললাটে দুশ্চিন্তার ঘন রেখা। তাহলে…তাহলে কি?…

রামদাস। মুঘলের এই প্রতারণা, এই শাঠ্য, এই ঘৃণ্য জঘন্য ব্যবহারের কথা ভাবি, আর আমার মনে হয় মা, মারহাঠাদের নিয়ে সমগ্র ভারতে প্রলয়ের আগুন জ্বালিয়ে তুলে মুঘলের দর্প দম্ভ শাঠ্য সবই ভস্মীভূত করে ফেলি। শঙ্করের মতো শক্তিমান, শঙ্করের মতো সর্ব্বত্যাগী আমার শিবাকে আজ একান্ত অসহায়ের মতো, তস্করের মতো, আত্ম-গোপন করে ফিরতে হচ্ছে—এ গ্লানি সহ্য করা আমার পক্ষেও অসম্ভব হয়ে উঠেছে, মা!

পেশোয়া। মহারাষ্ট্রের হৃত দুর্গ সকল পুনরুদ্ধার করবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত প্রভু। বিজাপুর আর গোলকোণ্ডা একত্র মিলিত হয়ে মুঘলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। আমরা যদি এখন মুঘলকে আক্রমণ করি, তাহলে কোন্ দিক সে রক্ষা করবে, তা ভেবেও স্থির করতে পারবে না।

জিজাবাঈ। যদি তাই-ই সত্য হয় তাহলে বৃথা কেন কালক্ষেপ কর মারহাঠা? দিকে দিকে মহারাষ্ট্রের বিজয় বাহিনী প্রেরণ কর। সমগ্র দাক্ষিণাত্যে সমরানল জ্বালিয়ে তোল। মুঘল জানুক মারহাঠা দুর্ব্বল নয়। আদেশ দিন্ গুরুদেব।

রামদাস। মারহাঠা! শক্তির পরিচয় দাও! উল্কার জ্বালা নিয়ে, উল্কার গতি নিয়ে, দিকে থেকে দিগন্তে তোমরা অগ্নি বর্ষণ কর।

জিজাবাঈ। গুরুদেব আদেশ দিয়েছেন, তানাজী। পেশোয়া, গুরুদেব আদেশ দিয়েছেন। কালবিলম্বে আর প্রয়োজন নেই। সমস্ত দুর্গ একসঙ্গে আক্রমণ কর।

পেশোয়া। সেনানীদের তাহলে সংবাদ দাও, তানাজী।

তানাজী। মার্জ্জনা করবেন পেশোয়া। আপনাদের এ সিদ্ধান্ত আমি সমীচীন বলে মনে করতে পারছিনা।

জিজাবাঈ। গুরুদেব আদেশ দিয়েছেন, তানাজী।

তানাজী। মহারাষ্ট্রে দক্ষ সেনাপতির অভাব নেই, মা।

পেশোয়া। জননী আদেশ দিয়েছেন, তানাজী।

তানাজী। সন্তান অযোগ্য হলেও সে জননীর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয় না। আমাকে অক্ষম বিবেচনা করে মা আমায় মার্জ্জনা করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।

জিজাবাঈ। গুরুদেব!

রামদাস। মহারাষ্ট্রের অধিপতি মহারাজ শিবাজী আজ আত্মরক্ষার জন্য বন থেকে বনান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করছেন—অনিদ্রায় অনাহারে, উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায় দেহ তাঁর শীর্ণ, মন তাঁর ক্লিষ্ট! আমি যেন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি তানাজী, হাঁ পেশোয়া, আমি স্পষ্টই দেখতে

পাচ্ছি—ঘুমন্ত পুত্রকে বুকে নিয়ে রজনীর গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে মহারাজ শিবাজী রুদ্ধশ্বাসে, ত্রস্তপদে এগিয়ে আসছেন আর পেছনে পেছনে তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করে ছুটে আসছে মুঘলের হিংস্র সৈনিক দল!

জিজাবাঈ। গুরুদেব! গুরুদেব!

জিজাবাঈ দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন।

রামদাস। কণ্টকাঘাতে দেহ ক্ষতবিক্ষত, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ, সর্ব্বাঙ্গ স্বেদাপ্লুত, শ্রান্তদেহ কম্পিত…

জিজাবাঈ। শোন তানাজী, শোন, তোমার রাজার, তোমার বাল্যসহচরের দুর্দ্দশার কথা।

রামদাস। কিন্তু শঙ্কা নেই, মহারাজ শিবাজীর হৃদয়ে শঙ্কা নেই, মনে নেই হতাশা। বুকে অদম্য উৎসাহ নিয়ে, চোখে আত্মপ্রত্যয়ের আলো নিয়ে, মহারাষ্ট্রের মহারাজ সিংহের মতো এগিয়ে আসছেন।

জিজাবাঈ। এখন যদি আমরা মুঘলকে আক্রমণ করি, তা'হলে শিব্বার অনুসরণে তারা নিবৃত্ত হবে। শিব্বা আমার নিরাপদে স্বরাজ্যে ফিরে আসতে পারবে।

রামদাস। যাও তানাজী, আক্রমণের আয়োজন কর।

প্রতিহারীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিলেন

ব্রাহ্মণ। মহারাজের জয় হোক!

জিজাবাঈ। শিব্বা!

ব্রাহ্মণবেশী শিবাজী মাকে প্রণাম করিলেন

তানাজী। বন্ধু!

শ্যামলী। বাবা!

মোরপন্ত। মহারাজ!

জিজাবাঈ। আমার শম্ভা কোথায় শিবা? শম্ভা!

শিবাজী। মা। শম্ভা নিরাপদ। শীঘ্রই তোমার কোলে ফিরে আসবে।

পরচুল ও দাড়ী ফেলিয়া দিলেন

তানাজী!

শিবাজী। বিশ্রাম্ভালাপের আর অবসর নেই তানাজী। এখুনি দিকে দিকে বিজয়-অভিযান সুরু করতে হবে। আমি সপ্তাহকাল এই ছদ্মবেশে মহারাষ্ট্রের সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। তাতে ঠিক করে বুঝেছি আমার অনুপস্থিতিতে মহারাষ্ট্র একটুকুও শক্তি হারায়নি। নবীন মহারাষ্ট্রের বুকের স্পন্দন আমি শুনতে পেয়েছি তানাজী—বুঝতে পেরেছি মহারাষ্ট্র এবার জয়-বিমণ্ডিত হবে। তাই আর কাল-বিলম্ব করতে চাই না। একযোগে মুঘল-অধিকৃত সমস্ত দুর্গ আক্রমণ করতে হবে তানাজী। মহারাষ্ট্র-বাহিনী দলে দলে বিভক্ত কর। উপযুক্ত অধ্যক্ষের অধীনে দিকে দিকে তারা জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড়ুক। যেদিকে চাইবে সেই দিকেই মুঘল মারহাঠার করাল মূর্ত্তি দেখে ভীতত্রস্ত হয়ে পলায়ন করুক।

তানাজী প্রস্থান করিলেন

শিবাজী। মহারাষ্ট্রের নৌ-বাহিনীও আমি আর অলস রাখতে চাইনে পেশোয়া। সমুদ্রতীরবর্ত্তী সহরসমূহ এখনই আক্রমণ করতে হবে। ফিরিঙ্গিরা যদি মুঘলের পক্ষ অবলম্বন ক'রে বাধা দেয়, তাহলে তাদেরও আমরা ক্ষমা করব না। আপনি এই আয়োজনের ভার নিন, পেশোয়া।

পেশোয়া প্রস্থান করিলেন

জিজাবাঈ। মাহুরের উদারামের বিধবা…

শিবাজী। আমি জানি মা। ব্যবস্থাও আমি করেছি। রণরাওয়ের অধিনায়কত্বে আমি মাহুরে একটি বাহিনী পাঠিয়েছি।

শ্যামলী। বাবা!

শিবাজী। কি মা, তুই অমন করে আর্ত্তনাদ করে উঠলি কেন মা?

শ্যামলী। মাহুর-বাহিনী পরিচালনা করছে উদারামের বিধবা স্ত্রী নয়—বীরা, আমার বাল্য-সখী বীরা।

শিবাজী। চন্দ্ররাওয়ের কন্যা?

শ্যামলী। হাঁ বাবা!

শিবাজী। অভাগিনী!

জিজাবাঈ। কে এই উন্মাদিনী?

শিবাজী। উন্মাদিনী নয় মা, অসাধারণ শক্তিশালিনী। তার ভিতরে যে শক্তি রয়েছে, সেই শক্তিরই উপাসক আমরা। একবার ভাব ত মা, নিজেদের প্রতি অবিচার হয়েছে, অত্যাচার হয়েছে মনে করে, জীবনের সবকিছু বিসর্জ্জন দিয়ে, এই শ্যামলীর সমবয়স্কা এক বালিকা সমগ্র দাক্ষিণাত্যে একাকিনী ছুটে বেড়িয়েছে—তারপর আজ সে মাহুরের বাহিনীর অভিনেত্রী হয়ে আসছে আমাদের আক্রমণ করতে। বীরাবাঈয়ের শক্তি বিপথে চালিত হচ্ছে বলে আপাতত তা আমাদের অনিষ্টসাধন করছে। কিন্তু ওই শক্তিকে আমি নূতন পথে ফিরিয়ে দেব—আর তা যদি পারি, তা'হলে মহারাষ্ট্রের যে হিত সাধিত হবে—তা বিজাপুর জয়ে হবে না, গোলকোণ্ডা জয়ে হবে না, এমন কি মুঘলজয়েও তা হওয়া অসম্ভব। শ্যামলি!

জিজাবাঈয়ের প্রস্থান

শ্যামলী। বাবা!

শিবাজী। তোমার সখীর রণ-নৈপুণ্য দেখতে চাও?

শ্যামলী। কেমন করে বাবা!

শিবাজী। দেখতে চাও ত আমায় অনুসরণ কর।

শিবাজী বেগে প্রস্থান করিলেন, শ্যামলীও তাঁহার অনুগমন করিল।

তৃতীয় দৃশ্য

মাহুরের দুর্গ। দুর্গশিরে বীরাবাঈ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আপাদমস্তক তার অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত। সে দূরবীন হাতে লইয়া মাঝে মাঝে অতি ব্যস্তভাবে কি যেন দেখিতেছে। ঘোড়পুরে পাশে দণ্ডায়মান। বীরাবাঈ দূরবীন নামাইল

বীরা। বাজীসাহেব!

ঘোড়পুরে। কি মা!

বীরা। তিনবার মারহাঠারা পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। এইবার নিয়ে চতুর্থ আক্রমণ।

ঘোড়পুরে। কত বড় বীরের রক্ত তোমার ধমনীতে প্রবাহিত তা কি আমি জানি না, মা!

বীরা। বাজীসাহেব!

ঘোড়পুরে। বল মা!

বীরা। যৌবনে আমার বাবা খুব বীর ছিলেন?

ঘোরপুরে। সে-কথা আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়? শিবাজী বীর বলে খ্যাতিলাভ করেছে…কিন্তু চন্দ্ররাওয়ের কাছে সে খদ্যোত… তাই ত গুপ্তঘাতকদের দিয়ে সে তোমার বাবাকে হত্যা করালে।

বীরা। বীরাবাঈ সেই চন্দ্ররাওয়েরই কন্যা, বাজীসাহেব।

ঘোড়পুরে। পিতার বীরত্বের উত্তরাধিকারিণী সে…পিতৃহত্যার প্রতিশোধ সেই-ই নেবে।

বীরা। না, না প্রতিশোধ নেবার কথা নয়………বীরত্বের কথা।

ঘোড়পুরে। মারহাঠাদের পরাজয়ই ত তোমার সে বীরত্বের ঘোষণা করছে?

বীরা। করছে বাজীসাহেব?

ঘোড়পুরে। করছে না!

বীরা। অথচ বীরত্বের স্পর্দ্ধায় স্ফীত হয়ে রণরাও আমায় অক্ষম মনে করে জীবনের বোঝা ভেবে হেলায় পায়ে দলে চলে গিয়েছিল! বাজীসাহেব!

ঘোড়পুরে। বল মা!

বীরা। এবার মারহাঠা সৈন্যের অধিনায়ক কে বলতে পারেন?

ঘোড়পুরে। সৈন্যাপত্য কে নিয়েছেন, তা তো জানি না মা। তবে একথা আমি বলে রাখছি যে, তুমি এখানে যে আগুন জেলে তুলেছ, তাতে আহুতি দিতে মারহাঠার ছোটবড় সব সেনাপতিকেই আসতে হবে।

বীরা। ছোট-বড় সবাইকে আসতে হবে! রণরাও, রণরাও যদি আসে! আমারি দুর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত একটি গোলা যদি তাকে আঘাত করে…যদি সে আত্মরক্ষা করতে অসমর্থ হয়! আগে ত একথা

ভাবিনি। রণরাও আসতে পারে আগে তো সে কথা মনে হয়নি। না না, জেনে-শুনে আমার বিরুদ্ধে রণরাওকে তারা কখনো পাঠাবে না—শ্যামলী আছে, সেই-ই বাধা দেবে।

ঘোড়পুরে। কি ভাবছ মা!

বীরা। শিবাজী নিজে যদি আসেন, বাজীসাহেব?

ঘোড়পুরে। প্রতিশোধ নেবার একটা সুযোগ আমরা পাব।

বীরা। আপনি কি বলেন বাজীসাহেব! শিবাজী এলে এক মুহূর্তও আমরা এ দুর্গ রক্ষা করতে পারব না। তিনি এলে আমি-ই অস্ত্র ত্যাগ করব।

ঘোড়পুরে। সে কি মা!

বীরা। করব না বাজীসাহেব? আমার বিরুদ্ধে শিবাজীকেও অস্ত্র ধরতে হয়েছে, এর চেয়ে বড় কথা আর কি হতে পারে? সেই-ই আমার জয়। তিনি এলে তাঁর পদতলে অস্ত্র রেখে আমি বলব—আপনার প্রিয়শিষ্য আমায় পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল, আমাকে মুক্তিপথের বিঘ্ন মনে করে।

ঘোড়পুরে। যতই তাতিয়ে তুলি না কেন, জল হতে একটুও দেরী লাগে না। তুমি বীরত্বের অধিকারিণী এ পরিচয় শিবাজীকে দিয়ে আত্মশ্লাঘা অনুভব করতে পার; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তাতে কি তোমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হবে?

বীরা। বাজীসাহেব!

ঘোড়পুরে। আমার উপর ক্রুদ্ধ হও কেন মা! তোমার পিতার অতৃপ্ত আত্মা'র কথা ভেবেই আমি তোমায় কর্ত্তব্য দেখিয়ে দিচ্ছি—নইলে শিবাজীর পতনে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনই লাভ নেই।

বীরা। আমার পিতার আত্মা যদি অতৃপ্ত থাকে, তা হলে রক্তপান করে তা তৃপ্ত হবে না। আপনাকে আমি অনুরোধ করছি বাজীসাহেব, আর কখনো আপনি আমার পিতৃহত্যার কথা তুলে আমায় উত্তেজিত করবার চেষ্টা করবেন না—কখনো না।

বীরা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দূরবীন লইয়া দেখিতে লাগিল

ঘোড়পুরে! একবার যে আগুন জেলে দিয়েছি, তা কি সহজেই নিভতে দোব? মনের ওই উত্তেজনাই তো প্রকাশ করছে যে আগুন একেবারে নেভেনি।

বীরা। বাজীসাহেব, দেখুন ত—দূরে, বহুদূরে, মাটি থেকে আকাশ অবধি আচ্ছন্ন করে, ধূলোর প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণাবর্ত্ত এই দিকেই ছুটে আসছে না? ওই মারহাঠারাই আসছে, দূরবীন নিয়ে আপনি এখানে দাঁড়ান বাজীসাহেব। আমি সৈন্যদের প্রস্তুত করি।

ঘোড়পুরে। এইবার আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখতে হয়। দূরবীন নিয়ে আমি কি করব মা! বুড়ো মানুষ, দৃষ্টি ত তত দূরে যাবে না!

বীরা। আপনি তাহলে নীচে যান বাজীসাহেব। সৈনিকদের প্রস্তুত হতে বলুন গে!

দূরবীন লইয়া দেখিতে লাগিল

ঘোড়পুরে। দুর্গ থেকে এখন বার হওয়া ত সম্ভবপর নয়। কোন নিরাপদ স্থানে গিয়ে আত্মরক্ষা করি। তারপর যুদ্ধ থেমে গেলে আবার দেখা দেবো। ঘোড়পুরের অস্ত্র অসি নয়, বর্শা নয়, বন্দুক নয়, কামান নয়—ঘোরপুরের অস্ত্র ওই বীরাবাঈ। ওকে সামনে রেখে লড়তে পারলে জীবন-যুদ্ধে ঘোড়পুরেকে পরাজিত হতে হবে না। তা'হলে যাই মা, সৈন্যদের প্রস্তুত করি গে।

ঘোড়পুরে নীচে নামিয়া গেল। বীরা বিষাণ বাজাইল।

কয়েকজন নারী-সৈনিক উপরে উঠিয়া আসিল।

নারী-সৈনিক। কি আদেশ দেবি ?

বীরা। মারহাঠারা আমাদের আক্রমণ করতে ধেয়ে আসছে। তিনবার তোমরা তাদের পরাজিত করেছ। তিনবার তারা তা'দের পৌরুষের পরিচয় দিয়েছে বীরবিক্রমে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে! এই চতুর্থবারে সে সুযোগ তারা যেন না পায়—ওই প্রান্তরের ধুলোর মাঝেই যেন তারা তা'দের সমাধি রচনা করে।

সৈনিকগণ অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল

নারী অবলা, মুক্তির বিঘ্ন, অথচ প্রাণভয়ে পলায়িত পুরুষও পৌরুষের দম্ভ করে!

কামানের আওয়াজ হইল

একি! এরই মাঝে তারা আক্রমণ করল। এত ক্ষিপ্রগতি! তবে-তবে কি এসেছেন ? মহারাজ শিবাজী নিজে এসেছেন ?

সম্মুখে পিছনে চারিদিকে কামানের ধ্বনি হইল

দুর্গ একেবারে ঘিরে ফেলেছে। ভবানী, শক্তি দাও, শক্তি দাও··· মা···

একজন সৈনিক উঠিয়া আসিল

সৈনিক। দেবি, এখানে অপেক্ষা করা নিরাপদ নয়, আপনি নীচে চলুন দেবি।

বীরা। নিজেকে নিরাপদ রাখবার ইচ্ছে থাকলে তো অন্তঃপুরেই থাকতুম, এতবড় বিপদকে বরণ করে নিতুম না।

অপর একজন সৈনিক উঠিয়া আসিল

সৈনিক। দেবি, মারহাঠারা দুর্গের পিছন দিক আক্রমণ করেছে। আপনি চলুন দেবি!

বীরা। মরণের জন্ম প্রস্তুত হও। আজ যুদ্ধ নয়, আজ আমাদের মরণোৎসব।

রুধিরাপ্লুত দেহে বীরা ওপরে উঠিয়া আসিল

বীরা। নারীর রক্ত চাও মারহাঠা? সে তোমায় রক্ত দিয়ে স্নান করিয়ে দেবে। মৃত্যুকে ভয় কর মারহাঠা? সে শিখিয়ে দেবে মৃত্যুকে কেমন করে জয় করতে হয়। মাহুরের নারী-বাহিনী আজ নিঃশেষ হয়ে মুছে যাবে; কিন্তু তার আগে সে পুরুষের বুকে বুকে রক্তের হরফে দেগে রেখে যাবে যে, নারী অবলা নয়, অযোগ্যা নয়, পুরুষের পক্ষে নয় কেবলই একটা দুর্ব্বহ বোঝা।

একজন সৈনিক উঠিয়া আসিল

সৈনিক। দেবি! আমাদের বারুদ ফুরিয়ে গেছে।

বীরা। বারুদ ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু অসি আছে, বল্লম আছে, আছে ভগ্ন দুর্গ-প্রাকারের প্রস্তরখণ্ড। তাই দিয়েই যুদ্ধ করতে হবে।

সৈনিক। যারা যুদ্ধ করছিল, তাদের সকলেই প্রায় হত। সামান্য যে-কজনা অবশিষ্ট আছে, তারাও আহত।

বীরা। বাহুতে যতক্ষণ এতটুকু শক্তি থাকবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শত্রুকে আঘাত করতে হবে। এস মারহাঠা, এই নারী-বাহিনী ধ্বংস করে তোমাদের পৌরুষের বিজয়-কেতন উড়িয়ে দাও। সংসারে সমাজে তাদের পায়ে দলে যে আনন্দ পাও, সংগ্রামেই বা সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকবে কেন? চল সৈনিক!

বীরা নামিয়া গেল। ঠিক সেই সময়েই মারহাঠাদের গোলা আসিয়া দুর্গের সম্মুখদিকের খানিকটা ভাঙিয়া গেল। অসিহস্তে রণরাও ছুটিয়া আসিল।

রণরাও। ভগ্ন-পথে দুর্গে প্রবেশ কর—পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে আবারও যেন রায়গড়ে ফিরতে না হয়।

সৈনিকরা দুর্গে প্রবেশ করিতে লাগিল। অপর পার্শ্বেও প্রাকারের খানিকটা অংশ ভাঙ্গিয়া গেল। সেইস্থান দিয়া দেখা গেল নর-নারীতে তুমুল যুদ্ধ হইতেছে।

রণরাও। তোপ চালাও, তোপ চালাও, দুর্গ ধূলোর সাথে মিলিয়ে দাও।

রণরাও চলিয়া গেল। মারহাঠাদের গোলা আসিয়া দুর্গ-প্রাকার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। সন্ধ্যা নামিয়া আসিল—রণকোলাহল নিবৃত্ত হইল—আকাশে চাঁদ উঠিল—চাঁদের আলোতে দেখা গেল, দুর্গের ভগ্নস্তূপের মাঝে অসংখ্য মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। বহুক্ষণ অবধি জীবিত কাহারও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। একটা দেহ একটু নড়িয়া উঠিল, বাহুতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে সে সম্মুখে আগাইয়া আসিল। যে আসিল সে রণরাও।

শেষে নারী-পরিচালিত বাহিনীর কাছে পরাজয় মেনে নিতে হলো! ...তবুও মৃত্যু হলো না। বীর মারহাঠারা সকলেই মৃত—কলঙ্কের বোঝা বইবার জন্য কেবল রণরাও রইল জীবিত।...কিন্তু বাঁচা হবে না! দূরে, দূরে ওই অস্পষ্ট এক মূর্ত্তি—শত্রু না মিত্র? মরণেব ভয়ে কে পালাও ভীরু।

মূর্ত্তি ফিরিয়া দাঁড়াইল। টলিয়া টলিয়া কাছে আসিতে লাগিল। যে কথা কহিল সে বীরা

বীরা। মৃত্যুকে ভয় করি না সৈনিক। শক্তি নেই,—তাই তোমার অভ্যর্থনা করতে পারছি না। কিন্তু তবুও—তবুও দাঁড়াও বীর—

মূর্ত্তি আরো কাছে আসিতে লাগিল। হস্তে তার রক্তমাখা মুক্ত তরবারি, মুক্তকেশ, চক্ষে তখনো আগুন রহিয়াছে। দেহ বহিয়া রক্ত ঝরিতেছে

রণরাও। এ কে! বীরা!

বীরা। রণরাও!

বীরা রণরাওয়ের কাছে আসিয়া পড়িয়া গেল। রণরাও তাহারই কাছে অবশ হইয়া পড়িল

রণরাও! বীরা! বড্ড আহত হয়েছ তুমি!

বীরা। হাঁ আহত হয়েছি। কিন্তু দেহের দিকে কি দেখছ রণরাও? —দেহের এ আঘাত কিছুই নয়, এর জ্বালা কিছুই নয়। বুকের ভিতর রণরাও…রণরাও!

রণরাও। চল, চল বীরা—এখনও শক্তি আছে তোমায় লোকালয়ে নিয়ে যাই।

বীরা। নড়বার শক্তি আর নেই রণরাও।

রণরাও তাকে ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না, নিজেও পড়িয়া গেল

বীরা। এ বোঝা বইবার চেষ্টা করে আর শ্রান্ত হয়ো না, রণরাও।

রণরাও। বোঝা নও, বোঝা নও বীরা—আমার জীবনের স্পন্দন তুমি!

বীরা। কিন্তু বোঝা মনে করে একদিন ত ফেলেই দিয়েছিলে—আজ আর তা তুলে নেবার চেষ্টা কেন রণরাও?

রণরাও। ভুল করেছিলুম। কিন্তু সেই ভুলের জন্যে যে এত কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তা একবারও মনে হয়নি।

আবার বীরাকে তুলিবার চেষ্টা করিল

বীরা, তোমায় আমি বাঁচাব—তোমায় আমি আর কোথাও যেতে দোব না।

বীরা। সে দিন তোমায় বলিনি ; কিন্তু শ্যামলী বলেছিল—আজ বলি, যদি প্রত্যাখ্যান না করতে, যদি অযোগ্য মনে করে পথের পাশে ফেলে না যেতে, তা'হলে বীরাবাঈয়ের জীবন এম্নি ব্যর্থ হতো না। দেশ শুধু তোমারই রণরাও, আমার নয় ? শিবাজীর মহত্ত্ব শুধু তুমিই বুঝেছ, আমি বুঝিনি ? জেনে বুঝেও দেশ-দ্রোহিতা করেছি, দেবতাকে অপমান করেছি, নারীত্ব হারিয়েছি, হয়ত বা মনুষ্যত্বও নষ্ট করেছি—।

রণরাও। বীরা! আমায় ক্ষমা কর বীরা।

বীরা। অতীতের কথা আর নয় রণরাও। আজ তোমায় পেয়েছি। আজ শুধু শেষের সময়টিতে একবার তুমি বল, তুমি আমায় উপেক্ষা করনি !

রণরাও। উপেক্ষা করিনি, উপেক্ষা করিনি, বীরা। দেশপ্রেমের অনাস্বাদিত এক মাধুর্য্য আমায় আত্মহারা করে ফেলেছিল—তাই তোমার প্রেমের মর্য্যাদা আমি তখন বুঝিনি। কিন্তু তারপর—তারপর বুঝেছি বীরা, প্রেম যদি তুচ্ছ হয়, তা'হলে দেশপ্রেমও খুব উচ্চ নয়—যার জন্য মানুষ নিজেকে শুকিয়ে রাখবে, হৃদয়কে করে ফেলবে মরুভূমি।

বীরা। আজ এই কথাটিই শুধু বিশ্বাস কর যে, বীরা তোমার ব্রত-ভঙ্গ করত না।

বীরা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। রণরাও তাহাকে কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল

রণরাও। বীরা! অভাগী বীরা!

দূরে ঘোড়পুরে প্রবেশ করিল

ঘোড়পুরে। কিছুই ত ঠাহর হচ্ছে না। ছুঁড়িটা মরে গেল নাকি ? দেখি, একটুখানি খুঁজে দেখি! ওকে হাতে রাখতে পারলে আখেরে কাজ হবে।

বীরা। বল, বল রণরাও, বল যে, তুমি বুঝেছ আমি তোমার ব্রতভঙ্গ করতুম না।

রণরাও। আজ বুঝতে পারছি বীরা, যে, তোমাকে পাশে পেলে ব্রত আমার অতি সহজেই উদ্‌যাপিত হতো। তোমার শক্তিকে উপেক্ষা করে যে আদর্শ সামনে রেখে ছুটে এলুম, সে-আদর্শকে আজও অবধি আয়ত্ত করতে পারলুম না।

ঘোড়পুরে কথার শব্দ শুনিতে পাইয়া কান পাতিয়া দাঁড়াইল

ঘোড়পুরে। ওই দিকটা থেকে কথার শব্দ ভেসে আসছে না? এগিয়ে দেখব কি? যারা কথা কইছে, তারা যদি মারহাঠা হয়…না বাবা, কাজ নেই! আর ও যদি বীরাবাঈয়ের কণ্ঠস্বর হয়?…

বীরা। এ জীবন ত গেল রণরাও, পরজন্মে যেন আবার তোমারই ভালবাসা পাবার যোগ্য হই।

ঘোড়পুরে। এ ত পুরুষের কণ্ঠ নয়! নিশ্চিতই মাহুরের নারী-সৈনিক! বীরাবাঈ! বীরাবাঈ!

রণরাও। নাম ধরে তোমায় কে ডাকে বীরা?

ঘোড়পুরে। (আগাইয়া আসিয়া) বীরাবাঈ! বীরাবাঈ!

বীরা। চিনি, ও কণ্ঠ আমি চিনি, রণরাও!

উঠিবার চেষ্টা করিল

রণরাও। ওকি, বীরা। তুমি অমন করছ কেন? কোথায় তুমি যেতে চাও?

বীরাবাঈ। শত্রু নিপাত করতে হবে—ঘোরতর শত্রু। তুমি একটু অপেক্ষা কর, রণরাও।

ঘোড়পুরে। বীরাবাঈ, তুমি কি জীবিত?

বীরাবাঈ। বাজীসাহেব, এই দিকে. আমি মুমূর্ষ!

ঘোড়পুরে। সন্ধান পেয়েছি। ও এখনও জীবিত রয়েছে। ওকে বাঁচাতে হবে। ঘোড়পুরের জীবনের সৌভাগ্য-সূর্য্য ও। ওকে দিয়ে অনেক কাজ হবে। ভয় নেই মা. আমি আস্‌ছি। আমি তোমায় বহন করে মাহুরে নিয়ে যাব।

বীরাবাঈ উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়া পড়িয়া গেল

বাজীসাহেব! আমি এইখানেই।

ঘোড়পুরে কাছে আসিল

ঘোড়পুরে। এই যে আমি এসেছি মা; বড্ড আহত হয়েছ?

বীরাবাঈ। আহত হয়েছি, কিন্তু তোমাকে হত্যা করবার শক্তি হারাইনি, বিশ্বাসঘাতক।

একটু দূরে সরিয়া গিয়া

ঘোড়পুরে। এ কি কথা! এ কি মূর্ত্তি! আমায় চিনতে পারছ না? আমি ঘোড়পুরে. তোমার পিতার বন্ধু. তোমার অকৃত্রিম হিতৈষী!

বীরাবাঈ। হাঁ, আমার পিতার বন্ধু, আমার অকৃত্রিম হিতৈষী! নইলে, নইলে—কে আর পারত এমন করে আমার জীবনটা ব্যর্থ করে দিতে? কে আর পারত এমন করে আমায় দানবী করে তুলতে? কে আর পারত আমার অন্তরে এমন করে রক্ত-পিপাসা জাগিয়ে তুলতে?

ঘোড়পুরে। তুমি এখনও ভুল করছ মা! আমি শিবাজী নই, আমি ঘোড়পুরে।

রণরাও। ঘোড়পুরে! বাজী ঘোড়পুরে! সেই বিশ্বাসঘাতক!

রণরাও উঠিয়া দাঁড়াইল

ঘোড়পুরে। তুমি কে? কে তুমি? তোমায় ত আমি চিনিনা!

তোমার চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে কেন? অপরিচিতের প্রতি তোমার এ আক্রোশ কেন যুবক?

রণরাও। আমি রণরাও, শিবাজীর সেবক।

ঘোড়পুরে। রণরাও, তুমি রণরাও? বীরা, মা! এই তোমার রণরাও? আজ তোমাদের মিলন ঘটেছে! রণরাও, বন্ধু চন্দ্ররাওয়ের মৃত্যুর পর থেকে বীরাবাঈকে আমি কন্যার মতোই পালন করে এসেছি। তোমার সাথে ওর এই মিলন দেখে আজ স্বর্গ থেকে বন্ধু আমায় আশীর্ব্বাদ করচেন, দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করচেন।

রণরাও ঘোড়পুরের গলা টিপিয়া ধরিল

রণরাও। স্তব্ধ হও প্রতারক!

বীরাবাঈ। রণরাও! ও আমার, আমার,—তোমার নয়।

বীরাবাঈ ঘোড়পুরেকে আঘাত করিল। ঘোড়পুরে পড়িয়া গেল

বীরা। রণরাও! জয়ধ্বনি কর। বিশ্বাসঘাতকের পতন হয়েছে, মহারাষ্ট্রের শত্রু নিপাত হয়েছে, জয়ধ্বনি কর রণরাও!

কিছুকাল দুইজন দুইজনের দিকে চাহিয়া রহিল।
উভয়েরই শরীর কাঁপিতে লাগিল

বীরা। রণরাও! রণরাও!

টলিয়া পড়িতে পড়িতে বীরাবাঈ হাত বাড়াইয়া দিল

রণরাও। বীরা! বীরা!

টলিতে টলিতে সেই প্রসারিত হাত ধরিতে গেল। পরস্পরের হাত ধরিয়া দুইজনেই পড়িয়া গেল। শ্যামলী ও শিবাজী প্রবেশ করিল

শ্যামলী। একটি প্রাণীও ত জীবিত দেখছি না বাবা!

শিবাজী। যারা পরাজিত হয়েও বেঁচে আছে, তারা পালিয়েছে। যারা জয়ী হয়েছে তারা গিয়ে উৎসব করছে।

শ্যামলী। রণরাওকে কোথায় পাব বাবা ?

শিবাজী। রণরাও পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালায় না শ্যামলি, বীরের শয্যা গ্রহণ করে !

রণরাও। বীরা ! বীরা !

শ্যামলী। রণরাও !

রণরাও। কে ডাকে ?

বীরা। শ্যামলি !

শ্যামলী ছুটিয়া আসিল

শ্যামলী। বীরা, কোথায় তুমি !

বীরা। শ্যামলি, এসেছিস ?

শ্যামলী। বীরা, বোন ! একি দেখলুম ? কি দেখতে নিয়ে এলেন বাবা !

শিবাজী কাছে গিয়া বীরাকে তুলিয়া লইলেন

শিবাজী। বীরা বাঁচবে শ্যামলি—রণরাও বাঁচবে—মহারাষ্ট্রের তরুণ-তরুণী অকালে আর অকারণে প্রাণ দেবে না।

রণরাও। মহারাজ, যুদ্ধে আমরা পরাজিত হয়েছি।

শিবাজী। না, না, রণরাও! মহারাষ্ট্রের যৌবন আজ অভিমান জয় করে, ব্যর্থতা জয় করে, মৃত্যুকেও পরাজিত করে ফিরিয়ে দিয়েছে !

চতুর্থ দৃশ্য

সিংহগড় দুর্গের নিকটবর্ত্তী পথ। আহত তানাজীকে লইয়া মারহাটী-
সৈন্যেরা অগ্রসর হইতেছে। তানাজীর চলিবার শক্তি নাই—
তবুও সৈনিকদের দেহের উপর নিজের দেহভার রক্ষা করিয়া
কোনমতে অগ্রসর হইতেছে, সঙ্গে রঘুনাথ

রঘুনাথ। তানাজী এ উন্মত্ততা তুমি পরিহার কর। প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার শক্তির যে অপচয় ঘটছে, তাতে করে জীবন তোমার প্রতি মুহূর্ত্তেই বিপন্ন হয়ে উঠছে। এমন করে রায়গড়ে তুমি তো পৌছুতে পারবে না। তুমি আদেশ কর—পাল্কী-অশ্ব বা উষ্ট্র যে-কোন বাহনের সাহায্যে তোমায় আমরা রায়গড়ে নিয়ে যাই।

তানাজী। ওই ত রায়গড় দেখা যায় রঘুনাথ, কতটুকু—কতটুকু পথ আর বাকি! সিংহগড় দুর্গ-বিজয়ী তানাজী এইটুকু পথ হেঁটে যেতে পারবে না?—পারবে রঘুনাথ, তানাজী তা পারবে। তাকে একটুখানি বিশ্রাম করতে দাও···একটুখানি। তারপর আর তার পা কাঁপবে না—তার চোখের সামনে অন্ধকার আর গাঢ় হয়ে নেমে আসবে না।

সৈনিকেরা তানাজীকে বসাইয়া দিলেন

রঘুনাথ। সৈনিক! দ্রুতগামী এক অশ্ব বেছে নিয়ে রায়গড়ে গিয়ে সংবাদ দাও যে, মহাবীর তানাজী সিংহগড় দুর্গ জয় করেছেন, কিন্তু অত্যন্ত আহত তিনি, মুমূর্ষু। সেই অবস্থায় মহারাজ আর জননী জিজাবাঈকে দেখা দেবার জন্য রায়গড়ে তিনি পায়ে হেঁটে চলেছেন। চলবার শক্তি তাঁর নেই। তাঁরা এসে যদি দেখা না দেন, তা'হলে তানাজীর শেষ ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে যাবে।

সৈনিক প্রস্থান করিল

তানাজী। সংবাদ এতক্ষণ পৌঁছে গেছে রঘুনাথ! দুর্গ জয় করেই আমি তোপধ্বনি করেছি। মহারাজ তা অবশ্যই শুনতে পেয়েছেন। কিন্তু তিনি ত জানেন না যে, তাঁর তানাজী আজ আহত। যদি তা জানতেন, তা'হলে এতক্ষণ তিনি ছুটে আসতেন। এসে আমায় বুকে টেনে নিতেন। রঘুনাথ! তুমি কি জান না মহারাজ শিবাজী কত স্নেহপ্রবণ! তিনি হয় ত আমারই পথচেয়ে রায়গড় দুর্গশিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

রঘুনাথ। মহারাজ শিবাজীকে তোমার চেয়ে ভাল করে চেনবার সৌভাগ্য কার হ'য়েছে তানাজী?

তানাজী। দেবতার মত ভক্তি করি, ভাইয়ের মতো ভালবাসি। তাঁর ইচ্ছে ছিল না রঘুনাথ, এ সময়ে সিংহগড় দুর্গ আক্রমণে আমাকে পাঠাতে তাঁর এতটুকু ইচ্ছে ছিল না। জননী জিজাবাঈ আদেশ করলেন—দুর্গ অবিলম্বে অধিকার করা চাইই। মহারাজ নিজে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমি সে খবর পেলুম। আমি ত জানি কি বিপদসঙ্কুল এই কাজ। তাই আমিই স্থির করলুম, মহারাজকে এখানে আসতে দোব না। ছেলের বিয়ের আয়োজন করছিলুম, রইল তা পড়ে। নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করলুম—নহবৎখানায় গিয়ে উৎসবের বাঁশী থামিয়ে দিলুম, নিজহাতে করলুম নাকড়ায় আঘাত—এক মুহূর্ত্তে, রঘুনাথ, এক মুহূর্ত্তে উৎসব-ভবন আমার সামরিক-শিবিরে পরিণত হলো, বরও এল সৈনিকের বেশ পরে।...একটু জল দাও রঘুনাথ—একটু জল।

রঘুনাথ তাহাকে জল পান করাইল

রায়গড় পৌঁছে দেখি, মাতা-পুত্র পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে। কারু মুখে কথা নেই—জননীর দৃষ্টি সিংহগড় দুর্গে নিবদ্ধ।...মহারাজকে

আলিঙ্গন ক'রে, মাকে করলুম প্রণাম। মা গর্জ্জে উঠলেন—সিংহগড় আমি চাই, তানাজী! পায়ের ধুলো নিয়ে আমি বল্লুম—সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সিংহগড় তুমি পাবে, মা।...রঘুনাথ—রঘুনাথ, সূর্য্য এখনো অস্তমিত হয় নি—তানাজী তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছে। আর একটু জল, রঘুনাথ আর একটু।

রঘুনাথ পুনরায় তাঁহাকে জল দিলেন

প্রতিশ্রুতি যখন দিলুম, তখনই মায়ের পাষাণী রূপের পরিবর্ত্তন হলো, দৃষ্টি দিয়ে স্নেহ উপচে পড়ল। তাঁর বুকের ভিতর আমার মাথা টেনে নিয়ে মা বল্লেন, আমার পুত্রোপম, শিবাজীর সোদরপম তুই তানাজী! শিবা নীরবে আলিঙ্গন করল। রঘুনাথ, আমি ধন্য, ধন্য আমি! জল, জল রঘুনাথ।

রঘুনাথ আবার জল দিলেন, তানাজী উঠিবার চেষ্টা করিলেন। রঘুনাথ তাঁহাকে ধরিলেন

রঘুনাথ। আর একটু বিশ্রাম কর, তানাজী।

তানাজী। বিশ্রামের আর অবসর নেই রঘুনাথ—আমার সারা মন চাইছে আমার সেই মায়ের কোল, সেই ভাইয়ের বুক! রঘুনাথ! রঘুনাথ!

তানাজী উঠিবার চেষ্টা করিতে গিয়া সকল শক্তি হারাইয়া লুটাইয়া পড়িলেন। রঘুনাথ ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহাকে দেখিল। তাহার পর উষ্ণীষ খুলিয়া ফেলিল

রঘুনাথ। উষ্ণীষ ত্যাগ কর মারহাঠা। মহাবীর তানাজী গত। তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন কর।

সৈনিকেরা উষ্ণীষ ত্যাগ করিল—তরবারি বাহির করিয়া সম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। রঘুনাথ গৈরিক পতাকা দিয়া তানাজীর দেহ আবৃত করিল

শিবাজী। (নেপথ্যে) তানাজী! তানাজী!

শিবাজী প্রবেশ করিলেন। সকলে মাথা নত করিয়া রহিল

এ কি রঘুনাথ। তানাজী নেই? তানাজী, ভাই!

মহারাজ শিবাজী হাঁটু গাড়িয়া সেইখানে বসিলেন। রঘুনাথ গৈরিক পতাকা ঈষৎ সরাইয়া তানাজীর মুখ বাহির করিয়া দিলেন। শিবাজী কিছুকাল কাঠের মতো শক্ত হইয়া তানাজীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে উষ্ণীষ খুলিয়া ফেলিলেন। পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পেশোয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় অমাত্যগণ প্রবেশ করিলেন

পেশোয়া. সিংহগড় দুর্গ অধিকৃত হ'লো—কিন্তু মারহাঠার সেরা সিংহ ওই ধুলোয় লুটায়।

পেশোয়া। জীবন দিয়ে তানাজী যে কীর্ত্তি রেখে গেল, তা চিরস্থায়ী হয়ে মহারাষ্ট্রকে মহাশক্তির প্রেরণা দেবে।

শিবাজী। শক্তি! শক্তি! পেশোয়া, মানুষের মাঝে ওই শক্তিই কি সবচেয়ে বড় যে, মানুষ চিরদিনই তার গৌরব করবে? মহারাষ্ট্র তানাজীর মতো শক্তিমান যোদ্ধা হয় ত আরো পাবে—কিন্তু তার মতো মহাপ্রাণ আর পাবে না।

পেশোয়া। তানাজীর মৃত্যু মহারাষ্ট্রের যে ক্ষতি করল, তা কখনো পূর্ণ হবে না মহারাজ! কিন্তু মহারাষ্ট্রের আর বিপদের শেষ নেই—আরো একটা দুঃসংবাদ বয়ে আনবার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে।

শিবাজী। তানাজীর মৃত্যুর চেয়েও দুঃসংবাদ মহারাষ্ট্রের আর কি হতে পারে, পেশোয়া?

পেশোয়া। যুবরাজ শম্ভাজী বিপন্ন।

শিবাজী। শম্ভাজী আমার কেউ নয়, মারহাঠার কেউ নয়—তার

সম্বন্ধে কোন কথা আমরা শুনতে চাই না, পেশোয়া। শিবাজীর পুত্র হয়ে সে মুঘলের আশ্রয় ভিক্ষা করেছে, এ কথা কোন মারহাঠা কোন দিন ভুলতে পারবে?

পেশোয়া। অপরিণতবুদ্ধি যুবক আপনার উপর অভিমান করে এই কাজ করে ফেলেছেন। আজ তিনি অনুতপ্ত। ঔরংজেব তাঁকে বন্দী করবার আদেশ দিয়েছিলেন, মহাপ্রাণ দিলীর খাঁ তাঁর পলায়নের সুযোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু আপনার অনুমতি না পেলে মহারাষ্ট্রে তিনি প্রবেশ করতে পারছেন না।

শিবাজী। রাজ্যের লোভ যদি তার এতই প্রবল হয়ে উঠেছিল, তাহলে বিদ্রোহ না করে সে বিশ্বাসঘাতকতা করল কেন? তাতে যদি অশক্ত ছিল, তা'হলে গোপনে আমার বিছুয়া নিয়ে সে ত আমারই বুকে বসিয়ে দিতে পারত!

পেশোয়া। কিন্তু মুঘল যদি যুবরাজকে আয়ত্তে পায়, তা'হলে মহারাষ্ট্রের বিপুল ক্ষতি সে করবে।

শিবাজী। বিশ্বাসঘাতক হলেও মারহাঠাকে আমরা মুঘলের হাতে সঁপে দিতে পারব না। রঘুনাথ, একদল সৈন্য নিয়ে হতভাগাকে পানহালা দুর্গে বন্দী করে রেখে এস। কারু সঙ্গে কথা কইবার সুযোগও তাকে দিয়ো না। যে একবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আবারও তাই করে মহারাষ্ট্রের ক্ষতিসাধন করতে পারে। আর কিছু বলবার আছে পেশোয়া?

পেশোয়া। অভিষেকের আয়োজন করতে অনুমতি দিন মহারাজ!

শিবাজী। অভিষেক হবে বৈকি! তানাজী সবে গত পেশোয়া!

তা হলই বা! পুত্র বিশ্বাসঘাতকতা করল, তা করলই বা! রাজা যখন মানুষ নয়—যন্ত্র, তখন এসব ব্যাপারে তাকে বিচলিত হলে চলবে কেন? তাকে সব ভুলে, সব উপেক্ষা করে অবিচলিত ক্রূরতা নিয়ে রাজত্ব চালাতে হবে। যান—যান পেশোয়া, আপনাদের যেরূপ অভিরুচি তাই করুন গে—আমায় কিছুকাল তানাজীর বক্ষ-রক্তসিক্ত এই পবিত্র তীর্থে একা থাকতে দিন। আপনি ত জানেন, তানাজী আমার কি ছিল।

সকলে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল

তানাজী, ভাই!

শিবাজী তানাজীর বুকে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন

পঞ্চম দৃশ্য

ভবানী-মন্দির। বীরাবাঈ বসিয়া মালা গাঁথিতেছে। রণরাও বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতেছে। শ্যামলী প্রবেশ করিল।

বীরা। এই যে শ্যামলি!

শ্যামলী। মায়ের মন্দিরে বসে মালা গাঁথচ কার জন্যে, ভাই? মায়ের জন্যে, না মানুষের এই পরাজিত বীরের জন্যে?

বীরা। আমাদের কথা ঢের ভেবেছিস। এবার নিজের কথা একটু ভাব, জীবনটা কি এমন করেই কাটিয়ে দিবি?

শ্যামলী গানে জবাব দিল

শ্যামলী। 　জীবন আমার বইচে নিতি হাল্‌কা মলয়-হাওয়ার মত,—
ফুলের কানে গান গেয়ে যায়, গান-শোনানোই তাহার ব্রত।

বীরাবাঈ ধরিল।

বীরাবাঈ। 　ফুলকুমারী, খুললে আঁখি তখনি চাই দখিন হাওয়া।
শীতের বেলায় এলে তখন বকুল-কলি যায় না পাওয়া।

দুজনাই হাসিতে হাসিতে
একসঙ্গে গাহিল।

বীরা ও শ্যামলী। 　গাঁথলে আকাশ তারার মালা, রাখলে ঢেকে নয়ন-ডালা,
রূপ কথিকা পালিয়ে যাবে থামিয়ে হাসি-বাঁশীর গাওয়া।
যৌবনেরি কুঞ্জবনে জীবন খোঁজে প্রেমের মধু,
কোন্ ভ্রমরের গুঞ্জরণে স্বপন দেখে মানস-বধূ।
এই ক্ষণিকের লীলাখেলায়, কাটিও না দিন হেলা-ফেলায়,
বাদলা রাতে কাঁদলে সখি, চাঁদনীকে আর বৃথাই চাওয়া।

দুজনেই হাসিল।

বীরাবাঈ। এইবার জীবনের একটি সঙ্গী জুটিয়ে নে।

শ্যামলী। সঙ্গী একটি কেন, বহুতই জুটেছে। সকলের সমান দাবী রয়েছে বলেই ত কাউকে বঞ্চিত করে বিশেষ এক ব্যক্তিকে বাধিত করতে চাই না। কি হে বীর, দূরে দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

রণরাও কাছে আসিয়া কহিল।

রণরাও। শ্যামলি! তুমি কি বল ত! তুমি কি মানবী?

শ্যামলী। কেন, দানবী বলে মনে হয় কি?

রণরাও। তুমি দেবী। মানুষের সমাজে থাক, কিন্তু মানুষের চেয়ে অনেক বড়।

শ্যামলী। তাই নাকি!

রণরাও। সত্য শ্যামলী।

শ্যামলী। বীরা, ভাই হুঁসিয়ার! লোকটার প্রেমেপড়া রোগ আছে।

রণরাও। তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাবারও অবসর পাই নি শ্যামলি!

শ্যামলী। আরে! সোজা কথাটাই বলে ফেল না যে, আমার এখানে উপস্থিতি তোমাদের ভালো লাগচে না! বীরার হাতের ওষ্ঠ মালা গলায় তোমার সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

বীরা। শ্যামলি!

শ্যামলী। চল্লাম ভাই।

সে চলিয়া যাইবার আগেই শিবাজী প্রবেশ করিলেন।

শিবাজী। শ্যামলি! এই যে বীরাবাঈ, রণরাও।

ধীরে ধীরে সোপানে বসিলেন। শ্যামলী ও বীরাবাঈ তাঁহার পদতলে বসিল। রণরাও একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

শ্যামলী। বাবা।

শিবাজী। কি মা।

শ্যামলী। রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত। কি আর ভাবচেন বাবা?

শিবাজী। হাঁ, রাজ্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত! বহু আগে তানাজী এক দিন এইখানে বসেই আমাকে বলেছিল মহারাষ্ট্রকে আমিই প্রতিষ্ঠিত করব। ভবানীর কৃপায় মহারাষ্ট্র সত্যই আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শ্যামলি, আমার বাল্য-সখা, মহারাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর তানাজী, আজ নেই।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া শিবাজী কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর আবার বলিতে লাগিলেন।

একসঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে যারাই অবতীর্ণ হয়েছিলাম, একে একে তাদের কতজনই না চলে গেল! সিংহগড়ে তানাজী, পানহালায় বাজীপ্রভু···

শ্যামলী। বাজীপ্রভু কে ছিলেন বাবা?

শিবাজী। বাজীপ্রভু! বাজীপ্রভু মানুষ ছিল না শ্যামলি, বাজীপ্রভু ছিল শাপভ্রষ্ট এক দেবতা।

বীরাবাঈ। বিজাপুরে থাকতে বাজীপ্রভুর নাম শুনিচি মহারাজ।

শিবাজী। শোনবারই কথা, মা। শত্রুরূপে প্রথমে সে আমাদের দেখা দিয়েছিল! কিন্তু পরে মাল্কাপুরের গিরিসঙ্কট রক্ষা করবার জন্য বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মারহাঠার যে উপকার সে করে গেছে, মহারাষ্ট্র কখনো তা বিস্মৃত হবে না। সম্মুখে অপরিসর গিরিসঙ্কট। পানহালার দুর্গ থেকে স্বল্প-সংখ্যক সৈন্য নিয়ে সবেমাত্র বেরিয়েচি, এমন সময় বিরাট এক বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করল সিদ্দি আজিজ আর ফাজল খাঁ। আক্রমণের সেই ভীম বেগ আমি প্রতিরোধ করতে পারলাম না। প্রাণপণ চেষ্টা করলাম গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করতে। শবের পর শব স্তূপীকৃত হতে লাগল, মৃত্যু যেন সহস্র জিহ্বা বিস্তার করে ধেয়ে এল মারহাঠাদের গ্রাস করতে। এমনই সময় বাজীপ্রভু এসে বল্ল শ্যামলী—প্রভু, মারহাঠা এ যুদ্ধে তার শক্তিক্ষয় করতে পারে না; অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে আপনি বিশালগড় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করুন, আমি ততক্ষণ এই গিরিসঙ্কট রক্ষা করি। আমি সম্মত হলাম। অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে আমি বিশালগড়ের দিকে অগ্রসর হলাম। তার জন্য রেখে এলাম মাত্র সাত-শত মাওলা।

রণরাও। মাত্র!

শিবাজী। সেই সাতশত মাওলা নিয়ে সপ্তদশ শত বিজাপুরীকে বাধা দিতে দাঁড়াল বাজীপ্রভু!

শ্যামলী। তারপর, বাবা?

শিবাজী। তারপর, দিবা যখন অবসানপ্রায়, তখন বিশালগড় দুর্গে প্রবেশ করলাম। দুর্গশিরে দাঁড়িয়ে দেখলাম বিজাপুরী সৈন্য পলায়িত, অপেক্ষা করলাম। বহুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, বাজীপ্রভুর প্রত্যাগমন প্রত্যাশায়। কিন্তু…কিন্তু সে আর ফিরে এলো না। তখন আবার ছুটে গেলাম সেই রণক্ষেত্রে। সূর্য্য তখন রক্তস্নাত, দিগন্ত রক্তে রাঙা, ধরণীর বুকেও রক্তের স্রোত; দেখলাম আমার সাতশত মাওলা, মারহাঠার শ্রেষ্ঠ সাতশত বীর, সেই রক্তসাগরে আত্মবলি দিয়েচে। সন্ধান করে বাজীপ্রভুকে যখন পেলাম, তখন শেষ নিশ্বাসটি হয়ত তার বুক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু রাখতে পারলাম না। বীরজীবনের দেনা-পাওনা শেষ করে বাজীপ্রভু অমৃতলোকে চলে গেল।

শিবাজী নীরব রহিলেন।

শ্যামলী। মহাপ্রাণ মারহাঠাদের আত্মত্যাগের ফলে মহারাষ্ট্র আজ সুপ্রতিষ্ঠিত! এইবার কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নিন বাবা!

শিবাজী। জীবনটা কাটিয়ে দিলাম কেবল অশ্বপৃষ্ঠে অসিহাতে ছুটোছুটি করে, তাই জীবন-সায়াহ্নে না পারি বিশ্রামের কথা ভাবতে, না পারি সৃষ্টির স্বপ্ন দেখতে। দেশের জন্য মরে মরে আমরা দেশকে শ্মশান করে রেখে যাব, আর তোরা, ওরে নবীন মারহাঠা, তোরাই সেই শ্মশানে নন্দন-কানন রচনা করবি।

সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে গাহিতে তরুণ-তরুণী প্রবেশ করিল।

প্রত্যেকের হাতে গৈরিক পতাকা

শিবাজী একটু অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন।

গান

সোনার ভারত, তরুণ ভারত! জরতী আঁচলে থেক না ঢাকা।
গৌরবে হের, গৈরিকে ওড়ে যৌবনেরই জয়-পতাকা!
মহামানবের এ মহাসাগরে মহাভারতের আরতি চাই,—
জাতি চলে আজি নব মনোরথে যৌবনে ক'রে সারথী ভাই,
(কোরাস) জয় জয় জয় যুবক-ভারত! যুবরাজ তব নবীন প্রাণ,
যুগে-যুগে গাহো নব-নব সুরে, ভুবন-ভোলান অমর গান।
চির-যৌবনী পার্ব্বতী ভীমা হস্তে অসুর মুণ্ড যাঁর
শক্তিসাধিকা ভক্তি মোদের উচ্ছ্বসি চাহে খড়্গ তাঁর।
ভবানী মোদের ভারতজননী, দানব-দলনী করালী মাতা,
হিমাচলে যাঁর তুষার মুকুট, সিন্ধুতে যাঁর চরণ পাতা।
(কোরাস) জয় জয় জয় যুবক ভারত! যুবরাজ তব নবীন প্রাণ,
যুগে যুগে গাহো নব নব সুরে, ভুবন-ভোলান অমর গান।

শিবাজী প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটি লোকের হাতের থালায় পুষ্পমাল্য, তরবারি, অপর লোকের হাতে বহু গৈরিক পতাকা।

শিবাজী। রণরাও! বীরা!

বীরা ও রণরাও তাঁহার সামনে দাঁড়াইল।

শিবাজী। নবীন মহারাষ্ট্রের প্রতিনিধিস্বরূপ তোমরাই সর্ব্বাগ্রে আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

থালা হইতে ফুলের মালা লইলেন।

হৃদয়কে তোমরা এই কুসুমের মতোই রাখ কোমল।

শিবাজী ও বীরাকে মালা দিলেন। তাহারা উহা মাথায় রাখিল।

এই মুক্ত তরবারির মতোই থাক প্রদীপ্ত।

রণরাও নতজানু হইয়া উহা গ্রহণ করিল।

গুরুদত্ত এই গৈরিক পতাকা জাগিয়ে রাখুক তোমাদের তিতিক্ষা!

সকলকেই পতাকা দিতে লাগিলেন। জিজাবাঈ প্রবেশ করিলেন।

জিজাবাঈ। শিব্বা!

শিবাজী। মা!

জিজাবাঈ। তোমার রাজ্যে নাকি কেউ অস্পৃশ্য নাই?

শিবাজী। মহারাষ্ট্রে অস্পৃশ্য কেউ নেই, তা ত তুমি জান, মা।

জিজাবাঈ। তবে আমার শম্ভা আজ এই উৎসবে যোগ দেবার অধিকার থেকে কেন বঞ্চিত হবে?

শ্যামলী। বাবা, ভাই শম্ভাজীকে মার্জ্জনা করুন—তার মুখের দিকে চেয়ে দেখুন, তার ছল-ছল চোখ-দুটি।

শম্ভাজী পিতার পায়ে প্রণত হইলেন। শিবাজী তাহার মাথায় হাত রাখিলেন।

সমবেত গান

ভারতের চাহি নূতন শোণিত সবল প্রেমের অমৃত সুধা,
ভারতের বুকে নব-জীবনের বিশ্বগ্রাসিনী বিপুল-ক্ষুধা
মৃত্যুতে তার আত্মা মরেনা, কারাগারে তার স্বাধীন মন,
যৌবন তার নিত্য করিছে জীবন-পাথারে সন্তরণ॥

(কোরাস) জয় জয় জয়, যুবক-ভারত! যুবরাজ তব নবীন প্রাণ,
যুগে যুগে গাহো নব-নব সুরে, ভুবন-ভোলানো অমর গান।
ভারতের যুবা চাহে না তন্দ্রা, দেখে না অলস স্বপন ছবি
বক্ষে তাহার জাগরণ নিয়ে অগ্নি ছড়ায় তপ্ত রবি,